অগ্নি ব্রহ্মের তত্ত্ব

ও

আহুতি প্রকরণ

অগ্নিব্রহ্ম সূর্য্যনারায়ণের চিরদাস

শ্রীসাগরচন্দ্র কুণ্ডু, (জ্যোতির্ম্মানন্দ)

কর্ত্তৃক

সংগৃহীত, সঙ্কলিত ও বিরচিত

চন্দননগর,

১৯২৬।

সূচি পত্র

প্রিণ্টার—শ্রীকৃষ্ণপ্রসাদ ঘোষ
প্রকাশ প্রেস
৬৬নং মাণিকতলা ষ্ট্রীট,
কলিকাতা।

উৎসর্গ

—০॥০—

যাঁহার এই জগৎ,
যিনি অগ্নি-ব্রহ্ম সূর্য্যনারায়ণ
রূপে সৃষ্টি, পালন
ও সৃষ্টি সংহার করেণ
তাঁহারই অপার মহিমান্বিত
পরম পবিত্র স্বরূপে এই
ক্ষুদ্র গ্রন্থ জগৎহিত কামনায়
উৎসর্গ করিলাম।

দীনহীন—গ্রন্থকার।

ভূমিকা

—:০:—

অমরধামে বিরাজিত শ্রীমৎ শিবনারায়ণ পরমহংস স্বামীকে বর্ত্তমান সময়ের জগৎগুরু বলা যায়; কিন্তু তিনি আপনাকে গুরু বলিয়া স্বীকার করেন নাই। কেন করেন নাই তাহার কারণ এই ক্ষুদ্র-গ্রন্থের শেষে লেখা হইয়াছে। তাঁহার মত সকল যে পরম কল্যাণকর এবং অমৃত-তুল্য তাহাতে সন্দেহ নাই। আমি তাঁহার একজন ভক্ত। আমি তাঁহার কল্যানকর উপদেশে দৃঢ় বিশ্বাসী হইবার জন্য এবং অপর সকলকে দৃঢ় বিশ্বাসী করিবার জন্য পরমহংস দেবের পদানুস্মরণ এবং পথানুসরণ সহকারে এই ক্ষুদ্র গ্রন্থ সঙ্কলন পূর্ব্বক প্রকাশ করিলাম। ইহাতে যদি আমার কোন অপরাধ এবং ত্রুটী হইয়া থাকে, তাহা হইলে, অমর ধামে বিরাজিত সেই মহাপুরুষ এবং তাঁহার ভক্তগণ ও সকলেই নিজ নিজ গুণে এই বৃদ্ধকে ক্ষমা করিবেন। এই ক্ষুদ্র গ্রন্থখানি পরমহংস স্বামীর গ্রন্থ সমুদয়ের বিজ্ঞাপন স্বরূপ। তাঁহার উপদেশপূর্ণ "অমৃত সাগর" "সার নিত্যক্রিয়া" এবং "ভ্রমণ বৃত্তান্ত" এই তিনখানি অমৃততুল্য গ্রন্থ, আমি সকলকেই পাঠ করিতে পুনঃ পুনঃ অনুরোধ করিতেছি।

যে সকল জীবিত এবং অমরধামে বিরাজিত মহানুভব গ্রন্থকার ও শাস্ত্রগ্রন্থ অনুবাদকগণের গ্রন্থাদি হইতে যে সকল প্রমাণ আমি এই ক্ষুদ্র গ্রন্থ মধ্যে উদ্ধৃত করিয়াছি সেই সকল মহোদয়গণকে, সামর্থ্য ও স্থানাভাববশতঃ প্রণিপাতপূর্ব্বক একযোগে সহস্র সহস্র বা অগণ্য ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি। বৃদ্ধের এ অপরাধ তাঁহারা অবশ্যই ক্ষমা করিবেন।

দীনহীন—গ্রন্থকার।

অগ্নিব্রহ্মের তত্ত্ব ও আহুতি প্রকরণ।

প্রথম অধ্যায়।

অগ্নিব্রহ্মের তত্ত্ব।

অগ্নি, সূর্য্য নারায়ণেরই রূপ। কারণ অগ্নি সর্ব্বব্যাপী ব্রহ্মতেজঃ বা বিষ্ণুতেজঃ স্বরূপ। বেদাদি শাস্ত্রে উক্ত আছে;—অগ্নি ত্রিবিধি। যথা—কারণ অগ্নি, সূক্ষ্মাগ্নি, এবং স্থূল বা ভৌতিক অগ্নি। কারণ—অগ্নি অতি সূক্ষ্ম, মনুষ্য চক্ষুর অগোচর সর্ব্বব্যাপী তেজঃ স্বরূপ এবং ব্রহ্মের সহিত সর্ব্বদা সর্ব্বত্র যুক্ত। এইজন্য অনেক সময়ে অগ্নি ব্রহ্ম নামেই অভিহিত হইয়া থাকেন। স্বরূপতঃ শক্তি (তেজঃ) এবং শক্তিমান অভেদ। সূক্ষ্মাগ্নি, সূর্য্যনারায়ণ মণ্ডলে, অন্যান্য গ্রহ নক্ষত্র মণ্ডলে এবং আকাশে মেঘে মেঘে ঘর্ষণকালে বিদ্যুৎরূপে প্রকাশ হইয়া আছেন এবং প্রকাশ পাইয়া থাকেন।

বৈজ্ঞানিকগণ যন্ত্রশক্তি বলে চুম্বকাদি ঘর্ষণ দ্বারা যে বৈদ্যুতাগ্নি বাহির করিয়া বহুবিধ কার্য্যে ব্যবহার করেন, ঐ অগ্নিকে স্থূল-সূক্ষ্ম বলা যাইতে পারে। করেন উহা পার্থিব অর্থাৎ পৃথিবী জাত পদার্থ হইতে উৎপন্ন এবং কখন গতিশীল ও কখন গতিরুদ্ধ বলিয়া স্থূল-সূক্ষ্ম নামে অভিহিত করা যাইতে পারে। সে যাহা হউক, ফলতঃ এক কারণ অগ্নিই অবস্থা ভেদে স্বর্গে মর্ত্তে বহুরূপে এবং বহু বিভিন্ন গুণের সহিত প্রকাশিত হইতেছেন।

উপনিষদে উক্ত আছে:—"একং অগ্নি ভুবনে প্রবৃষ্টঃ রূপং রূপং প্রতিরূপং বভূবঃ।" [অর্থ—"একই অগ্নি ভুবনে প্রবৃষ্ট হইয়া বহু বিভিন্ন রূপে এবং বহু বিভিন্ন প্রতিরূপে প্রকাশিত হইতেছেন।"]

কারণ অগ্নি আমার সম্মুখে আমার পশ্চাতে আমার ঊর্দ্ধে আমার নিম্নে, সংক্ষেপে বলিতে গেলে আমার দশদিকে পরমাত্মার সহিত যুক্ত হইয়া সর্ব্বদা বর্ত্তমান রহিয়াছেন। কারণাগ্নি যদি ব্রহ্মাণ্ডের সর্ব্বত্রে বর্ত্তমান না থাকিতেন তাহা হইলে, মহাকাশের যত্রতত্র উল্কাপাত, সৌদামিনীর (তড়িৎ বা বিদ্যুৎ) প্রকাশ, মহাসাগর গর্ভে বাড়বানল, নিবিড় বনে দাবানল এবং আমোদের মস্তকোপরি অগণ্য গ্রহ তারা নক্ষত্র রূপে দৃষ্ট হইতেন না বা হইতে পারিতেন না।

অগ্নিতত্ত্বের আরও সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা এই,—এক সর্ব্বব্যাপী কারণ অগ্নি হইতেই অবস্থা ভেদে অর্থাৎ আঘাত, ঘর্ষণ, উত্তেজনা এবং পরমাত্মা ব্রহ্মের ইচ্ছাশক্তির তারতম্যানুসারে মহাসাগর গর্ভে বাড়বানল, নিবিড় বনে দাবানল, আকাশে চন্দ্রমা সূর্য্যনারায়ণ এবং অগণ্য নক্ষত্রাদি জ্যোতিষ্ক, আর তৈল কাষ্ঠ অঙ্গারাদি দগ্ধকালে নানা ক্ষুদ্র বৃহদাকারের স্থূল-সূক্ষ্ম অগ্নি রূপের উৎপত্তি বা প্রকাশ। বৈজ্ঞানিকগণ চুম্বকাদি ঘর্ষণ দ্বারা (বৈজ্ঞানিক যন্ত্রাদি সাহায্যে) যে তড়িৎকণা (electro n) তড়িৎ তরল (electric fluid) তড়িৎ পুঞ্জ (electric sparks)

তড়িৎ স্রোত (electric currents) এবং তাড়িতালোক বাহির করিয়া নানা উপায়ে নানা কার্য্য সাধন করিয়া থাকেন, তৎ সমস্তও এক কারণ অগ্নিরই প্রকাশ মাত্র।

অনুমান ত্রিশ বৎসরাধিক পূর্ব্বে বিজ্ঞান রাজ স্যর জগদীশচন্দ্র বসু মহোদয়, ৺সুরেশচন্দ্র সমাজপতি সম্পাদিত সাহিত্য মাসিকে "আকাশ সম্ভব জগৎ" শীর্ষক এক বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন। সেই প্রবন্ধ মধ্যে অগ্নি সম্বন্ধে যাহা লিখিত আছে তাহার মর্ম্মার্থ :—'সূর্য্যাগ্নি, তড়িতাগ্নি এবং পার্থিব স্থূল অগ্নি এক মূল অগ্নিরই ভিন্ন ভিন্ন রূপে ও গুণে প্রকাশ মাত্র। ঐ সাহিত্য সংখ্যা আমার নিকট এখন নাই। যদি কাহারো নিকট থাকে বাহির করিয়া দেখিতে পারেন।

অগ্নি ব্রহ্মের স্বরূপ, কার্য্য,এবং মহিমা জ্ঞাপক স্তব স্তোত্র অতি বিস্তৃত এবং প্রাধান্যরূপে ঋগ্বেদে লিখিত হইয়াছে। কিন্তু বৈদিক সংস্কৃত অতিশয় উচ্চারণ কঠিন, অনেক বিষয় রূপকাবৃত; সুতরাং এখনকার মহা মহা পণ্ডিতগণেরও দুর্ব্বোধ্য।

বৈদিক স্তোত্র সকলের ভাষার কাঠিন্য হেতু ঐ সকল সুললিত এবং সহসা ভক্তি উদ্দীপকও নহে। তবে বৈদিককালের ঋষিগণের এবং যজমান প্রভৃতির অবশ্যই ভক্তি উদ্দীপক ছিল বলিয়া বিবেচিত হয়। ১০ মণ্ডল এবং ৮ অষ্টক সমন্বিত ঋগ্বেদ সংহিতা অতি প্রকাণ্ড ধর্ম্ম শাস্ত্র। ইহার অধিকাংশই অগ্নিব্রহ্মের স্তব স্তুতিতে পূর্ণ। বহু ঋষি এই সকল স্তব-স্তোত্র রচনা করিয়াছিলেন।

সিবিলিয়ান প্রবর সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত স্বর্গীয় রমেশচন্দ্র দত্ত মহোদয়ের অনুবাদিত ঋগ্বেদ সংহিতা হইতে এস্থলে ২০টী সূক্তাংশ উদ্ধৃত করিলাম। যথা :—

১। "অগ্নি যজ্ঞের পুরোহিত এবং দীপ্তিমান; অগ্নি দেব-

গণের আহ্বানকারী ঋত্বিক এবং প্রভূত রত্নধারী ; আমি অগ্নির স্তুতি করি।"

২। অগ্নি পূর্ব্ব ঋষিদিগের স্তুতিভাজন ছিলেন ; নূতন ঋষিদিগেরও স্তুতিভাজন ; তিনি দেবগণকে এই যজ্ঞে আনয়ন করুন।

৩। অগ্নি দ্বারা (যজমান) ধনলাভ করেন, যে ধন দিন দিন বৃদ্ধিপ্রাপ্ত ও যশোযুক্ত হয় ও তদ্দ্বারা অনেক বীর পুরুষ নিযুক্ত করা যায় ;

৪। হে যজ্ঞ ভাজন অন্ন পালক অগ্নি! স্বকীয় তেজ গ্রহণ কর আমাদিগের এই যজ্ঞ সম্পাদন কর।

(ঋগ্বেদ সংহিতা—১মণ্ডল ১অঃ ২৬ সূক্ত।)

৭। সর্ব্ব প্রজাপালক, হোম নিষ্পাদক, হর্ষযুক্ত ও বরণীয় অগ্নি আমাদিগের প্রিয় হউন, আমরাও যেন শোভনীয় অগ্নিযুক্ত হইয়া তোমার প্রিয় হই।

(ঐ—ঐ—ঐ।)

১। অগ্নি ধনের ন্যায় বিচিত্র ; সূর্য্যের ন্যায় সকল বস্তুর দর্শয়িতা, প্রাণবায়ুর ন্যায় জীবন রক্ষক ও পুত্রের ন্যায় হিতকারী ; অগ্নি অশ্বের ন্যায় লোককে ধারণ করেন ও দুগ্ধবতী গাভীর ন্যায় উপকারী।

(ঐ—১ম ১অঃ৭ ৬৬ সূক্ত।)

৩। অগ্নি যজ্ঞের কর্ত্তা ; অগ্নি বিশ্বের উপসংহর্ত্তা এবং উৎপাদয়িতা ; অগ্নি সখার ন্যায় অলব্ধ ধন প্রদান করেন।

দেবাভিলাষী প্রজাগণ সেই দর্শনীয় অগ্নির নিকট গমন করিয়া অগ্নিকেই যজ্ঞের প্রথম দেব বলিয়া স্তুতি করে।

(ঋগ্বেদ সংহিতা— ১ম ১অঃম ৭৭ সূক্ত।)

৫। দীপ্তিযুক্ত নিবাসস্থান দাতা ও মেধাবী অগ্নি স্তোত্রদ্বারা প্রশংসনীয়। হে বহুমুখ অগ্নি, আমাদিগের যাহাতে ধনযুক্ত অন্ন হয়, সেইরূপ দীপ্তি প্রকাশ কর। (ঐ—ঐ ৭৯ সূক্ত।)

৭। হে অগ্নি! তুমি সকল যজ্ঞে স্তুতিভাজন; আমাদিগের গায়ত্রী মন্ত্র দ্বারা তুষ্ট হইয়া আমাদিগকে রক্ষণ কার্য্য দ্বারা পালন কর। (ঐ—ঐ ৭৯ সূক্ত।)

৯। হে অগ্নি! আমাদের জীবন ধারণের জন্য, সুন্দর জ্ঞান যুক্ত ও সুখ হেতুভূত এবং সকল আয়ুর পুষ্টিকারক ধন প্রদান কর। (ঐ—ঐ ৭৯ সূক্ত।)

১৫। হে শোভন ধনযুক্ত অখণ্ডনীয় অগ্নি! যে সর্ব্ব-যজ্ঞে বর্ত্তমান যজমানকে তুমি পাপ হইতে নিষ্কৃতি প্রদান কর, এবং কল্যাণকর বল প্রদান কর (সেই সমৃদ্ধ হন)। আমরা তোমার স্তোতা, আমরাও যেন পুত্র পৌত্রাদিসহ তোমার ধনযুক্ত হই। (ঐ—ঐ ৯৪ সূক্ত।)

২। শোভনীয় ক্ষেত্রের জন্য (পূর্ণ শস্যশালিনী ক্ষেত্রের জন্য), শোভনীয় মার্গের জন্য এবং ধনের জন্য তোমাকে অর্চ্চনা করি; আমাদিগের পাপ বিনষ্ট হউক।

(ঐ—ঐ ৯৭ সূক্ত।)

১। আমরা যেন বৈশ্বানরের অনুগ্রহে থাকি, তিনি

ভুবন সমূহের সেবিতব্য রাজা। বৈশ্বানর এই কাষ্ঠদ্বয় হইতে জন্মগ্রহণ করিয়াই এই বিশ্ব অবলোকন করেন। (ইহা রূপ-কার্য্য ফলতঃ অগ্নিব্রহ্ম সর্ব্বদায়ই বিশ্ব অবলোকন করিতেছেন।)
(ঐ—ঐ ৯৮ সূক্ত)

৭। তুমি জাগরিত হইবামাত্র মনুষ্যগণ তোমাকেই—দূত স্বরূপ গ্রহণ করিয়া ব্যাপ্ত করে। হে অগ্নি! দেবতারাও তোমাকেই যজ্ঞে ঘৃত দ্বারা প্রদীপ্ত করিয়া পূজা করিবার জন্য সংবর্দ্ধনা করেন। (১০ মণ্ডল ১২৩ সূক্ত।)

৩। "হে তেজের পুত্র জাতবেদা! উৎকৃষ্ট স্তব পাঠ সহকারে তোমাকে সংস্থাপন করা হইয়াছে, তুমি আনন্দ কর। তোমার উপরেই নানাবিধ নানা প্রকারে সংগৃহীত উত্তম উত্তম সামগ্রী হোম করা হইয়াছে।

৫। হে অগ্নি' তুমি যজ্ঞের শোভা সম্পাদক, জ্ঞানী, প্রচুর অন্নদান করিয়া থাক, উত্তম উত্তম বস্তুও দান কর। এতাদৃশ তোমাকে স্তব করি। অতি সুন্দর সুন্দর প্রচুর অন্ন দাও এবং সর্ব্ব ফলোৎপাদক ধনদান কর।

৬। যজ্ঞোপযোগী সর্ব্বদ্রষ্টা প্রকাণ্ড অগ্নিকে মনুষ্যগণ সুখের জন্য আহ্বান করিয়াছে। তোমার কর্ণ সকলি শুনে, তোমার মত বিস্তারশালী কিছু নাই, তুমি দেবলোকবাসী, এতাদৃশ তোমাকে মনুষ্যেরা স্ত্রী পুরুষে স্তব করে।
(ঐ ১০ মণ্ডল ১৪৩ সূক্ত।)

৪। যজ্ঞ সামগ্রী সম্পন্ন ভক্তগণ সপ্ত অশ্বের স্বামী

অগ্নিকে স্তব করিতেছে, সেই অগ্নি যজ্ঞের স্বরূপ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পুরোহিত, তিনি ঘৃতাহুতি প্রাপ্ত হইয়া কামনা শ্রবণপূর্ব্বক অভিলষিত ফল বর্ষণ করেন এবং দাতা ব্যক্তিকে উৎকৃষ্ট বল দান করেন।

৫। হে অগ্নি! তুমি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অগ্রগণ্য দূত। অমরত্ব লাভের জন্য তোমাকে আহ্বান করিতেছি, তুমি আনন্দ কর। দাতার গৃহে মরুৎগণ তোমাকে সুশোভন করে। ভৃগুসন্তানেরা স্তবের দ্বারা তোমার ঔজ্জ্বল্য বর্দ্ধন করিল।

৬। হে অগ্নি! তোমার কর্ম্ম চমৎকার। যে যজমান যজ্ঞানুষ্ঠানে রত তাহার জন্য তুমি যজ্ঞ স্বরূপ প্রচুর দুগ্ধদায়িনী বিশ্বপালনকারিণী গাভী প্রদান কর ও দোহন করিয়া দাও। তুমি ঘৃতাহুতি প্রাপ্ত হইয়া তিন স্থান অধিকার করিয়া থাক। তুমি যজ্ঞগৃহের সর্ব্বত্র আছ, সব্বত্র গমন সৎকর্ম্মকারীর —তোমাতে দৃষ্ট হয়।"

(১০ম ১২৩ সূক্ত।)

পৌরাণিক সংস্কৃত সরল এবং সুললিত। মার্কণ্ডেয় পুরাণের অন্তর্গত শান্তি কৃত অগ্নি স্তব কিরূপ সুললিত, সরলরূপে তত্ত্ব প্রকাশক, এবং ভক্তি উদ্দীপক তাহা অনেকেই অবগত আছেন। ভট্টপল্লী নিবাসী সংস্কৃত সাহিত্য ব্যাকরণ এবং অলঙ্কারে দক্ষ পণ্ডিত প্রবর শ্রীযুক্ত পঞ্চানন তর্করত্ন মহোদয়ের অনুবাদগুণে শান্তিকৃত অগ্নিস্তব, বাঙ্গালা ভাষাজ্ঞ পাঠক পাঠিকগণের পক্ষে কিরূপ সুললিত সুখপাঠ্য এবং ভক্তি উদ্দীপক হইয়াছে যাঁহারা ঐ স্তব মনোযোগের সহিত পাঠ করিয়াছেন তাঁহারাই জানেন;

এবং ভবিষ্যতে যাঁহারা পাঠ করিবেন তাঁহারা জানিতে পারিবেন। তর্ক রত্ন মহোদয় অনেক পুরাণ অনুবাদ করিয়াছেন ; কিন্তু এই অগ্নি স্তব অনুবাদ দ্বারা তাহার মহাপুণ্য অর্জ্জন হইয়াছে।

মার্কণ্ডেয় পুরাণের শান্তি কর্ত্তৃক অগ্নি স্তবের মর্ম্মার্থ বা সার সংগ্রহ এইরূপ :—অগ্নি, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর স্বরূপ ; সর্ব্বভূতে জ্যোতিঃ স্বরূপ ; আদিত্য সূর্য্য এবং অনন্ত ব্রহ্ম স্বরূপ ; পরম বিভূতি সম্পন্ন ; সকল প্রাণীগণের হৃদপুণ্ডরিক স্বরূপ ; অক্ষয় ; মহাকাল স্বরূপ ; উত্তম সত্ব ; মহাত্মা ; শুক্ররূপী ; সুবর্চ্চা ; দেবগণের বৃত্তি প্রদাতা ; সর্ব্ব দেবতার মুখ স্বরূপ ; সর্ব্ব দেবতার প্রাণ স্বরূপ ; সর্ব্ব যজ্ঞের আধার স্বরূপ ; সর্ব্বময় ; এবং অগ্নি, গগনে তেজোরূপে, সিদ্ধগণে কান্তিরূপে নাগগণে বিষরূপে ও পক্ষিগণে বায়ুরূপে বর্ত্তমান রহিয়াছেন ; অগ্নি মনুষ্যগণে ক্রোধ রূপে, পক্ষী ও মৃগাদি পশুগণে মোহ-রূপে, পৃথিবীতে কাঠিন্যরূপে এবং জলে দ্রবত্বরূপে অবস্থিতি করিতেছেন, অগ্নি অনলে বেগরূপে ও নভমণ্ডলে ব্যাপিত্বরূপে জীবাত্মা সকলকে ব্যবস্থিত করিয়াছেন ; অগ্নি বিনা এই জগৎ সদ্য বিনাশ প্রাপ্ত হয়। অগ্নি সকল বেদাঙ্গেই গীত হইয়া থাকেন। অতীব মহোপঘাত-দুষ্ট যাবতীয় বস্তু অগ্নি শিখা সংস্পর্শে শুচি হইয়া যায়। অগ্নি সকল প্রকার পাপ বিনষ্ট করিতে সক্ষম। সুধূম্রবর্ণা নামে অগ্নির যে জিহ্বা আছে তদ্দারা জীবগণের রোগ দগ্ধ হয়।—ইত্যাদি ইত্যাদি। শ্রীযুত তর্করত্ন মহোদয়ের অনুবাদিত মার্কণ্ডেয় পুরাণের সুবিস্তৃত অগ্নি স্তব সকলের পাঠ করা উচিত। ঐ স্তব অতি সুললিত, অতি মধুর, অতিশয় ভক্তি উদ্দীপক, এবং বহুতত্ত্ব প্রকাশক।

ঈশোপনিষৎ অষ্টাদশ শ্লোকে সমাপ্ত। সপ্তদশ শ্লোকে জ্ঞানী মনুষ্যের শেষ দিনের বা মৃত্যুকালের কর্ত্তব্য নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। কিন্তু অষ্টাদশ

বা শেষ শ্লোকে অগ্নির নিকট সুবুদ্ধি প্রাপ্তির এবং অন্তর হইতে কুটিল পাপ দূর করিবার প্রার্থনাও উপদিষ্ট হইয়াছে।

যথা :—"অগ্নে নয় সুপথা রায়ে অস্মান্ বিশ্বানি দেব
বয়ুনানি বিদ্বান্।

যুয়োধ্যস্মজ্জুহুরাণমেনো ভূরিষ্ঠাং তেনম
উক্তিং বিধেম॥ ১৮॥

শ্রীযুক্ত সীতানাথ দত্ত তত্ত্বভূষণ মহাশয় ঐ শ্লোকের এইরূপ অর্থ করিয়াছেন :—"হে অগ্নি! আমাদিগকে কর্ম্মফলভোগের নিমিত্ত সুপথে লইয়া যাও; হে দেব! তুমি সমুদায় কর্ম্ম জ্ঞাত আছ। আমাদিগের মন হইতে কুটিল পাপ দূর কর। তোমাকে বারবার নমস্কার করি॥১৮॥"

বিদ্বান এবং পণ্ডিতগণ অবগত আছেন যে উপনিষদ সকল বেদের শিরোভাগ; জ্ঞান কাণ্ড; এবং বেদান্ত ও ব্রহ্মবিদ্যা স্বরূপ। কিন্তু ঐ সকলের মধ্যেও অগ্নি এবং প্রকাণ্ড অগ্নিরূপী সূর্য্যনারায়ণের মহিমা মাহাত্ম্য বিশেষরূপে বর্ণিত আছে। অতএব অগ্নিকে কেহ তুচ্ছ জ্ঞান করিবেন না। অধিকন্তু অগ্নিকে সর্ব্বব্যাপী ব্রহ্ম স্বরূপ বা সর্ব্বব্যাপী অখণ্ড ব্রহ্মশক্তি স্বরূপ জানিয়া তাঁহার তুষ্টি পুষ্টি এবং প্রসন্নতার জন্য যত্ন-বান-থাকিবেন। অগ্নির বা অগ্নি ব্রহ্মের তুষ্টি পুষ্টি এবং প্রসন্নতা কি কি করিলে হয় তাহা ঋগ্বেদে বিশেষতঃ পরমহংস শিবনারায়ণ স্বামীর গ্রন্থ সমুদায়ে বিস্তৃতরূপে বর্ণিত আছে।

আমেরিকার বোষ্টন নগরে এণ্ডু জ্যাক্সন ডেভিজ নামে একজন যোগী ছিলেন। কিন্তু সে দেশের কেহই তাঁহাকে মহাপুরুষ বা যোগী বা ঈশ্বরদর্শী তত্ত্বজ্ঞানী বলিয়া স্বীকার করেন নাই বলিয়া বিবেচিত হয়। কারণ তাঁহার গ্রন্থ প্রকাশকগণ তাঁহাকে প্রেততাত্ত্বিক (spiritua-

list) বলিয়াছেন। কিন্তু তিনি যখন ঈশ্বরের স্বরূপ কি, কি প্রকারে ঈশ্বর বা ব্রহ্ম দর্শন হয় তাহার প্রকরণ ইত্যাদি যোগ তত্ত্বের কথা লিখিয়া গিয়াছেন তখন তাঁহাকে কি কেবল প্রেততাত্ত্বিক বলা যায়? যাহা হউক, তিনি অগ্নির যথার্থ স্বরূপ অর্থাৎ বিশুদ্ধ অবিমিশ্র অগ্নির বিষয় যাহা তাঁহার "গ্রেট হারমোনিয়া" গ্রন্থে লিখিয়া গিয়াছেন এস্থলে তাহারই কিয়দংশ উদ্ধৃত করিলাম।

যথা:- "By "Fire" is not meant the condition of matter in flame or in Combustion; but the finest material motion out of which issue heat light and electricity."

অর্থ—"অগ্নি" এই শব্দ দ্বারা ইহা বুঝায় না যে, যাহা শিখা বিকাশ করিয়া জ্বলিতে থাকে কিম্বা যাহা গুমিয়া গুমিয়া উত্তাপ প্রকাশ করে তাহাই যথার্থ অগ্নি। সকল বস্তুর অন্তরস্থিত যে সূক্ষ্মতম তেজঃ বা শক্তি তাহার নামই যথার্থ অগ্নি। সেই সূক্ষ্মতম তেজঃ হইতেই (অবস্থা বিশেষে অর্থাৎ কাষ্ঠ অঙ্গার তৈল প্রজ্বলিত কালে কোন অতি কঠিন বস্তুর সহিত অতি কঠিন বস্তুর ঠক্কর বা ঘর্ষণ সময়ে, কিম্বা কোন বস্তু বিশেষের সহিত কোন বস্তু বিশেষের মিশ্রণকালে,) উত্তাপ আলোক এবং তড়িৎ প্রকাশ হইয়া থাকে।

এস্থলে যোগী জ্যাক্সন সূক্ষ্মতম কারণ অগ্নির কথাই বলিয়াছেন। ভগবান মহাদেব পার্ব্বতীর নিকট যখন পঞ্চতত্ত্বের কথা বলেন, তখন বলিয়াছেন;—"আদ্যতত্ত্ব বিদ্ধিতেজোঃ, দ্বিতীয় পবনং প্রিয়ে—" হে প্রিয়ে! তেজঃ তত্ত্বকেই আদ্য, বায়ুকে দ্বিতীয় বলিয়া জানিবে—" অতএব অগ্নি যে; তেজঃতত্ত্ব এবং পরমাত্মার সহিত ওতঃপ্রোত-ভাবে জড়িত ও সর্ব্বব্যাপী তাহাতে আর সন্দেহের নাম মাত্র নাই।

বেদে পুরাণে এবং উপনিষদে অগ্নির সাত জিহ্বার কথা আছে। এই সাত জিহ্বা সাত দেবী বলিয়াও কোন কোন শাস্ত্রে লিখিত

হইয়াছে। এই সাত দেবীর নাম যথা :—কালী, করালী মনোজবা, সুলোহিতা সুধূম্রবর্ণা, স্ফুলিঙ্গা, বা স্ফুলিঙ্গিনী এবং বিশ্বা।

ফলতঃ অগ্নিব্রহ্ম এই কল্পিত সাত জিহ্বা বা সাত অবস্থা দ্বারা ও গ্রহরূপী জনার্দ্দন হইয়া সর্ব্ব কার্য্য করিতেছেন এবং মনুষ্যাদি জীবগণকে করাইতেছেন। অর্থাৎ এই জগৎ ব্রহ্মাণ্ডের তাবৎ কার্য্য দুই ভাগে বিভক্ত হইয়া সম্পন্ন হইতেছে। এক ভাগের কার্য্য দেবতারা অর্থাৎ গ্রহপতি সূর্য্যনারায়ণ এবং অন্যান্য গ্রহতারা নক্ষত্র ও ধূমকেতু প্রভৃতি জ্যোতিস্কগণ করিতেছেন আর এক ভাগের কার্য্য মনুষ্যাদি জীবগণ করিতেছে; কিন্তু সকল কর্ম্মের কর্ত্তা অগ্নি ব্রহ্ম।

ঝড়, বন্যা, বৃষ্টি, নানা প্রকার বায়ু প্রবাহ বিদ্যুৎস্ফুরণ, বজ্রপাত, মেঘগর্জ্জন ঋতু পরিবর্ত্তন ঋতু প্রভাব এবং ঋতুর সমতা রক্ষা, জোয়ার, ভাটা, ভূমিকম্প, এবং উল্কাপাত ইত্যাদি দৈবের কার্য্য।

মনুষ্যাদি জীবগণের কর্ম্মফল রচনা করা এবং তাহা যথা সময়ে প্রদান করাও দৈবের হাত। মনুষ্যগণের কার্য্য—বিদ্যা অর্জ্জন দার-পরিগ্রহ, সন্তান সন্ততি উৎপাদন, কৃষি, শিল্প, বাণিজ্যাদি দ্বারা সদুপায়ে অর্থ উপার্জ্জন, সদয়ভাবে ন্যায়মত সংসার প্রতিপালন, গৃহপালিত পশুদিগের প্রতি সদয় ব্যবহার, শাস্ত্র অধ্যয়ন, শাস্ত্র শ্রবণ, ভগবানের নাম জপ, তাঁহার মহিমা কীর্ত্তন এবং অগ্নিহোত্রাদি শুভকর্ম্ম ও দান পরোপকার ইত্যাদি।

মনুষ্যগণ যদি যথারীতি কর্ত্তব্য সম্পাদন করেন, তাহা হইলে গ্রহরূপী জনার্দ্দন সুবৃষ্টি সুবাতাস ইত্যাদি দিয়া মনুষ্যগণকে যথেষ্ট সুখী করেন। অতএব দৈবের অর্থাৎ গ্রহরূপী অগ্নি ব্রহ্ম সূর্য্যনারায়ণ জগৎপিতার সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয় কার্য্য যে যজ্ঞহোম এবং অগ্নিহোত্র ব্রত, তৎ সাধনে সকলে মনোযোগী হউন।

———

দ্বিতীয় অধ্যায়।

আহুতির প্রকরণ।

কুণ্ড প্রস্তুত।—নিত্য ব্যবহার যোগ্য কুণ্ড প্রস্তুত করিতে হইলে একখানি চিটকে আট দশ পয়সা মূল্যের কুমারের মেটে (পোড়া) গাম্লীর তলায় দুই কিম্বা তিন ইঞ্চি পুরু পরিষ্কার মাটীর লেপ দিয়া শুষ্ক করিয়া লইতে হইবে। গাম্লীর ভিতর দিকের গায়ে এবং কাণার উপর অর্দ্ধ ইঞ্চি আন্দাজ পুরু ঐরূপ মাটীর লেপ দিতেও হইবে। কাঁচা মাটীর লেপ না দিলে প্রজ্জ্বলিত অগ্নির উত্তাপে গাম্লী ফাটিয়া চটিয়া যাইতে পারে। অগ্ন্যুত্তাপে গাম্লী চটিয়া জোরে নিক্ষিপ্ত হইলে হোম-কর্ত্তার শারীরিক বিশেষ অনিষ্ট ঘটা খুব সম্ভব। কাঁচা মাটীর লেপ উত্তপ্ত হইয়া নিক্ষিপ্ত হইবার কোন সম্ভাবনা নাই। মাটীর প্রলেপ ফাটিয়া চটিয়া গেলে পুনরায় একটু লেপ দিয়া লইলেই হইবে।

পিত্তল, তাম্র, লৌহ এবং এলুমিনিয়ম ধাতুর ছোট গাম্লীতে দীর্ঘকালস্থায়ী উত্তম কুণ্ড প্রস্তুত হইবে। ধাতু নির্ম্মিত কুণ্ডের তল-এবং ভিতর দিকের গায়েও মৃত্তিকা লেপন করা উচিত। ধাতু নির্ম্মিত কুণ্ডে মাটীর লেপ দিলে আহুতির সময়ে উহা অধিক উত্তপ্ত হইবে না।

মৃত্তিকা এবং ধাতু নির্ম্মিত কুণ্ড ইচ্ছামত বা প্রয়োজন মত স্থানান্তরিত করিতে পারা যাইবে। একখানি পোড়া মাটীর এক ফুট স্কোয়ার টালীর উপর এক ইঞ্চি পুরু মাটীর লেপ এবং তিন ইঞ্চি উর্দ্ধ মাটীর গোলাকার বেষ্টনী দিয়াও কুণ্ড প্রস্তুত হইবে এবং সে কুণ্ডও স্থানান্তরিত করিতে পারা যাইবে।

মেজের উপর স্থায়ীভাবে কুণ্ড প্রস্তুত করিতে হইলে শানের উপর মাটী দিয়া এক কিম্বা ১॥০ ইঞ্চি পুরু গোলাকার পিঁড়ি করিয়া তাহার উপর চারিদিকে কাদা মাটীর ৩ ইঞ্চি উর্দ্ধ বেষ্টনী (উনানের মত) দিলেই হইবে। এইরূপ কুণ্ড স্থানান্তরিত করাও যাইতে পারে; কিন্তু তাহা সুসাধ্য নহে। যাহারা অতি সামান্য পরিমাণে আহুতি দিবেন তাঁহারা তদনুযায়ী ক্ষুদ্র ধাতু কিম্বা মাটীর কুণ্ড করিয়া লইতে পারেন।

দিন রাত্র ব্যাপী, সপ্তাহ ব্যাপী, পক্ষ ব্যাপী এবং মাস ব্যাপী যজ্ঞাহুতি করিতে হইলে মৃত্তিকা এবং ইষ্টক দিয়া বৃহৎ হইতে বৃহত্তর কুণ্ড প্রস্তুত করিতে হইবে। এক হাত হইতে দুই হাত উচ্চ এবং চারি হাত হইতে দশহাত বা ততোধিক হাত সম চতুষ্কোণ বেদীর মত নির্ম্মাণ করিয়া ঐ সকল মধ্যে কটাহের মত খাল রাখিতে হইবে। কুণ্ডের আকার অনুসারে ঐ খালগুলিও ছোট বড় হইবে।

যজ্ঞের ঘৃত আদি তরল পদার্থ এবং অঙ্গার ও ভস্ম কুণ্ডের বাহিরে না পড়ে এই উদ্দেশ্যেই কুণ্ডের মধ্যে উপযুক্তরূপ খাল রাখিবার বিধি।

অতি সুদৃঢ় এবং সুদীর্ঘকালস্থায়ী ছোট বড় কুণ্ড প্রস্তুত করিতে হইলে সাবান প্রস্তর (scapstone) কিম্বা অগ্নি কর্দ্দম (fireclay) ও অগ্নি ইষ্টক (firebricks) দ্বারা করিতে হইবে। যে প্রস্তর কোমল, চর্ব্বি কিম্বা ঘৃত মিশ্রিত বলিয়া বোধ হয় তাহাকেই ইংরাজিতে সাবান প্রস্তর বলে। ইহার বাঙ্গলা নাম কি তাহা জানিনা। এই প্রস্তর চিত্রকুট পর্ব্বতে পাওয়া যায়। ভারতের অন্যান্য স্থানেও সম্ভবতঃ পাওয়া যাইতে পারে। এই প্রস্তরের সরু দণ্ড দিয়া আমাদের হাতে খড়ি হয়। এই প্রস্তর অতিশয় অগ্ন্যুত্তাপ সহ্য করিতে পারে, অর্থাৎ প্রচণ্ড অগ্নির উত্তাপেও ফাটে না। এই প্রস্তরের হাঁড়ি প্রস্তুত করিয়া অন্নাদি প্রস্তুত করা যায়। অগ্নি কর্দ্দম এবং ঐ কর্দ্দমের ইষ্টকও অত্যন্ত অগ্ন্যুত্তাপ

সহ্য করিতে পারে। অগ্নি-কর্দ্দমের ইষ্টক কলিকাতার হার্ডওয়ের মার্চ্চেণ্ট্‌দিগের বড় বড় দোকানে কিনিতে পাওয়া যায়। ঐ ইষ্টক দিয়া লৌহ গলাইবার বৃহৎ বৃহৎ চুল্লী (ফারনেস্‌) নির্ম্মিত হয়। ঐ ইষ্টক দ্বারা বড় বড় ইঞ্জিন বয়লারও স্থাপনা করা হইয়া থাকে। সম্ভবতঃ রাণীগঞ্জ অঞ্চলে বিস্তর অগ্নি-কর্দ্দম আছে এবং বোধ হয়, রাণীগঞ্জের বর্ণ কোংর পটারিতে অগ্নি ইষ্টকও প্রস্তুত হইয়া থাকে।

আহুতির জন্য কাষ্ঠ।—পরমহংস স্বামী লিখিয়া এবং বলিয়া গিয়াছেন;—"আহুতির জন্য বেল কাষ্ঠ হইলেই উত্তম হয়; তদাভাবে আম্র কাষ্ঠ; তদাভাবে যে দেশে যে কাষ্ঠ মিলে সেই কাষ্ঠের অগ্নিতে আহুতি দিবে। এমন কি শুষ্ক ঘুঁটে দ্বারা অগ্নি জ্বালিয়া আহুতি দিবে।" যে কোন কাষ্ঠ দ্বারা আহুতি হউক, কিন্তু কাষ্ঠগুলি বেশ শুষ্ক হওয়ার প্রয়োজন এবং ছাতা পড়া দুর্গন্ধযুক্ত না হয়।

ছোট ছোট কুণ্ডে আহুতির জন্য কাষ্ঠ ছোট ছোট সরু সরু করিয়া লইতে হইবে। ৫, ৬, ৭, ৮, ৯, ১০ ইঞ্চি লম্বা এবং বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠের মত কিম্বা তদপেক্ষা সরু মোটা করিয়া কাটিয়া চিরিয়া লইলেই হইবে। বৃক্ষের গোড়া কুঠার দ্বারা ছেদনের সময় এবং কাষ্ঠের গুঁড়িতে ছে দিবার কালে যে ছোট ছোট কাষ্ঠের চকলা বাহির হয়, সেইগুলি সংগ্রহ করিয়া রাখিতে পারিলে ছোট ছোট কুণ্ডের উপযোগী বেশ সহজ লভ্য কাষ্ঠ হইতে পারে।

আহুতির উপকরণ সমূহ।—গব্য ঘৃত, তদাভাবে মাহিষ ঘৃত। গন্ধ দ্রব্য—অগুরু-চন্দন কাষ্ঠ, শ্বেতচন্দনকাষ্ঠ, শ্বেতচন্দনের তৈল ঘর্ষিত তরল চন্দন গুগ্‌গুল, লবান এলাচি লবঙ্গ আতর এবং গোলাপ জল ইত্যাদি। মেওয়া—কিস্‌মিস্‌, বাদাম, আক্‌রোট, পেস্তা বেদনা এবং সর্দ্দা। উত্তম উত্তম সুমিষ্ট ফল—মর্ত্তমান রম্ভা, আতা,

পেয়ারা, আনারস, তাল, বেল, পেঁপেঁ, নেয়াপাতি, ডাবের শাঁস, ডাবের জল, কমলানেবু, এবং আরবি খর্জ্জুর, ল্যাঙ্গড়া, বোম্বাই প্রভৃতি আম্র এবং আমসত্ব ইত্যাদি। মিষ্টান্ন—চিনি উত্তম গুড় এবং উত্তম সন্দেশ।

ঘৃতাদি আহুতি দ্রব্যাদির শুদ্ধাশুদ্ধের কথা।

অনেকের ধারণা আছে যে, একবর্ণা গাভীর দুগ্ধোৎপন্ন ঘৃত ব্যতীত নির্দ্দোষ হোম যাগ হয় না এবং মৃতবৎসা গাভীর দুগ্ধোপন্ন ঘৃতও হোমের অযোগ্য। এখন আর এ বিষয়ে লক্ষ্য রাখিলে চলিবে না। এখন পশু পক্ষী সর্প ইত্যাদির মেদ মজ্জা এবং জার্ম্মানী হইতে আনিত কেরোসিন তৈলের শ্বেতসার বর্জ্জিত ঘৃত হইলেই আহুতি হইবে। মহুয়ার তৈল, বাদাম তৈল, এবং পোস্তর তৈল মিশ্রিত ঘৃত আহুতির জন্য বর্জ্জন করা উচিত। তথাপি যদি কোন ঘৃতে ঐ সকল পদার্থ কিঞ্চিৎ মিশ্রিত থাকে বিশেষ দোষের বিষয় হইবে না। পরমাত্মা অগ্নিব্রহ্মের নিকট প্রার্থনা করিলে তিনি নিজগুণে ঐ দোষ সংশোধন করিয়া লইবেন।

আহুতি দিবার পূর্ব্বে এই বলিয়া প্রার্থনা করা উচিত যে, হে জ্যোতিঃস্বরূপ সর্ব্বদর্শী সর্ব্বশক্তিমান, এই সকল যৎকিঞ্চিৎ আহুতি দ্রব্য মধ্যে যদি কোন অমেধ্য (অপবিত্র) পদার্থ থাকে আপনি নিজগুণে কৃপা করিয়া পবিত্র করিয়া লউন। কারণ আমি অজ্ঞান এবং শাস্ত্রে লেখা আছে যে, আপনার শিখা সংস্পর্শে অতি মহোপঘাত দুষ্ট (অতি অপবিত্র পদার্থ দুষ্ট) পদার্থ শুচি হইয়া যায়। ভক্তি সহকারে এইরূপ জানাইলে, অসীম দয়াবান অগ্নিব্রহ্ম সকল দ্রব্য শুচি করিয়া লইবেন এবং অপরাধ ক্ষমা করিবেন। কিন্তু ইহা সকলেরই ধারণা করা উচিত যে, ঘৃতাদি আহুতির উপকরণ সকল যতই অকৃত্রিম এবং পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হইবে ততই জগতের মঙ্গল। অতএব অকৃত্রিম

ঘৃতাদি প্রাপ্তির জন্য সকলেরই যত্ন পর হওয়া উচিত। জগতের সমূহ কল্যাণের জন্য রসনাকে শাসন করিয়া কিছুকাল মোদকের দোকানের মিষ্টান্ন ভোজন ত্যাগ করিলে, এবং বিবাহ ও শ্রাদ্ধাদি ব্যাপারে লুচি মিষ্টান্ন ভোজনের ব্যবস্থা বর্জ্জন করিতে পারিলে, অকৃত্রিম ঘৃত প্রাপ্তির প্রাচুর্য্য হইতে পারে, হইতে পারে কেন—নিশ্চয়ই হইবে; ইদানীং মিষ্টান্ন ভোজনের অত্যন্ত আসক্তি বসতই যে রোগের প্রাবল্য এবং ঘৃতাদিতে কৃত্রিমতা তাহাতে কি আর দ্বিমত হইতে পারে!

আহুতি দিবার পাত্র।—রৌপ্য, তাম্র, প্লটিনাম, এলুমিনিয়ম, জারমান সিলভার এবং লৌহ ধাতুর হাতা চামচ এবং কোষা কোষী দ্বারা আহুতি দেওয়া যাইবে। রাঙ্গ ও রূপার কলাই বা মিনা করা চামচ ও হাতা দিয়াও কার্য্য সিদ্ধ হইবে। কাষ্ঠের হাতা করিয়াও আহুতি দেওয়া হয়; কিন্তু তাহা প্রতিবার আহুতির পর বর্জ্জন করিতে হয়। তেলিনীপাড়ার জমিদার মহা শক্তিশালী ৺(রাজা) রামধন বন্দ্যোপাধ্যায় দক্ষিণ হস্তের অঞ্জলী ভরিয়া ঘৃত লইয়া প্রজ্বলিত হুতাশনে আহুতি দিতেন। ইহাতে তাঁহার দক্ষিণ হস্তের কণুই পর্য্যন্ত অগ্নিদগ্ধ হইয়া বিবর্ণ হইয়া গিয়াছিল। তিনি যে কেন ঐ প্রকারে আহুতি দিতেন তাহা আমরা অবগত নহি। তিনি একজন তান্ত্রিক সাধক ছিলেন এবং তাঁহার অসাধারণ ক্ষমতা ও সাহস অসীম ছিল। তিনি অতি আহারী ছিলেন। /২৷৷০ সের খাজা, গজা কিম্বা মতিচুর এবং তৎসঙ্গে এক থঞ্চে ফল মূল ও মেওয়া আহার করিয়া স্নান করিতেন। স্নান করিয়া সকলে জল যোগ করেন, তিনি স্নানের পূর্ব্বে ঐরূপ জলযোগ করিতেন। চাকরেরা যখন তাঁহার গাত্রে তৈল মর্দ্দন করিত সেই সময়ে তিনি জলযোগ সারিতেন। একটা সমগ্র ছাগ মাংস তিনি একলা আহার করিতে পারিতেন। আমরা

তান্ত্রিক সাধনার পক্ষপাতী নহি। কেবল তাঁহার আহুতি কার্য্যের ভক্তি শুনিয়া মুগ্ধ হই। তাঁহার মনের বল, ঔদার্য্য এবং দানশীলতা অতি অসাধারণ ছিল। তিনি নিত্য হোম করিতেন। অনুমান হয়, প্রতিদিন তিনি /২॥০ সের গব্য ঘৃতের হোম করিতেন। (তখন গব্যঘৃত সুলভ মূল্যে বিশুদ্ধ রূপে সর্ব্বদা পাওয়া যাইত বলিয়া বিবেচিত হয়।) এখন কেহ হস্তাঞ্জলিতে ঘৃত লইয়া আহুতি দিতে পারিবেন না, পারিলেও ঐরূপ করা উচিত বলিয়া বিবেচিত হয় না।

আহুতি দিবার মন্ত্রাদির প্রকরণ—কুণ্ডটি সম্মুখে রাখিয়া কম্বলাদির আসনে উপবেশন করিবেন। মধ্যমা অঙ্গুলির অগ্রভাগ দিয়া কুণ্ডের তলদেশে একটী "ওঁ" অক্ষর আঁকিবেন। তদুপরি একখানি শুষ্ক ঘুঁটে কিম্বা দুচার খানা কাষ্ঠের শুষ্ক চক্‌লা রাখিয়া তাহার উপর কুচাকুচা কিম্বা সরুসরু ছোট ছোট কাষ্ঠগুলি সাজাইবেন। এমনভাবে সাজাইবেন যাহাতে কোন একখণ্ড কাষ্ঠ কুণ্ডের বাহিরে সহসা পড়িয়া না যায়। যদি দৈবাৎ দুই এক খণ্ড কাষ্ঠ কুণ্ডের বাহিরে পড়িয়া যায় তাহাতে কিছু আইসে যায় না। কাষ্ঠখণ্ডগুলি নীচে হইতে উপরে পর্য্যন্ত ক্রমশঃ উপর দিকে সরু করিয়া সাজাইবেন। কারণ পুঞ্জীভূত কাষ্ঠখণ্ডগুলির মাথা ভারি হইলে সহসা পড়িয়া যাইতে পারে। সজ্জিত কাষ্ঠ খণ্ডগুলির উপর খুব সরু সরু এবং পাতলা পাতলা কাষ্ঠের চিলকা সাজাইয়া তন্মধ্যে একটু বিশেষ ফাঁক রাখিয়া দিবেন যাহার মধ্য দিয়া দুই চারিটী পাঁকাটী, শুষ্ক নারিকেল পাতা ইত্যাদি অগ্নি জ্বালিবার ইন্ধন প্রবেশ করিতে পারে।

এক কড়ি সমান বা কৌটা কয়েক ঘৃত সর্ব্ব উপরের সরু ও পাতলা কাষ্ঠগুলির উপর দিয়া দুই চারিটা পাঁকাটী কিম্বা অন্য কিছু দিয়া অগ্নি জ্বালিয়া দিবেন। ফল কথা এই যে কোন প্রকারেই হউক কাষ্ঠরাশির উপর হইতে

অগ্নি জ্বালিয়া লইবেন। (প্রথম প্রথম অগ্নি জ্বালিতে কিছু কঠিন বোধ হইবে; তারপর কয়েকদিন মধ্যেই সহজ হইয়া যাইবে। আহুতির দ্রব্যাদি আহরণ, কাষ্ঠ কাটা এবং চিরাইকরা, স্থান এবং পাত্রাদি মার্জ্জনা জন্য মাতা, স্ত্রী, কন্যা, ভগ্নী, দৌহিত্র, দৌহিত্রী, পুত্র ভ্রাতা ভাগিনেয় প্রভৃতির সাহায্য অনেকেই পাইবেন। যাঁহারা আত্মীয় স্বজনগণের সাহায্য না পাইবেন, এবং যাঁহারা প্রবাসে থাকিবেন তাঁহারা বেতন ভোগী বুদ্ধিমান বা বুদ্ধিমতী ও পরিস্কার পরিচ্ছন্ন চাকর চাকরাণী দ্বারা আহুতির আয়োজন করাইয়া লইবেন। স্বয়ং করিতে পারিলে উত্তম হয়। কারণ এরূপে আহুতি কার্য্যে ভক্তি অতি শীঘ্র শীঘ্র বর্দ্ধিত হইয়া থাকে। ফল কথা এই, আহুতি যখন সর্ব্ব মঙ্গলকর কার্য্য তখন এ বিষয়ে কাহারও আলস্য ঔদাস্য এবং অবজ্ঞা অবহেলা করা উচিত নহে।)

অগ্নি জ্বালিয়া কৃতাঞ্জলি পূর্ব্বক ভক্তিসহকারে আহ্বান মন্ত্র পাঠ করিবেন। যথাঃ—

"ওঁ আয়াহি বরদে দেবিত্রক্ষরে ব্রহ্মবাদিনী।
গায়ত্রী ছন্দসাং মাতঃ ব্রহ্মযোনি নমোস্তুতেঃ॥"

তৎপরে অগ্ন্যুত্তাপে তরলীকৃত ঘৃত চামচ, হাতা কিম্বা কোষীতে লইয়া নিম্নলিখিত মন্ত্র দ্বারা প্রজ্জ্বলিত অগ্নিতে পুনঃ পুনঃ আহুতি দিবেন, অহুতি দিবার মন্ত্রত্রয়।—

যথাঃ—"ওঁ বরদে দেবি পরম জ্যোতিঃ ব্রহ্মণে স্বাহা।"
"ওঁ চরাচর ব্রহ্মণে স্বাহা।"
"ওঁ পূর্ণ পরব্রহ্ম জ্যোতিঃ স্বরূপায় স্বাহা।"

এই তিন কিম্বা তিনের এক অথবা দুই মন্ত্রে আহুতি দিবেন। অন্ততঃপক্ষে তিন বারের ন্যূন না হয় তারপর যতবার ইচ্ছা এবং যেমন

আয়োজন ততবার আহুতি দিতে পারিবেন। আহুতি শেষ হইলে তিন গণ্ডূষ বিশুদ্ধজল অগ্নির উপর অর্পণ করিয়া তিনবার ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ উচ্চারণ করিবেন। তৎপরে দশ বা যতবার ইচ্ছা ততবার প্রণব ওঙ্কার কিম্বা স প্রণব গায়ত্রী অথবা কেবল প্রণব জপ করিবেন। অগ্নিব্রহ্মের সম্মুখে গায়ত্র্যাদি মন্ত্র জপ করিলে অধিক তর ফল প্রদহইয়া থাকে।)

উপরোক্ত ভগবৎ কার্য্য করিতে অনেকেরই অতিকষ্টকর এবং কঠিন বোধ হইবে। কিন্তু একবার প্রবৃত্ত হইলে এবং ভালরূপে আহুতি করিতে শিখিলে, ক্রমেই অনুরাগ এবং আনন্দ বৃদ্ধি হইতে থাকিবে। তবে সংসারী লোকদিগের এ বিষয়ে অধিক বাধা বিঘ্ন উপস্থিত হইবে। যাহারা নিত্য দুই সন্ধ্যায় (প্রাতে ও সন্ধ্যাকালে) আহুতি দিতে না পারিবেন তাঁহারা প্রতি অমাবস্যা পূর্ণিমাতে আহুতি দিবেন। যাঁহারা তাহাও না পারিবেন, তাঁহারা অন্যের দ্বারা আহুতি দেওয়াইবেন এবং আহুতির সময় ভক্তিভাবে বসিয়া তাহা দর্শন করিবেন। যাঁহারা মন্ত্র শিখিতে কিম্বা শুদ্ধরূপে উচ্চারণ করিতে পারিবেন না; তাঁহারা বিনা মন্ত্রে আহুতি দিবেন। ভক্তিসহকারে বিনা মন্ত্রে আহুতি দিলেও ভক্তির ভগবান তাহা গ্রহণ এবং ভক্তের কল্যাণ বিধান করিবেন।

বৃহৎ যজ্ঞ করিবার প্রকরণ—বৃহৎ বৃহৎ যজ্ঞের সময় দূর হইতে আহুতি দিতে হইবে। কারণ বৃহৎ যজ্ঞ কুণ্ড হইতে অতি প্রচণ্ড অগ্ন্যুত্তাপ এবং অগ্নিশিখা নির্গত হইবে; সেই সময়ে বায়ুপ্রবাহ থাকিলে প্রচণ্ড অগ্নি শিখা সকল ইতস্ততঃ ধাবিত হইবে। সুতরাং অগ্নিকুণ্ডের নিকট দণ্ডায়মান কিম্বা উপবেশন করিয়া কেহই আহুতি দিতে পারিবেন না। এজন্য লৌহ চাদর, দস্তা কিম্বা রঙ্গ মণ্ডিত লৌহ

চাদর, য়্যালুমিনিয়মের চাদর কিম্বা জারমান সিলভারের চাদর কাটিয়া প্রয়োজন মত দীর্ঘ প্রস্থ এবং গভীর করিয়া কতকগুলি ডোঙ্গা প্রস্তুত করিয়া লইতে হইবে। ঐ সকল ডোঙ্গা যজ্ঞ-কুণ্ডের চারিদিকে এক দিকে দুইদিকে কিম্বা তিনদিকে (স্থানের অবস্থানুসারে) যজ্ঞ কুণ্ডের দিকে গোড়েন করিয়া মৃত্তিকাস্তম্ভ ইষ্টকস্তম্ভ লৌহ দণ্ড কিংবা কাষ্ঠদণ্ডের দ্বারা দৃঢ় রূপে স্থাপিত করিতে হইবে। ঐ সকল ডোঙ্গার উপর প্রান্ত হইতে ঘৃতাহুতি ঢালিয়া দিলে ডোঙ্গা বহিয়া শীঘ্রই অগ্নিকুণ্ডের উপর অর্পিত হইবে। ফল মূলাদি অতরল আহুতি দ্রব্য; প্রসারিত ধাতুপাত্র, (থালা, বাটী, রেকাবি বা ডিসের মত) লম্বা লম্বা লৌহ শলাকার এক প্রান্তে দৃঢ় বদ্ধ করিয়া হাতা প্রস্তুত করতঃ তদ্বারা অগ্নি কুণ্ডে আহুতি অর্পণ করিতে হইবে।

অনুমান দুই কি তিন বৎসর পূর্ব্বে রাজপুতনার মধ্যে নাথদ্বার নামক স্থানে কিম্বা তৎসন্নিকটে একজন ধনবান মাড়বারী একটী অল্প বৃহৎ যজ্ঞ করিয়াছিলেন। সেই যজ্ঞের আহুতি ধাতু নির্ম্মিত চোঙ্গায় কিম্বা ডোঙ্গায় অর্পিত হইয়াছিল।

বঙ্গের দ্বিগ্বিজয়ী প্রবীণ পণ্ডিত কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রিন্সিপাল মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ তর্কভূষণ মহাশয় উক্ত যজ্ঞ ক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়াছিলেন। তর্কভূষণ মহাশয় ঐ যজ্ঞের বিশেষ বিবরণ অবগত আছেন বলিয়া বিবেচিত হয়। কোনও মাসিকে তাঁহার নাম-দ্বার যাত্রার বিবরণ এবং ঐ যজ্ঞের বিষয় কিছু প্রকাশিত হইয়াছিল এইরূপ আমার মনে হইতেছে।

অগ্নিহোত্রে এবং গায়ত্রী মন্ত্রে সিদ্ধ ব্রহ্মবিৎ শ্রীমৎ শিব নারায়ণ পরম-হংস স্বামী "অমৃত সাগর" গ্রন্থে অগ্নি ব্রহ্মের বিস্তৃত এবং সহজ বোধ্য তত্ত্বকথা যাহা লিখিয়া গিয়াছেন তাহা সকলেরই প্রনিধান যোগ্য।

কারণ তিনি বিদ্বান ছিলেন না। সুতরাং তিনি বেদাদি কোন উচ্চ ধর্ম্মগ্রন্থ কিম্বা কোন পাশ্চত্য বৈজ্ঞানিক গ্রন্থ পাঠ করিতে পারেন নাই। তবে তিনি চমৎকার তত্ত্বজ্ঞানের কথা কিরূপে বলিতে সক্ষম হইয়াছিলেন ইহাই বিশেষরূপে বিচার্য্য। অপক্ষপাতে বিচার করিলে সকলেই বুঝিবেন যে, তিনি অপরোক্ষ জ্ঞানে জ্ঞানী ছিলেন। জ্ঞান লাভ করিবার জন্য তাঁহাকে কোন গ্রন্থ পাঠ করিতে হয় নাই। কেবল সাধন বলে তিনি অজ্ঞান মুক্ত বা ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন।

পাঁচ বৎসর বয়সে সাধন আরম্ভ করিয়া বার বৎসরের মধ্যে তিনি অজ্ঞানমুক্ত বা ব্রহ্মবিৎ হইয়াছিলেন। দুই বেলা (প্রাতে ও সন্ধ্যাকালে অগ্নিব্রহ্মে আহুতি অর্পণ ভক্তিসহকারে সদা সর্ব্বদা গায়ত্রী জপ এবং চন্দ্রমা সূর্য্যনারায়ণজ্যোতিঃ স্বরূপকে সদা সর্ব্বদা সাষ্টাঙ্গে ভক্তি প্রণাম করিয়া তিনি অভীষ্ট লাভ করিয়াছিলেন। তিনি বলিয়াছিলেন :—"একদিন সূর্য্যনারায়ণ জ্যোতিঃস্বরূপ আমার ভিতর বাহির প্রকাশ করিয়াদিলেন। সেই দিন আমি দেখিলাম ব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত স্থানে আমি ব্যাপ্ত আছি আমার মধ্যে সকল রহিয়াছে এবং সকলের মধ্যে আমি রহিয়াছি ইত্যাদি।" সেই দিন আরও কতকি তিনি দেখিয়াছিলেন তৎসমুদায় খুলিয়া বলেন নাই। বোধ হয়, বলা উচিত নহে বলিয়াই বলেন নাই। ফলতঃ সেই দিন তিনি তাঁহার জ্ঞাতব্য দ্রষ্টব্য এবং শ্রুতব্য যাহা কিছু ছিল তৎসমুদায়ই জানিয়াছিলেন দেখিয়াছিলেন এবং শুনিয়াছিলেন। সেই দিন তাঁহার সমস্ত হৃদয় গ্রন্থি এবং সর্ব্ব সংশয় ছিন্ন হইয়াছিল। সেই দিন তাঁহরে সমস্ত বাসনা ও কামনা পূর্ণ হইয়াছিল। সেই দিন তিনি অমৃতত্ব লাভ করিয়াছিলেন।

পরমহংসস্বামী পাঁচখানি গ্রন্থ লিখিয়া এবং লিখাইয়া প্রচার করিয়া

গিয়াছেন। সেই পাঁচখানি গ্রন্থের নাম, যথা :—"পরমকল্যাণ গীতা" "সঙ্কট মোচন" "সারনিত্যক্রিয়া" "অমৃতসাগর" এবং "ভ্রমণ বৃত্তান্ত।" পরম কল্যাণ গীতা হিন্দি ভাষায় তিনি স্বয়ং লিখিয়াছিলেন। পরে তাহা বাঙ্গলা ভাষায় অনুবাদিত হইয়া মুদ্রিত হইয়াছিল। সঙ্কট মোচন অতি ক্ষুদ্র পুস্তিকা, অমৃত সাগর এবং পরম কল্যাণ গীতা এই দুইখানি বৃহৎ ভ্রমণ বৃত্তান্ত এবং সার নিত্যক্রিয়া ঐ দুইখানি অপেক্ষা অনেক ছোট আকারের। অমৃত সাগর গ্রন্থ ডিমাই আট পেজী প্রায় সাড়ে তিন শত পৃষ্ঠায় শেষ হইয়াছে। এই দুর্দ্দিনের অবসান বা শান্তি করিতে হইলে জগন্মঙ্গল কর পাঁচখানি গ্রন্থ সংগ্রহ করিয়া অপক্ষপাত বিচার সহকারে সকলের পাঠ করা উচিত।

পৃথিবীর বড়ই দুর্ভাগ্য এবং আমাদের অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় এই যে, আমরা মহাপুরুষ শিবনারায়ণ পরমহংস স্বামীকে কেহই উত্তম-রূপে চিনিতে পারিয়া সম্যকরূপে তাঁহার উপদেশ মত কার্য্য করিতে পারিতেছি না।

কয়েকজন মাত্র নরনারী তাঁহার উপদেশ মত যৎকিঞ্চিৎ কার্য্য করিতেছেন বটে ; কিন্তু তাহা নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর।

পরমহংস স্বামীর উপদেশ সংগ্রহ।

"অগ্নি সূর্য্য নারায়ণরূপে পৃথিবী হইতে রস আকর্ষণ করেন এবং চন্দ্রমারূপে শীতল শক্তিদ্বারা মেঘ বৃষ্টি ও শিশির উৎপন্ন করেন। বিদ্যুৎ-রূপে মেঘে সঞ্চারিত হইয়া তিনি সমুদ্রের লবনাক্ত বাষ্প, পাথুরিয়া কয়লা ও কেরোসিন তৈলের ধূম এবং অগ্নিদগ্ধ মৃত দেহ ও বিষ্ঠাদির বিষময় বায়ুকে নির্ম্মল দোষ বিহীন করিয়া জীবরের আশ্রয় বৃষ্টি ও শিশির বর্ষণ করেন। * * *

অগ্নি তারকারাশি ও তোমরা জীব মাত্রই সেই অগ্নি। সেই একই অগ্নি বাহিরে * ও ঘরে ঘরে অন্ন প্রস্তুত করিতেছেন। চন্দ্রমা রূপে মৃদু শক্তি সহযোগে তিনি তোমাদের শরীরে (উদরে) অন্ন পরিপাক করিতেছেন ও বাম নাসায় প্রাণবায়ু চালাইতেছেন এবং সূর্য্যনারায়ণ রূপে মস্তকে থাকিয়া সত্যাসত্যের বিচার ও দক্ষিণ নাসায় প্রাণ বায়ুর সঞ্চার করিতেছেন। অগ্নি তোমার জীবন এবং বাহিরে অগ্নি তোমাকে উত্তাপ দিতেছেন। যতক্ষণ অগ্নি তোমার চক্ষে ও মস্তকে তেজোরূপে রহিয়াছেন ততক্ষণ তুমি চেতন ভাবে কার্য্য করিতেছ। সেই তেজ সঙ্কুচিত হইলে তুমি নিদ্রায় অচেতন হও। অগ্নি জগতের সমস্ত কার্য্য করিতেছেন এবং অগ্নি জ্ঞান দিয়া তোমাকে পরমানন্দে আনন্দরূপ রাখিতেছেন। পরব্রহ্মই অগ্নি, অগ্নিই পরব্রহ্ম—ইহা জানিয়া কোন মন্দ পদার্থ অগ্নি সংযুক্ত করিবে না। ঐরূপ পদার্থ পৃথিবীর উপর পচিতে না দিয়া পুতিয়া ফেলিবে।"

(অমৃত সাগর পৃষ্ঠা ১০৬, ১০৭।)

"এই জগৎ নাম রূপের প্রতি দৃষ্টি করিলে দেখা যায় যে, নামরূপ উপাধির অতীত পরমাত্মারই একটী নামরূপ বা উপাধি অগ্নিব্রহ্ম। * *

অগ্নিব্রহ্ম সমগ্র মহাকাশ ব্যাপন করিয়া স্থিত। প্রত্যক্ষদেখ অসীম-নীলাকাশে অসংখ্য তারকাও বিদ্যুৎরূপে অগ্নিব্রহ্ম বিরাজমান। জীব-রূপে, সূর্য্যনারায়ণরূপে, চন্দ্রমারূপে একই অগ্নিব্রহ্ম ভিন্ন ভিন্ন কার্য্য করিতেছেন। অগ্নিব্রহ্ম পৃথিবী হইতে রস, সমুদ্র হইতে লবণাক্ত জল, কয়লা ও কেরোসিনের ধূঁয়া উদ্ভিজ্জ ও জীবদেহের বাষ্প আকর্ষণ করিতেছেন। চন্দ্রমারূপে এই সকল পদার্থ জমাইয়া মেঘ গড়িতেছেন, বিদ্যুতাগ্নি রূপে মেঘকে নির্ম্মল করিরা বৃষ্টিরূপে বর্ষণ করিতেছেন। বৃষ্টিজলে পৃথিবী অন্নজল এবং জীবদেহ বল ও স্বাস্থ্যে পূর্ণ হইতেছে।

সূর্য্যাগ্নির তেজে শুষ্ক, গুল্ম বৃক্ষ তৃণাদিতে চন্দ্রমারূপে সেই একই অগ্নি অমৃতরস সঞ্চার করিতেছেন। অগ্নিব্রহ্ম নারীদেহে গর্ত্ত উৎপন্ন করিয়া গর্ত্তস্থ শিশুকে রক্ষা ও পালন করিতেছেন। (গর্ত্তস্থ সকল ভ্রূণের হস্তে ভাগ্যরেখাপাত বা কোষ্ঠী প্রস্তুতও করিয়া থাকেন।)

জীবদেহে অগ্নির তেজ মন্দ হইলে শরীর শীতল হইয়া মৃতপ্রায় হয় এবং দেহস্থ অগ্নির নির্ব্বাণে মৃত্যু ঘটে। * * *

অন্ধকার রাত্রে অগ্নির সাহায্য ব্যতীত শাস্ত্র পাঠাদি করিতে জীবের শক্তি থাকে না। দয়াময় অগ্নিব্রহ্ম অর্থাৎ পূর্ণ পরব্রহ্মই অগ্নিরূপে তোমার ভিতরে বাহিরে জগতের (সমস্ত) কার্য্য করিতেছেন। তিনি এক এক রূপে এক এক কার্য্য করেন এবং বহুরূপে এককার্য্য করেন। স্থূল পদার্থ ভস্ম করিতে স্থূলাগ্নি সক্ষম। কিন্তু চন্দ্রমা সূর্য্যনারায়ণ বিদ্যুৎ তারকা ও ভৌতিক অগ্নি প্রকাশ করিতে সমর্থ।"

(অমৃত সাগর পৃষ্ঠা ২১৫, ২১৬।)

এদেশে পুরাকালে ঋষিমুনিদিগের দৃষ্টান্ত ও উপদেশে রাজাপ্রজা প্রভৃতি সকলেই দুই সন্ধ্যা সুগন্ধ সুস্বাদু পদার্থ অগ্নিতে আহুতি দিতেন। তাহার ফলে সুবৃষ্টি হইয়া প্রচুর পরিমাণে সাত্ত্বিক অন্ন উৎপন্ন হইত। সেই অন্ন ভক্ষণে জীব সুস্থ শরীর ও দীর্ঘায়ু হইত; বিশুদ্ধ বায়ু, ব্যাধি ও অকালমৃত্যু নিবারণ করিত। এখন সেই প্রথা বিচ্ছিন্ন হওয়ায় দুর্ভিক্ষ ব্যাধি ও কষ্টকর মৃত্যু দেশে ব্যাপ্ত হইয়াছে। ইংরেজ রাজা তাহার প্রতিকার করিতে অক্ষম, কেননা ইংরেজ জানেন বটে যে, অগ্নি পরিষ্কারক; কিন্তু শ্রদ্ধা ও ভক্তিপূর্ব্বক পরমাত্মা জ্ঞানে অগ্নিতে সুস্বাদু ও সুগন্ধ পদার্থ আহুতি দিলেই জীবের মঙ্গল ইহা তিনি জানেন না। পূর্ব্বকালে আর্য্যগণ মৃত সংকারের সময় ঘৃতচন্দনাদি উত্তম পদার্থ অগ্নিতে দিতেন। তাহাতে পৃথিবী জল বায়ু ও অগ্নির বিশুদ্ধতায়

জীব সুখে থাকিত। বর্ত্তমান কালে হিন্দুরা পূর্ব্ব পুরুষের অভিমান করেন বটে ; কিন্তু লোকালয়ে শবদাহ করেন এবং ঘৃতচন্দনাদির খরচ বাঁচাইয়া মৃত ও জীবিতের উপকার শূন্য শ্রাদ্ধাদি ক্রিয়া বহুব্যয়ে সম্পন্ন করেন। এদিকে পাথুরিয়া কয়লা, কেরোসিন তৈল, বিষ্ঠা প্রভৃতি অগ্নি সংযোগে বিষময় বাষ্প উৎপন্ন করিয়া অনাবৃষ্টি, অতিবৃষ্টি শস্য হানি প্রভৃতি অমঙ্গল ও রোগ মৃত্যুর উপদ্রব বৃদ্ধি করিতেছে। বিষ্ঠাদির সারে যে সকল শস্য ফলাদি উৎপন্ন হয়, তাহা পুষ্ট ও সুদৃশ্য হইলেও বিষাক্ত। এজন্য বিষ্ঠা ও গলিত জীবদেহ সংযুক্ত মৃত্তিকা হইতে পাঁচ বৎসর অন্ততঃ এক বৎসর কাল কোন প্রকার আহারীয় পদার্থ উৎপন্ন করিবে না। তাহাতে বিশেষ অনিষ্ট জানিবে। এই সকল কথা শান্ত চিত্তে ধারণ পূর্ব্বক সুখে ব্যবহার ও পরমার্থ সিদ্ধি করিয়া পরমানন্দে আনন্দরূপে কাল যাপন কর।"

(অমৃত সাগর পৃষ্ঠা ১০৭, ১০৮)

"মনুষ্য মাত্রেরই প্রতিদিন শ্রদ্ধা পূর্ব্বক অগ্নিতে উত্তম হবনীয় দ্রব্য স্বতঃ পরতঃ আহুতি দেওয়া কর্ত্তব্য। বিচার পূর্ব্বক অতিথি ও ধর্ম্মশালা এবং আহুতি কুণ্ড প্রস্তুত করাইয়া দিবেন। যাহাতে সকলে নিত্য আহুতি দিতে এবং সদুপদেশ পাইয়া ব্যবহারিক ও পারমার্থিক কার্য্য বুঝিয়া উত্তম রূপে নিষ্পন্ন করিতে পারে তাহার ব্যবস্থা করিবেন। আহুতি প্রভৃতি পরমার্থ কার্য্যে সকলেরই (সকল জাতির) সমান অধিকার। যখন হিন্দু, মুসলমান, ইংরেজ, উত্তম অধম স্ত্রী-পুরুষ সকলেরই কেরোসিন তৈল, পাথুরিয়া কয়লাদি অগ্নিতে দিবার অধিকার রহিয়াছে, তখন উত্তম পদার্থ সম্বন্ধে অনধিকার হইবে কেন ?

অতিপুরাকালে পরমাত্মার উপাসনা বলিয়া অগ্নিতে সুস্বাদু ও সুগন্ধ দ্রব্য আহুতি দিবার প্রথা প্রচলিত ছিল। বেদশাস্ত্রে নানাভাবে ঋষিগণ

যজ্ঞাহুতির বিবরণ প্রকাশিত করিয়া গিয়াছেন; কিন্তু আধুনিক লোকে তাহার ভাব গ্রহণে অসমর্থ। যজ্ঞাহুতির মর্ম্ম বুঝিবার জন্য ধীর ও গম্ভীর ভাবে বিচার করা কর্ত্তব্য যে অগ্নি কি বস্তু এবং অগ্নিরূপে পরমাত্মা কি কার্য্য সম্পন্ন করেন। যদি কেহ বলে তোমার জীবিত মাতা পিতা অচেতন জড়, অথবা তুমি জীবন সত্ত্বেও মরিয়া ভূত হইয়াছ তাহা হইলে কি একথা শুনিবা মাত্র বিশ্বাস করিবে, না বিচার করিয়া দেখিবে যে, উহা সত্য কি মিথ্যা? অতএব বিচার করিয়া দেখ, যে, অগ্নিব্রহ্ম চেতন কি জড়, মঙ্গলকারী কি অমঙ্গল কারী। বিনা বিচারে ব্যবহারিক ও পারমার্থিক কোন কার্য্যে প্রবৃত্ত হওয়া মনুষ্যের অযোগ্য। এই যজ্ঞাহুতির যে প্রথা অতি প্রাচীনকাল হইতে প্রচলিত এবং হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টীয়ান, বৌদ্ধগণ ধর্ম্মানুষ্ঠান কালে অগ্নিতে গন্ধদ্রব্য সংযুক্ত করিয়া অদ্যাপি যে প্রথার চিহ্ন রক্ষা করিতেছেন সে প্রথা পরিত্যাগ বা তাহার নিন্দা করিবার পূর্ব্বে বিচারের দ্বারা তাহার ফলাফল সম্যক রূপে বুঝা উচিত।"

"সচরাচর মনুষ্যের নিকট স্থূল পদার্থের প্রাধান্য। এজন্য স্থূল অগ্নি মনুষ্যের প্রধান উপকারী। স্থূল পদার্থ বিনা মানুষ মানুষ রূপে থাকিতে পারে না। এবং স্থূল অগ্নিই মানুষের সুখ স্বচ্ছন্দতার প্রধান বিধায়ক। মানুষ স্থূল অগ্নির সহিত যেরূপ ব্যবহার করেন জগতে তদনুরূপ সুখ দুঃখ ভোগ হয়। ধান বুনিলে ধান লাভ হয় কাঁটা বুনিলে কাঁটা। যদি দুর্গন্ধময় পচা জিনিস, বিষ্ঠা, পাথুরিয়া কয়লা কেরোসিন তৈল প্রভৃতি অগ্নিতে ভস্ম কর তাহা হইলে শরীর ও মনের কষ্টরূপ ফল লাভ হইবে; যদি সুগন্ধ সুস্বাদু দ্রব্য অগ্নিতে আহুতি দাও তাহা হইলে পাথরিয়া কয়লা কেরোসিন তৈল প্রভৃতি মন্দদ্রব্য অগ্নি সংযোগ করা সত্ত্বেও জল, জ্যোতিঃ ও বায়ুর প্রসন্নতায় জগৎবাসীগণ সুখ স্বচ্ছন্দে কালাতিপাত করিবে।"

অতএব মনুষ্য মাত্রেরই শ্রদ্ধা ও ভক্তিপূর্ব্বক পূর্ণ পরব্রহ্ম জ্যোতিঃ স্বরূপের শরণাপন্ন হইয়া ক্ষমা প্রার্থনা কর ও বিচার পূর্ব্বক তাঁহার প্রিয় কার্য্য বা আজ্ঞা কি স্থির বুঝিয়া তীক্ষ্ণভাবে তাহার প্রতিপালনে যত্নশীল হও। ধর্ম্ম বা পরমাত্মার নামে সর্ব্বপ্রকার প্রপঞ্চ পরিত্যাগ করিয়া সকলে মিলিয়া জগতের হিতানুষ্ঠান কর। স্বতঃ পরতঃ ভক্তি পূর্ব্বক সকলে আহুতি দেও ও দেয়াও।

এরূপ মনে করিও না যে, এই সকল পদার্থ আমার, আমি পরমাত্মার নামে অগ্নিতে আহুতি দিতেছি, তাহাতে তিনি সুবৃষ্টি করিতেছেন নতুবা করিতেন না। পরমাত্মা ব্যবসাদার নহেন যে, তিনি কেনা বেচা করিবেন। তোমাদের কি আছে যে, পরমাত্মা অগ্নিব্রহ্মে দিবে? অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ড তাঁহার মুখের মধ্যে রহিয়াছে। তোমরা যে যাহা পাইতেছ সে তিনিই দিতেছেন। তোমরা তাঁহাকে কি দিবে? তিনি তোমাদিগকে যাহা দিয়াছেন তাহারই এক অংশ অগ্নি ব্রহ্মে সমর্পণ কর। স্বপ্নেও এরূপ চিন্তা করিওনা যে, কেহ তাঁহাকে বাধ্য করিতে পারে; দ্বিতীয় কেহ নাই যে, তাঁহার উপর হুকুম জারী করিবে। তিনি অসীম দয়াবান। যাহাতে জীবের মঙ্গল তাহাতে তাঁর প্রীতি। জীবের মঙ্গল উদ্দেশে যে কার্য্য করা হয় কৃপাপূর্ব্বক তিনি তাহা সফল করেন। তিনি জানেন, জীব মাত্রেই আমার আত্মা এবং আমার স্বরূপ। তিনি যাহা জানেন তাহা ধ্রুব সত্য।

অতএব তুচ্ছ মিথ্যা স্বার্থ পরিত্যাগ করিয়া অগ্নিতে সুস্বাদু সুগন্ধ দ্রব্য আহুতি দেও ও দেয়াও এবং জীবমাত্রের অভাব মোচনে যত্নশীল হও। ইহাতে কৃপণতা করিও না। স্বার্থপরতা ও কৃপণতা করিয়া কি ফল? জগতের যাহা কিছু খাদ্য তাহা কি তোমার আহারের জন্য উৎপন্ন হইয়াছে? চন্দ্রমা সূর্য্য নারায়ণ, অগ্নি ও জীব রূপে প্রকাশমান

মহাকালরূপী পরমাত্মাই সর্ব্ব ভক্ষ্যের ভক্ষক। এই নাম রূপাত্মক জগৎ পূর্ব্বোক্ত চারিরূপে গ্রাস করিয়া তিনি যাহা তাহাই থাকিবেন ও এখনও আছেন। সূর্য্য নারায়ণ রূপে তিনি নিয়ত স্থূলকে সূক্ষ্ম করিতেছেন। ভৌতিক অগ্নিরূপে তিনি সমস্ত ব্যবহার নিষ্পন্ন করিতেছেন ও পৃথিবীকে পাথুরিয়া কয়লা ও কেরোসিন রূপে পরিণত করিয়া ভষ্মীভূত, ও অদৃশ্য করিতেছেন। এই সুগন্ধ চর্চ্চিত অলঙ্কার ভূষিত দেহ ইহাও শ্মশানে প্রত্যক্ষরূপে বা সেই দেহ কবরে উৎপন্ন উদ্ভিজ্জরূপে পরিণত হইলে অপ্রত্যক্ষরূপে ভস্ম করিয়া নিরাকার করিতেছেন। ইহাতে কৃপণতা ও স্বার্থপরতার স্থল কোথায় ?"

(অমৃত সাগর পৃষ্ঠা ২১৪, ২১৮।)

তৃতীয় অধ্যায়।

কলিযুগে যজ্ঞাহুতি নিষেধ কিনা ?

পণ্ডিত বিদ্বান এবং সাধারণ লোকদিগের মধ্যে অনেকেরই ধারণা আছে যে কলিযুগে যজ্ঞ নিষিদ্ধ।

এ সম্বন্ধে মহাপুরুষ স্বামীজি অমৃত সাগর গ্রন্থে যাহা যাহা লিখিয়া গিয়াছেন ঐ সকলের কিয়দংশ এস্থলে উদ্ধৃত হইল। ঃ—

"যজ্ঞাহুতি জীবের পালন জন্য এবং জীবের পালন সকল যুগেই প্রয়োজন। যদি কলিযুগে জীবের পালনের প্রয়োজন না থাকে তবে যজ্ঞাহুতিরও প্রয়োজন নাই। অগ্নির কার্য্য যে জীবের ক্ষুধা পিপাসা, তাহা অনাদি কাল হইতে ঘটিয়া আসিতেছে ও পরেও ঘটিবে। যুগ ও কাল অনুসারে তাহার কোন ব্যতিক্রম ঘটিবার সম্ভাবনা নাই। সর্ব্ব জীবের ক্ষুধা পিপাসার যাহাতে সুখে নিবারণ হয় তাহারই জন্য যজ্ঞাহুতি। অতএব এ অনুষ্ঠান সর্ব্বত্র সর্ব্বকালে বিচার পূর্ব্বক (অর্থাৎ ইহা হিতকর কি অহিতকর বুঝিয়া) করিতে হইবে।

কলিযুগে যজ্ঞাহুতি নিষিদ্ধ বলিবার যথার্থ অর্থ এই যে, বহু আড়ম্বর যুক্ত অশ্বমেধ প্রভৃতি (পশুবধ শ্রেষ্ঠ যজ্ঞ) যজ্ঞ নিষ্প্রয়োজন বলিয়া নিষিদ্ধ।

"কিন্তু বুঝিয়া দেখ, অগ্নিতে বিষ্ঠা ও চন্দন উভয়ই আহুতি দেওয়া সম্ভব হইলেও কি বিষ্ঠার দুর্গন্ধ ও চন্দনের সুগন্ধ তোমার পক্ষে একইরূপ উপাদেয় ? এইরূপ সর্ব্ব বিষয়ে বিচার করিলে দেখিবে যে, পাথুরিয়া কয়লা কেরোসিন তৈল প্রভৃতি পদার্থ অগ্নি সংযুক্ত করিলে রোগ কষ্ট

প্রভৃতি কুফল ও চন্দন ঘৃতাদি আহুতি দিলে নীরোগিতা প্রভৃতি সুফল লাভ হয়।" (অমৃত সাগর ১০৪,১০৫ পৃষ্ঠা)

"অতএব ইহাঁর (পরমাত্মার) নাম যে ব্রহ্ম গায়ত্রী তাহার জপ বা ওঁকার ও স্বাহা বলিয়া অগ্নিতে আহুতি দিবার যে মন্ত্র তাহাতে স্ত্রী পুরুষ মনুষ্য মাত্রেরই অধিকার আছে। মনুষ্য মাত্রেই তাঁহাকে ভক্তি পূর্ব্বক ওঁকার ও ব্রহ্মগায়ত্রী নামে ডাকিবে অর্থাৎ ঐ মন্ত্র জপিবে। এবং "ওঁ বরদে দেবি পরম জ্যোতির্ব্রহ্মণে স্বাহা" "ওঁ পূর্ণ পরব্রহ্ম জ্যোতিঃ স্বরূপায় স্বাহা" "ওঁ চরাচর ব্রহ্মণে স্বাহা" এই তিন বা ইহার মধ্যে কোন এক অথবা তদধিক মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া কিম্বা বিনা মন্ত্রে জ্যোতিঃ স্বরূপ পরমাত্মার নামে অগ্নিতে আহুতি দিবে। ইহাতে ভয় বা সংশয় নাই। বরঞ্চ সর্ব্বতোভাবে মঙ্গলই আছে।" (অমৃত সাগর ১০৯, ১১০ পৃষ্ঠা)

কলিযুগে যদি যজ্ঞাহুতি নিষিদ্ধ হইত তাহা হইলে, বঙ্গেশ্বর মহারাজ আদিশূর এবং নবদ্বীপাধিপতি মহারাজ কৃষ্ণ চন্দ্র বৃহৎ বৃহৎ যজ্ঞানুষ্ঠান করিতেন না বা করিতে পারিতেন না। মহারাজ আদিশূর বৃহৎ পুত্রেষ্টি যজ্ঞ এবং মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র "অগ্নিহোত্র" এবং "বাজপেয়" নামক দুইটী অতি বৃহৎ যজ্ঞ করিয়াছিলেন, ইহা ইতিহাসজ্ঞ ব্যক্তি মাত্রেই অবগত আছেন।

শ্রীমন্মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের জীবন বৃত্তান্ত মধ্যে লিখিত আছে যে, ঐ দুই যজ্ঞে মহারাজের বিংশতি লক্ষ মুদ্রা ব্যয় হইয়াছিল। তখনকার কুড়ি লক্ষ এখনকার দুই কোটী টাকার ও অধিক বলা যাইতে পারে। প্রকৃত পক্ষে ঐ টাকার সমস্ত যদিও আহুতি কার্য্যে ব্যয় হয় নাই তথাপি বলিতে হইবে ঐ দুই যজ্ঞ অতি বৃহৎ কাণ্ড। ঐ যজ্ঞদ্বয় সম্পন্ন কালে অঙ্গ বঙ্গ কলিঙ্গ দ্রাবিড় কাশী কাঞ্চি প্রভৃতি দেশ প্রদেশের বহু পণ্ডিত শ্রেষ্ঠ

ব্রাহ্মণ আসিয়াছিলেন। মহারাজ তাঁহাদিগকে মহাসমাদরের সহিত নিমন্ত্রণ করিয়া আনিয়াছিলেন। তাঁহাদের এবং অতিথি অভ্যাগতগণের পাথেয় আহারীয় বাসগৃহ নির্ম্মাণ এবং দক্ষিণা প্রভৃতিতে মহারাজের বিস্তর অর্থ ব্যয় হইয়াছিল।

উক্ত দুই বৃহৎ যজ্ঞ সম্পন্ন করাতে সভাস্থ পণ্ডিতগণের নিকট রাজা কৃষ্ণচন্দ্র এইরূপ মহাসন্মানপ্রদ উপাধি লাভ করিয়াছিলেন ঃ—"অগ্নিহোত্রী বাজপেয়ী মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র।" মহারাজ আদিশূরের পুত্রেষ্টি যজ্ঞ ও সামান্য রূপে সম্পাদিত হয় নাই। কারণ এই যজ্ঞের জন্য যখন সুদূর কান্যকুব্জ হইতে পাঁচজন যজ্ঞবিৎ ব্রাহ্মণ আনিবার প্রয়োজন হইয়াছিল এবং মহারাজ বঙ্গেশ্বর দ্বারা সম্পাদিত হইয়াছিল তখন এ যজ্ঞকে সামান্য বলা যায় না। আরও বিবেচিত হয় যে, কলিযুগেও ভারতের নানা প্রদেশে হিন্দু রাজাদিগের দ্বারা সময়ানুসারে বৃহৎ বৃহৎ যজ্ঞ সম্পন্ন হইত। কারণ কান্যকুব্জ হইতে যখন পাঁচজন যজ্ঞবিৎ যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণ বঙ্গে আসিয়াছিলেন তখন বিবেচনা করা অসঙ্গত নহে যে ঐরূপ আরো অনেক যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণ ঐদেশে ছিলেন এবং ঐ দেশের রাজার এবং অন্য দেশের রাজাদিগের দ্বারা বৃহৎ বৃহৎ যজ্ঞ সম্পন্ন হইত।

তবে ইহা নিশ্চিত যে কলিযুগের গত পাঁচ হাজার বৎসরের মধ্যে যে সংখ্যায় যজ্ঞ হইয়াছে তাহা অন্যান্য যুগের তুলনায় অতি নগণ্য।

এ সম্বন্ধে সমস্ত ভয় এবং সংশয় অগ্নিহোত্রে সিদ্ধ সূর্য্যনারায়ণ কর্ত্তৃক ব্রহ্মজ্ঞান প্রাপ্ত শ্রীমৎ পরমহংস শিবনারায়ণ স্বামী খণ্ডন করিয়া দিয়াছেন।

স্বামীজির অমৃত সাগরাদি গ্রন্থ পাঠ করিয়াও যদি কেহ বলেন তিনি ধূর্ত্ত নাস্তিক পাষণ্ড স্বার্থপর এবং হিন্দু ধর্ম্ম নাশকারী, তাহা হইলে তাঁহাকে আমরা আর কি বলিব, বলিব, তাঁহার শুভ বুদ্ধি হউক,

তিনি নিরপেক্ষ বিচার পরায়ণ হউন, যাহাতে জগতের মঙ্গল হয়।

আমাদের বিশ্বাস, এই মহাপুরুষ যথার্থই ব্রহ্মজ্ঞানী, সূর্য্যনারায়ণ ব্রহ্মের পরমভক্ত, এবং জগতের পরম হিতৈষী। ইঁহার গ্রন্থসকল সকলেরই সরল অন্তকরণে অপক্ষপাত বিচার সহকারে পাঠ করা উচিত। এইরূপে তখন সকলেই জানিবেন যে, ইনি ভণ্ড বা নাস্তিক নহেন, জগতের পরম কল্যাণাকাঙ্ক্ষী মহা কারুণিক মহাপুরুষ, এমন উদার মহাপুরুষ জগতে কখন জন্মিয়াছিলেন কিনা সন্দেহ।

চতুর্থ অধ্যায়

যজ্ঞাহুতি এবং অগ্নিহোত্রের কর্ত্তব্যতা।—

বুদ্ধদেবের পূর্ব্ব জন্মবৃত্তান্ত পাঠ করিলে যাগযজ্ঞের কি মহাফল তাহা জানা যায়। একখানি পালিভাষার গ্রন্থে বুদ্ধদেবের পূর্ব্ব ৩৫০ তিনশত পঞ্চাশ জন্মের কথা লিখিত আছে। ঐ ৩৫০ জন্মের মধ্যে তিনি ৮৩ জন্ম সন্ন্যাসী হইয়াছিলেন; কিন্তু তথাপি মুক্ত হইতে বা নির্ব্বাণ লাভ করিতে পারেন নাই।

বুদ্ধ জন্মের পূর্ব্বজন্মে তিনি রাজা হইয়াছিলেন। এইজন্মে তিনি অনেক যাগযজ্ঞ সম্পাদন করেন, ইহার ফলে তাঁহার স্বর্গ লাভ হয়। যখন স্বর্গ ফল শেষ হইয়া আসিতে লাগিল তখন পুনরায় মর্ত্তে আসিতে হইবে জানিয়া তিনি কাতর হইতে লাগিলেন। তৎপরে তিনি তাঁহার সহবাসী দেবতাগণকে বলিলেন, 'মর্ত্তে আমারত অনেকবার অনেক পশু পক্ষী মনুষ্যাদির যোনিতে জন্ম হইয়া গিয়াছে; অতঃপর পুনরায় আমাকে মর্ত্তে জন্ম লইতেও হইবে। অতএব আপনারা সৎযুক্তি এবং সৎপরামর্শ দিউন যাহাতে আমি এই জন্মেই নির্ব্বাণ লাভ করিয়া জন্ম নিবৃত্তি করিতে পারি।'

বুদ্ধদেবের এইরূপ কাতেরোক্তি শুনিয়া দেবতারা বলিলেন;— 'যেকুলে ব্যভিচার ইত্যাদি পাপ প্রবেশ করে নাই, এমত পবিত্র কুলে জন্ম লইতে পারিলে, এবং পূর্ব্ব সংস্কার বশতঃ আপনার শীঘ্রই বৈরাগ্য উপস্থিত হইবে, যাহার দ্বারা, আপনি এই জন্মেই নির্ব্বাণ লাভ করিতে পারিবেন।'

ইহা শুনিয়া স্বর্গ হইতে তিনি দিব্য দৃষ্টি দ্বারা ভারতের মধ্যে পবিত্র কুল অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। নেপালের নিকট শাক্যকুলকে তিনি অতিশয় পবিত্র দেখিতে পাইলেন। তৎপরে স্বর্গফল শেষ হইবা-মাত্র, শাক্যকুলের রাজা শুদ্ধোধনের ঔরসে তৎপত্নী মায়াদেবীর গর্ভে তিনি জন্ম লইলেন।

লোকসাধারণের ধারণা এবং শাস্ত্রের উদ্দেশ্যই এইরূপ যে, সন্ন্যাসী হইতে পারিলেই এক জন্মেই মুক্তি বা নির্ব্বাণ লাভ হয়। কিন্তু বুদ্ধদেব একবার নয়, দুইবার নয়, ৮৩ বার সন্ন্যাসী হইয়াছিলেন তথাপি নির্ব্বাণ লাভ করিতে পারেন নাই। ইহার কারণ, সন্ন্যাসী হইলে জগতের সর্ব্বসাধারণ লোকের আথিক কিছু হিত হয় না। যাগযজ্ঞের ফলে সুবৃষ্টি হইলে এবং সুবাতাস বহিলে জগতের বা মনুষ্যাদি জীবগণের কতই হিত সাধিত হয় তাহা বর্ণনা করা যায় না। নিত্য অগ্নিহোত্র এবং বৃহৎ যাগযজ্ঞের ফলে নির্ব্বাণ মুক্তিলাভ হয়না বটে; কিন্তু নির্ব্বাণ লাভের হেতু বা উপযোগী জ্ঞানবৃদ্ধি বৈরাগ্য ইত্যাদি উদ্ভব হয়। বুদ্ধদেবের পূর্ব্ব জন্ম বৃত্তান্ত ইহার বিশিষ্ট প্রমাণ।

যজ্ঞ হোমের উপকারিতা এবং কর্ত্তব্যতা কিরূপ তাহা ভগবদ্গীতার ৩য় অধ্যায়ের কর্ম্ম যোগের ৫টী শ্লোক পাঠ করিলে বিশেষরূপে অবগত হওয়া যায়।

যথাঃ—

'সহযজ্ঞা প্রজাঃ সৃষ্ট্বা পুরোবাচ প্রজাপতিঃ।
অনেন প্রসবিষ্যধ্বমেষ বোহস্তিষ্ট কামধুক্।১০॥
দেবান ভাবয় তানেন তে দেবা ভাবয়ন্তু বঃ
পরস্পরং ভাবয়ন্তঃ শ্রেয়ঃ পরমাপ্স্যথ।;১১

ইষ্টান ভোগান্ হি বোদেবা দাস্যন্তে যজ্ঞ ভাবিতাঃ।
তৈর্দত্তান প্রদায়ৈভ্যো যো ভুঙ্‌ক্তে স্তেন এবসঃ ॥১২॥

যজ্ঞশিষ্টাশিনঃ সন্তো মুচ্যন্তে সর্ব্ব কিল্বিষৈঃ।
ভুঞ্জতে তে ত্বঘং পাপা যে পচন্ত্যাত্মকারণাৎ ॥১৩॥

অন্নাদ্ভবন্তি ভূতানি পর্জ্জন্যাদন্ন সম্ভবঃ।
যজ্ঞাদ্ভবতি পর্জন্যো যজ্ঞঃ কর্ম্মসমুদ্ভবঃ ॥১৪॥

কর্ম্ম ব্রহ্মোদ্ভবং বিদ্ধি ব্রহ্মাক্ষর সমুদ্ভবম্।
তস্মাৎ সর্ব্বগতং ব্রহ্ম নিত্যং যজ্ঞে প্রতিষ্ঠিতম্ ॥১৫॥

অর্থ—সৃষ্টিকর্ত্তা প্রজাপতি যজ্ঞের সহিত প্রজাসৃষ্টি করিয়া তাঁহাদিগকে বলিয়াছিলেন, এই যজ্ঞ দ্বারা তোমরা ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হও বা আত্মোন্নতি কর; এই যজ্ঞ হইতেই তোমাদের সকল কামনা—সকল অভিলাষ পূর্ণ হইবে ॥ ১১ ॥

যজ্ঞ দ্বারা তোমরা দেবতাগণকে (গ্রহতারা ইত্যাদি মহাপ্রভাবশালী জ্যোতিস্কগণকে) সন্তুষ্ট কর, সেই দেবতাগণও তোমাদিগকে সন্তুষ্ট করিবেন। এইরূপে পরস্পর সংবর্দ্ধনা দ্বারা পরম কল্যাণ লাভ করিবে। যজ্ঞদ্বারা সন্তুষ্ট হইয়া দেবগণ তোমাদিগের অভীষ্ট সিদ্ধ করিবেন। এই দেবতাগণের দত্ত ভোগ লাভে যে ব্যক্তি দেবতাদিগকে আপ্যায়িত না করিয়া স্বয়ং উপভোগ করে, সে ব্যক্তি চোরের তুল্য ॥ ১২ ॥

যিনি যজ্ঞাবিশিষ্ট দ্রব্যাদি ভোজন করেন, তিনি সর্ব্ব পাপ হইতে মুক্ত হয়েন, এবং যে পাপাত্মা নিজের জন্য অন্নপাক করে, সে পাপই ভক্ষণ করিয়া থাকে ॥ ১৩ ॥

অন্ন হইতে ভূত সকল (প্রাণী শরীর সকল) উৎপন্ন হয়, মেঘ হইতে

অন্ন জন্মে ; মেঘ যজ্ঞ হইতে জন্মে এবং যজ্ঞ কর্ম্ম হইতে উৎপন্ন হয় ॥ ১৪ ॥

কর্ম্ম সকল বেদ হইতে এবং বেদ ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন হইয়াছে ; সর্ব্ব ব্যাপী ব্রহ্ম সর্ব্ব যজ্ঞে প্রতিষ্ঠিত আছেন ॥ ১৫ ॥

অতি প্রাচীন কালে ঋষিগণ মহর্ষিগণ, রাজর্ষিগণ, এবং সাধারণ গৃহস্থগণের অনেকেই অগ্নিহোত্রী ছিলেন বলিয়া বিবেচিত হয়।

কারণ বেদে উপনিষদে পুরাণে এবং সংহিতা সকলের মধ্যে ইহা ত্রিবর্ণের কর্ত্তব্য বলিয়া নির্দ্দিষ্ট আছে। ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্য ইহাঁরা আর্য্য এবং দ্বিজাতি মধ্যে গণ্য। সুতরাং ইহাঁদের সকলেরেই বেদ অধ্যয়ন ও অগ্নিতে আহুতি দিবার অধিকার আছে। কেবল শূদ্রগণের পক্ষেই নিষিদ্ধ হইয়াছে। ইহার কারণ শূদ্রগণ অনার্য্য এবং বিজিত বলিয়া বিজেতা আর্য্যগণ ইহাদিগকে উচ্চ অধিকার দেন নাই। এমন কি শূদ্রদিগকে কোনও প্রকার বিদ্যাদান করেন নাই নিরক্ষর করিয়া রাখিয়াছিলেন। শূদ্রগণ বিদ্যা শিক্ষা করিলে, তাহাদের উচ্চাশা হইবে ; দ্বিজাতি গণের দাসত্ব করিতে ইচ্ছা করিবে না, সুতরাং তাঁহাদের সুখও স্বার্থে ব্যাঘাত পড়িবে, এই সিদ্ধান্ত করিয়াই অনার্য্য বা শূদ্রসন্তানগণকে "ক" অক্ষরটী পর্য্যন্ত শিখিবার নামও করেন নাই।

শূদ্রগণ চিরকাল ত্রিবর্ণের সেবক দাস হইয়া থাকিবে এইরূপ বিধি তাঁহারা নানা শাস্ত্রে লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন।

ধন্য ইংরাজ জাতি! ইহাঁরা বিজিতগণের সন্তানগণের জন্য কিরূপ বিদ্যাশিক্ষার ব্যবস্থা করিয়াছেন তাহা সকলেই দেখিতেছেন। উদার ইংরাজ রাজের প্রসাদে কত শূদ্র উচ্চ শিক্ষা প্রাপ্ত হইয়া কত উচ্চ হইতে উচ্চতর পদে অধিরোহণ করিয়াছেন, তাঁহাদের সংখ্যা কে

করিতে পারেন ? প্রধান বিচারালয়ের প্রধান বিচারক হইতে মহকুমার ডেপুটী পর্য্যন্ত কত শিক্ষিত শূদ্র কত প্রকারের বিচার করিতেছেন তাহার সীমাই কে করিতে পারেন, ব্যারিষ্টার, উকিল, মোক্তার, কলেজের অধ্যাপক, স্কুল কলেজের শিক্ষক, পণ্ডিত এবং অফিসের বড় বাবু প্রভৃতি হইয়া কত ব্রাহ্মণ শূদ্রের উপর, তাঁহাদের সন্তান-গণের উপর কত প্রকারে কত আধিপত্য করিতেছেন তাহা কে না দেখিতেছেন এবং বুঝিতেছেন ?

অতঃপর অগ্নিহোত্র বা হোমকার্য্য সম্বন্ধে আর কিছু বলিয়া এ অধ্যায় শেষ করা যাইতেছে।

"অগ্নিহোত্র" শব্দের অর্থ মাস সাধ্য কিংবা যাবজ্জীবন সাধ্য অথবা যতদিন পর্য্যন্ত ব্রহ্মজ্ঞান না লাভ না হয় ততদিন নিত্য সাধ্য হোম কার্য্য।

"অগ্নিহোত্রী" শব্দের আভিধানিক অর্থ প্রত্যহ হোম অনুষ্ঠাতা বা সাগ্নিক ব্রাহ্মণ। বহুকাল পূর্ব্ব হইতে দ্বিজাতি অর্থাৎ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্যগণ নিত্য সাধ্য হোম কার্য্য বর্জ্জন করিয়াছেন বলিয়া বিবেচিত হয়। তবে মধ্যে মধ্যে বেদ অধ্যয়ন করিয়া, কেহ কেহ অগ্নিহোত্র বা হোম কার্য্যে রত হইয়াছিলেন বলিয়াও বিবেচিত হইতে পারে।

বহুবৎসর পূর্ব্বে কোন গ্রন্থে পাঠ করিয়াছিলাম, পণ্ডিত দয়ানন্দ সরস্বতী এবং তাঁহার মথুরাবাসী গুরু, বেদঅধ্যায়ী এবং অগ্নিহোত্রী ছিলেন।

স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতীই আর্য্য সমাজের প্রতিষ্ঠাতা, ইহা অনেকেই অবগত আছেন। শুনিয়াছি আর্য্য সমাজের অনেকেই অগ্নিতে আহুতি দিয়া থাকেন; কিন্তু নিত্য কিনা তাহা বিশেষরূপে অবগত হইতে পারি নাই। আর্য্য সমাজে অধিকার ভেদ নাই। কারণ আর্য্য সমাজ

স্থাপনের উদ্দেশ্য পতিত উদ্ধার করা। সুতরাং আর্য্য সমাজে অনেক পতিত লোক স্থান পাইয়া উন্নত হইতেছেন বলা যাইতে পারে। পরমহংস শিবনারায়ণ স্বামীর মত বহু প্রকারে আর্য্য সমাজের মত। তবে ইনি আত্মবিৎ বা অজ্ঞান মুক্ত সিদ্ধ পুরুষ, আর্য্য সমাজ প্রতিষ্ঠাতা দয়ানন্দ সরস্বতী স্বামী সেরূপ নহেন। কিন্তু স্বামীজি যে বেদবিৎ মহাপণ্ডিত জগৎ হিতৈষী করুণাময় এবং মহাজ্ঞানী ঋষিতুল্য তাহাতে আর সন্দেহ মাত্র নাই।

আমার ইচ্ছা যে ভারতের যে সকল স্থানে আর্য্য সমাজ প্রতিষ্ঠিত আছে, সেই সকল স্থানে যাইয়া আর্য্য সমাজিগণের কার্য্য কলাপ অবগত হই এবং প্রত্যক্ষ করি। কিন্তু আমার এ ইচ্ছা পূর্ণ হইবে কিনা সন্দেহ। কারণ আমি বৃদ্ধ হইয়াছি এবং আমার মানসিক ও শারীরিক শক্তি অনেক হ্রাস হইয়া গিয়াছে।

অনুমান ১০ দশ বৎসর পূর্ব্বে আমি একমাস কাল কাশীধামে ছিলাম। সেই সময়ের মধ্যে আমি রাজা শশিশেখরেশ্বর বাহাদুরের নাগেয়ার বাটীতে যাইয়া তাঁহার সহিত অনেক কথার মধ্যে একথাও জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম যে, কাশীধামে অগ্নিহোত্রী ব্রাহ্মণ আছেন কিনা ?

আমার প্রশ্নের উত্তরে তিনি যাহা বলিয়াছিলেন, তাহার মর্ম্ম এইরূপ :—

'যথার্থ অগ্নিহোত্রী ব্রাহ্মণ কাশীতে একজনও নাই। তবে কোন যাত্রী কিম্বা কোন কাশীবাসী যদি হোম যাগ করাইতে ইচ্ছা করেন, উপযুক্ত দক্ষিণাদি লইয়া তাহা সম্পন্ন করিতে পারেন এমত ব্রাহ্মণ পণ্ডিত কাশী ধামে অনেক আছেন ?'

এক্ষণে আমার ইচ্ছা,—ব্রাহ্মণগণের দ্বারা, আর্য্য সমাজিগণের দ্বারা এবং পরমহংস শিবনারায়ণ স্বামীর মতাবলম্বী ভক্তগণের দ্বারা ভারতের

কোথায় কিরূপ আহুতি কার্য্য হইতেছে তাহার বিস্তারিত বিবরণ মুদ্রিত হইয়া প্রকাশিত হওয়া উচিত। কিন্তু ইহা অতি গুরুতর ব্যাপার। যদি ভারতের সৌভাগ্য উদয়ের পূর্ব্ব লক্ষণ কিছু প্রকাশ হইয়া থাকে তবে, ঐ কার্য্য সাধনের উপযোগী ক্ষমতাশালী লোকের অভাব হইবে না।

ধর্ম্মাত্মা রাজা যুধিষ্ঠির একদা ভীষ্মদেবকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "পিতামহ, বেদঅধ্যয়নের ফল কি?" ইহার উত্তরে ভীষ্মদেব বলিয়াছিলেন, "বেদ অধ্যয়নের ফল অগ্নিহোত্র।" অর্থাৎ বেদবিৎ গুরুর নিকট যথা নিয়মে বেদ অধ্যয়ন করিলে, অগ্নিহোত্রে অনুরাগ জন্মে এবং তাহাতে ব্রতী হইতে হয়। যে ব্যক্তি বেদ অধ্যয়ণ করিয়া অগ্নিহোত্রী না হয় তাঁহার বেদ অধ্যয়ন নিষ্ফল হইয়া থাকে। আর যে ব্যক্তি বেদ অধ্যয়ন না করিয়াও অগ্নিহোত্রী হইতে পারেন, তাঁহার বেদ অধ্যয়নের ফল লাভ হয়। ফলতঃ অগ্নিহোত্র এবং যাগ-যজ্ঞের রীতি-নীতি শিক্ষার জন্যই প্রধানত বেদের উদ্ভব হইয়াছে বলিতে হইবে।

যদি কেহ এরূপ প্রশ্ন করেন যে, যাগ-যজ্ঞ অগ্নিহোত্র বা অগ্নিতে আহুতি অর্পণ যদি এতই কল্যাণকর এবং করণযোগ্য, তাহা হইলে, বুদ্ধ, নানক, রামানন্দস্বামী, কবীর, তুলসীদাস, শ্রীচৈতন্য প্রভৃতি মহাপুরুষেরা ইহার অনুষ্ঠান করেন নাই কেন, এবং ইহা করিতে লোক সকলকে উপদেশই বা কেন দিয়া যান নাই?

এ প্রশ্নের উত্তর দেওয়া বড়ই কঠিন। তবে পরমহংস শিবনারায়ণ স্বামী এ সম্বন্ধে যাহা বলিয়া গিয়াছেন তাহাই এস্থলে লিখিত হইল:— "যিনি যে পথ অবলম্বন এবং সাধন করিয়া মুক্ত হন বা অমৃতত্ব লাভ করেন তিনি সেই পথের কথা উত্তমরূপে কহিতে বা উপদেশ দিতে

পারেন। অন্য পথের কথা তিনি উত্তমরূপে উপদেশ দিতে পারেন না, দিতে গেলে ভ্রমে পতিত হন।”

অর্থাৎ যিনি জ্ঞান যোগে সিদ্ধমুক্ত তিনি জ্ঞানযোগের, যিনি ধ্যান যোগে মুক্ত তিনি ধ্যানযোগের, যিনি ভক্তিযোগে মুক্ত তিনি ভক্তিযোগের, যিনি কর্ম্মযোগে মুক্ত তিনি কর্ম্মযোগের, যিনি অগ্নি-হোত্র যোগে সিদ্ধমুক্ত তিনি সেই পথের সমাচার উত্তমরূপে কহিতে এবং লিখিতে পারেন। বুদ্ধ, চৈতন্য প্রভৃতি মহাপুরুষেরা কেহই অগ্নি-হোত্র করেন নাই, সুতরাং ঐ পথের এবং ঐ কার্য্যের উপদেশ দিতে পারিতেন কিরূপে? রাজা রামমোহন রায়, মহাত্মা দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, পণ্ডিত গৌর-গোবিন্দ উপাধ্যায়, ব্রহ্মানন্দ কেশব চন্দ্র, পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী, সীতানাথ তত্ত্বভূষণ প্রভৃতি ব্রাহ্ম সমাজের উপদেষ্টা এবং আর্য্যগণ ও হিন্দুসমাজের মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতগণ কেহই অগ্নিহোত্র এবং যাগযজ্ঞের বিশেষ চর্চ্চা ও অনুষ্ঠান করেন নাই বলিয়া উহার উপকারিতা বুঝিতে না পারায় ওবিষয়ে কাহাকেও বিশেষ কিছু উপদেশ দিতে পারেন নাই। এজন্য যে কি অনিষ্ট হইয়াছে তাহা বর্ণনা করা অসাধ্য।

পঞ্চম অধ্যায়।

—০:*:০—

বেদ অধ্যয়ন এবং অগ্নিতে আহুতি দিবার অধিকার।—ইতিপূর্ব্ব এবং এখন হইতে অগ্নিতে আহুতি দিবার অধিকার স্ত্রী শূদ্র, (ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্য দিগের পুরাকাল হইতে অধিকার ত আছেই) শূদ্র-বৈষ্ণব, বৌদ্ধ, জৈন, মুসলমান, খৃষ্টীয়ান, সকলেরই জন্মিয়াছে। যাঁহার এই জগৎ সেই পরমাত্মা অগ্নিব্রহ্ম সকলকেই ঐ অধিকার দিয়াছেন। অগ্নিব্রহ্ম সূর্য্যনারায়ণের পরমভক্ত অজ্ঞানমুক্ত শ্রীমৎ পরমহংস শিবনারায়ণ স্বামী দ্বারা তাঁহার ঐ আজ্ঞা বা আদেশ পৃথিবীতে ঘোষিত হইয়াছে এবং এখনও হইতেছে। ইহাতে অনেকেই বলিবেন, বিশেষতঃ ব্রাহ্মণেরা অবশ্যই বলিবেন যে, পরমাত্মা পরম ন্যায়বান হইয়া এমন অন্যায় অসঙ্গত আদেশ কেন দিয়াছেন ? এ আদেশ কখনই পরমেশ্বরের নহে। ইহা কোন স্বার্থপর ধূর্ত্ত লোকের কৌশল (ফন্দী) মাত্র। আমরা অনেকেই জানি পরমহংস-স্বামীর স্ত্রী-পুত্র ছিল না তিনি চির-কুমার ছিলেন। তাঁহার কোন প্রকার ভোগ বিলাস ছিল না। তিনি কৌপীন পরিধান করিতেন। শীত গ্রীষ্মে একখানি মাত্র চাদর গায়ে দিতেন। একবার তাঁহার কোন ভক্ত একটী সিল্কের জামা এবং ঐ কাপড়ের একটী টুপী করিয়া দিয়াছিলেন। ভক্তের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হেতু তিনি সময়ানুসারে ঐ দুইটী ব্যবহার করিতেন। কেবল জগতের কল্যাণ জন্য অপরিমিত পরিশ্রম এবং ক্লেশ স্বীকার পূর্ব্বক তিনি বহুলোককে বহু পরম কল্যাণকর উপদেশ দিয়া গিয়াছেন। তাঁহার উপদেশসকল উক্ত পাঁচখানি গ্রন্থে

নিবদ্ধ আছে। তাঁহার অনেক উপদেশ লিপিবদ্ধ হয়ও নাই। এই মহাপুরুষের উপদেশ সকল বেদবাক্য অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলিয়া মান্যকরা উচিত। কারণ এই নব ব্রহ্মবিদের বাক্য ব্রহ্মবাণী সদৃশ। বেদবাক্যে শাস্ত্রকার ব্রাহ্মণগণের ভ্রম ও স্বার্থপরতা থাকিতে পারে; কিন্তু ব্রহ্মবিদের বাক্যেতে স্বার্থপরতা নাই। পৃথিবীর বড়ই দুর্ভাগ্য যে, এমন দুর্লভ মহাপুরুষকে পরীক্ষার জন্য কোন বাঙ্গালী ডাক্তারবাবু মিষ্টান্নের সহিত আর্সেণিক মিশ্রিত করিয়া ভোজন করাইয়াছিল। উদ্দেশ্য এই যদি তিনি সিদ্ধ মহপুরুষ হন বাঁচিয়া যাইবেন, ভণ্ড হইলে মৃত্যু অনিবার্য্য। ফলতঃ তিনি কয়েকমাস অত্যন্ত জ্বালা যন্ত্রণা প্রকাশ করিয়া মৃত্যুকে আলিঙ্গন করেন. তৎপরে সর্ব্ব কলুষবর্জ্জিত অমৃতধামে উপনীত হন। পরমহংস স্বামী ঐ আর্সেনিক বিষ অবশ্যই জীর্ণ বা নিস্ফল করিতে পারিতেন। কারণ বহু বৎসর পূর্ব্বে সিন্দুরের শ্রীবল্লভ মল্লিক বাবুদের বাগানে যখন তিনি এক কুটীরে বাস করিতে ছিলেন, সেই সময়ে গোক্ষুরা সাপের সলুই তাঁহাকে দংশন করিয়াছিল। তখন তিনি কিয়ৎ-ক্ষণ ধ্যানস্থ হইয়া সেই গোক্ষুরা সলুইএর ভীষণ বিষ জীর্ণ করিয়া দিয়াছিলেন। এস্থলে প্রশ্ন হইতে পারে যে, তবে এখন কেন এই আর্সেনিকের বিষ নিস্ফল করিতে পারিলেন না?

ইহার উত্তর এই, তাঁহার প্রচারকার্য্য (মিশন) শেষ হইয়াছিল। অর্থাৎ পৃথিবীতে তাঁহার যাহা কর্ত্তব্য তাহা তিনি উত্তমরূপে প্রতিপালন করিয়াছিলেন। আরও তিনি জগৎকে দেখাইয়া গেলেন যে, মহাপুরুষত্ব পরীক্ষার জন্য কাহারও প্রতি বিষাদি মৃত্যুজনক কিছু প্রয়োগ করা কাহারও উচিত নহে। পরমহংস স্বামীর বহুযন্ত্রণাদায়ক মৃত্যু দেখিয়া সম্ভবতঃ অনেকেই তাঁহার প্রতি বীতশ্রদ্ধ হইয়া থাকিবেন এবং ভবিষ্যতেও অনেকে তাঁহার প্রতি বীত শ্রদ্ধ হইতে পারেন। কিন্তু:—

প্রভু যিশুখৃষ্ট, শ্রীকৃষ্ণ, প্রভুপাদ বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী, রামকৃষ্ণ পরমহংস, অম্বিকাকালনার ভগবান দাস বাবাজী এবং আরব দেশের অদ্বৈত বাদী মহাপুরুষ হোসেন মনসুরের শোচনীয় মৃত্যুর বিষয় বিচার করিলে পরমহংস শিবনারায়ণ স্বামীর প্রতি কাহারো অশ্রদ্ধা থাকিতে পারিবেনা।

সমস্ত খৃষ্টীয়ানগণের গুরু প্রভু এবং ত্রাণকর্তা ঈশ্বরের প্রিয়তম পুত্র মহাত্মা যিশুখৃষ্ট ক্রুশে বিদ্ধ হইয়া, কণ্টকের শিরস্ত্রাণ পরিয়া রক্তাক্ত কলেবরে যিহুদা নরনারীগণের লোষ্ট্রাঘাতে অতি নিষ্ঠুররূপে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিয়াছিলেন। পরমাত্মা বিষ্ণুর অংশ অবতার ধর্ম্ম সংস্থাপক ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ব্যাধের বাণাঘাতে লীলা শেষ করেন। প্রভুপাদ বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী সিদ্ধ পুরুষ বলিয়া খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি তাঁহার এক সময়ের সহযোগী বন্ধু প্রদত্ত বিষ মিশ্রিত মহাপ্রসাদ ভক্ষণে তাঁহার মহাপ্রাণ জীবন শেষ করিয়াছিলেন।

রামকৃষ্ণ পরমহংস দেবও সিদ্ধ পুরুষ বলিয়া খ্যাত হইয়াছিলেন। তিনি দীর্ঘকাল উদরক্ষত (ক্যানসার) রোগে ভুগিয়া জীবন ত্যাগ করেন।

হোসেন মনসুর সাধনবলে আত্মজ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন। আত্মজ্ঞান লাভের পর তিনি সর্ব্বদা সর্ব্ব সমক্ষে বলিতেন 'সেই আল্লাই আমি।" (অহং ব্রহ্মাস্মি) সে দেশের আমীর (রাজা) এই মহাবাক্য বলিতে তাঁহাকে নিষেধ করেন। রাজাজ্ঞা না মানাতে তাঁহার শূলে মৃত্যু দণ্ড হয়। যখন তাঁহাকে শূলে আরোহণ করা হইল তখনও তিনি বলিতে লাগিলেন ' আমিই সেই আল্লা" শূলের উপর যখন তাহার দুই হস্ত ছেদন করা হইল তখন ও তিনি সেই বাক্য বলিতে লাগিলেন। দুই পদ চ্ছেদন পর্য্যন্ত তিনি ঐ মহাবাক্য বলিতে ক্ষান্ত হয়েন নাই। অবশেষে তাঁহার শিরচ্ছেদন করা হয়। ইত্যবসরে বহু নরনারী

লোষ্ট্রাঘাত করিয়া এবং কাফের বলিয়া তাঁহাকে ক্ষত বিক্ষত করিয়াছিল। কিন্তু তিনি সহাস্যবদনে সকল যন্ত্রণা এবং সকল অত্যাচার সহ্য করিয়াছিলেন।

সিদ্ধ পুরুষ ভগবানদাস বাবাজীর দেহ ত্যাগের পূর্ব্বে দীর্ঘকাল স্থায়ী উদরাময় রোগ হইয়াছিল। সর্ব্বদা তিনি মলমূত্রে লিপ্ত থাকিতেন। দুর্গন্ধে কেহই তাঁহার নিকট যাইতে প্রায়ই সক্ষম হইত না। একজন ভক্ত তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, 'বাবা আপনার এ দুর্গতি কেন হইল? উত্তরে তিনি বলিয়াছিলেন "প্রারব্ধ"।

ফলতঃ—মুক্ত পুরুষদিগের মৃত্যু এবং সুখ দুঃখ সমান। তাঁহারা সর্ব্বদা জ্ঞান চক্ষে দেখেন, আত্মা অমর, এবং সুখ দুঃখের অতীত। যদি বলেন তবে তাহারা কেহ কেহ যন্ত্রণা প্রকাশ করেন কেন, এবং তাঁহারা তাঁহাদের কিম্বা সর্ব্বশক্তিমান পরমেশ্বর, ভক্ত মহাপুরুষদের রোগের যন্ত্রণা দূর করিয়া মহিমা দেখান না কেন? পরমেশ্বর এবং মহাপুরুষেরা সঙ্গত অসঙ্গত বিবেচনা করিয়া সকল কার্য্য করেন, কিন্তু আমরা অজ্ঞান ক্ষুদ্র বুদ্ধি; পরমেশ্বরের ও মহাপুরুষদিগের সঙ্গত কি, অসঙ্গত কি জানিতে পারিনা।

পরমাত্মার ইচ্ছা জগৎ বাসিগণ সকলেই সুখে স্বচ্ছন্দে আনন্দে কাল যাপন করে। পরমাত্মার প্রিয় ভক্ত মহাত্মাদিগেরও ঐরূপ ইচ্ছা। কেবল অজ্ঞান স্বার্থপর মন্দবুদ্ধি লোকেরাই অপর সকলকে দুঃখ দিয়া নিজেদের সুখ ইচ্ছা করে।

যাহাতে রোগ-শোক অভাবের তাড়না এবং অকাল মৃত্যু ইত্যাদি আপদবর্জ্জিত হইয়া জগৎবাসিগণ সুখে স্বচ্ছন্দে আনন্দে কাল যাপন করিতে পারে তাহার জন্য পরমাত্মা ব্রহ্ম ব্রাহ্মণদিগকে উচ্চতম পদে বরণ করিয়াছিলেন। তাঁহাদের কর্ত্তব্য নির্দ্ধারিত হইয়াছিল; ব্রহ্মচর্য্য,

অগ্নিহোত্র, বেদ-অধ্যয়ণ, এবং তপস্যা। ঐ সকল দ্বারা জ্ঞানলাভ করিয়া জগৎহিত ব্রতে ব্রতী হইলে, তাঁহারা ভূদেবত্ব প্রাপ্ত এবং মরণান্তে উত্তম উত্তম গতি লাভ করিবে, এইরূপ বিধি পরমাত্মা কর্তৃক নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল বলিয়াই বিবেচিত হয়। কালক্রমে ব্রাহ্মণগণ আপনাদের কর্ত্তব্য ভুলিয়া নানা তীর্থব্রত, প্রতিমাপূজা এবং নানা বিভিন্ন মতের শাস্ত্র প্রণয়ন করিয়া তাঁহাদের অর্থাগমের পথ বিলক্ষণ রূপে প্রসারিত করিয়া লইয়াছেন। আপাতদৃষ্টে এই সকল প্রপঞ্চ হইতে অনেক আনন্দ এবং সুখানুভব হয় বটে; কিন্তু এই সকলের পরিণাম ফল বিচার করিলে এখন মহা অনিষ্টকরই বিবেচিত হইবে। ভারতে তীর্থব্রত প্রতিমা পূজা এবং নানা বিভিন্ন মতের শাস্ত্র বাহুল্য হওয়াতে কিরূপ অনিষ্ট হইয়াছে তাহা বর্ণনা করা অসাধ্য।

ব্রাহ্মণগণ ধর্ম্মের প্রপঞ্চ বিস্তারের সহিত যদি অগ্নিহোত্র এবং যজ্ঞাহুতির ধারা প্রবল, অক্ষুণ্ণ এবং অচ্ছিন্ন রাখিতেন, তাহা হইলে, ভারতের ভাগ্যে এরূপ দুর্গতি ঘটিত না। যদিও হিন্দুদিগের বিবিধ প্রকার প্রতিমা পূজা, পার্ব্বণ দশবিধ সংস্কার এবং নানাপ্রকার শুভ কর্ম্মে কিঞ্চিৎ পরিমাণে হোমের বিধি আছে বটে; এবং কিঞ্চিৎ পরিমাণে সে বিধি পালিতও হইতেছে; কিন্তু তদ্দারা জগতের বিশেষ কিছু হিতসাধিত হয় না, অর্থাৎ মহাপ্রভাব সম্পন্ন গ্রহতারা নক্ষত্রগণ যথেষ্ট রূপে প্রসন্ন হন না।

অগ্নি হোত্র ব্রতের অর্থ—ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্যগণের নিত্য দুইবেলা ঘৃতাদি অগ্নিতে আহুতি দেওয়া। সকল বা অগন্য ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্যের, নিত্য দুই বেলা আহুতির সমষ্টি এবং সময় অনুসারে বৃহৎ বৃহৎ যাগ যজ্ঞের দ্বারাই, আমাদের ভাগ্যবিধাতা সুখ দুঃখ বা দণ্ড পুরস্কারদাতা অগ্নিব্রহ্ম, সূর্য্যনারায়ণ, সমস্ত গ্রহতারা

নক্ষত্র এবং ধূমকেতু প্রভৃতি জ্যোতিস্কগণের সহিত যথেষ্টরূপে প্রসন্ন হইয়া যথেষ্টরূপে আমাদের সুখ শান্তির বিধান করিয়া তাহা সফল করেন।

ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্যগণ বহুকাল হইতে যথারীতি বেদ অধ্যয়ন এবং অগ্নিহোত্র ব্রত বর্জ্জন করিয়াছেন। এখন তাঁহারা ইংরাজী বিদ্যা-শিক্ষায় অনুরাগী চাকুরি এবং ব্যবসা বাণিজ্য প্রিয় হইয়াছেন। চাকুরি এবং ব্যবসা বাণিজ্য দ্বারা ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্যগণের বিলক্ষণ অর্থ সিদ্ধি হইতেছে, এবং তদ্বারা তাঁহারা বহু উত্তম উত্তম ভোগ্য বস্তু প্রাপ্ত হইতেছেন। সুতরাং তাঁহারা ইংরাজি শিক্ষা এবং ব্যবসা বাণিজ্যকেই পরমার্থ সাধন এবং পরম পুরুষার্থজ্ঞান করিতেছেন বা করিতে বাধ্য হইতেছেন। অতএব ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্যগণের দ্বারা পূর্ব্ববৎ বেদ অধ্যয়ন এবং অগ্নিহোত্র ব্রত সাধন ও যাগ যজ্ঞের অনুষ্ঠান যথা প্রয়োজন মত হইবার আর কোন সম্ভাবনা দেখা যায় না।

এদিকে কিন্তু ভারতবাসিগণ প্লেগ, বেরিবেরি, ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জা, বসন্ত এবং বিসূচিকা ইত্যাদি মহামারী রোগে সংক্রামক এবং অন্যান্য বিবিধ রোগে, অকাল মৃত্যুতে, এবং ভোজ্য ও পরিধেয় বস্ত্রাদির মহার্ঘতায় অত্যন্ত মন-পীড়া এবং হৃদয় ব্যথা প্রাপ্ত হইয়া নিদারুণ কাতর, ব্যাকুল, এবং শোকসন্তাপিত হইতেছে। স্ত্রী পুত্র স্বামী প্রভৃতি প্রিয়জনের অকাল মৃত্যুতে কত নরনারী উন্মাদ হইয়া যাইতেছে, কত নারী পতিশোকে আত্মহত্যা করিতেছে এবং কত নরনারী বিষাদে পরিতাপে এবং হৃদয় ব্যথায় জীবন যাপন করিতেছে তাহার অন্ত নাই।

বহু নরনারীর এখন মন্দবুদ্ধি, অশুভবুদ্ধি, এবং কুটবুদ্ধি প্রবল হইয়াছে। যাহার ফলে প্রতারণা প্রবঞ্চনা উৎকোচ গ্রহণ এবং খাদ্য

দ্রব্যাদিতে কৃত্রিমতা সম্পাদন ইত্যাদি কুকর্ম্ম বা পাপ কর্ম্ম অত্যন্ত প্রবল হইয়াছে। পরের দুঃখ হউক, রোগ হউক, অকালে জীবন যাউক, তাহাতে আমার কি, আমার অর্থসিদ্ধি হইলেই হইল। এরূপ বুদ্ধি বহু নরনারীরই হইয়াছে। আরও কত প্রকারে যে মনুষ্যগণের শারীরিক যন্ত্রণা ও শোকতাপ খেদ, আক্ষেপ বিষাদ, পরিতাপ, রোদন, ক্রন্দন, পরিবেদনা ভোগ হইতেছে তাহা সম্পূর্ণরূপে বর্ণনা করা অসাধ্য।

পৃথিবীর পরম সৌভাগ্য যে পরমহংস শিবনারায়ণ স্বামী অগ্নিহোত্রে এবং গায়ত্রী মন্ত্রে সিদ্ধ বা অজ্ঞানমুক্ত হইয়াছিলেন। যেদিন তিনি আত্মজ্ঞান লাভ করেন, সেইদিন জগৎবাসী সকলের দুঃখ ক্লেশ তাঁহার জ্ঞান নেত্রে নিপতিত হইয়াছিল। সেই দিন তিনি দেখিয়াছিলেন, পৃথিবীতে কাহারও প্রকৃত শান্তি নাই। এজন্য তিনি ধর্ম্ম প্রচারার্থে পিতৃগৃহ ত্যাগ করিয়া পুনঃ পুনঃ ভারত ভ্রমণ করেন। তৎপরে বিশেষরূপে মৌখিক উপদেশ এবং গ্রন্থ প্রচারে প্রবৃত্ত হন। তাঁহার উপদেশ অনেকেই শুনিয়াছেন এবং গ্রন্থগুলি অনেকেই পড়িয়াছেন। কিন্তু অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় এই যে, তাঁহার উপদেশ মত কার্য্য অতি নগণ্যরূপে সাধিত হইতেছে।

পরমাত্মার আদেশ অনুসারে স্ত্রী-শূদ্র খৃষ্টীয়ান, মুসলমান প্রভৃতি সকলকেই তিনি অগ্নি ব্রহ্মে আহুতি দিতে এবং প্রণব সপ্রণব গায়ত্রী জপ করিতে অধিকার দিয়া গিয়াছেন। কিন্তু তাঁহারা সকলেই একেবারে ঐ আদেশ বা উপদেশ মত কার্য্য করিতে পারিবেন না। কারণ পূর্ব্ব সংস্কার বশতঃ নূতন সর্ব্বমঙ্গলকর সংস্কার অনুসারে কার্য্য করিতে তাঁহাদের ভয় উপস্থিত হইবে এবং হইতেছে।

যাঁহারা উচ্চ শিক্ষিত এবং যাঁহারা উচ্চ শিক্ষিত না হইয়াও সর্ব্ব-

সাধারণ নর-নারীর উপর প্রভাবশালী তাঁহারা যখন পরমহংস শিব-নারায়ণ স্বামীর উপদেশাবলীর মঙ্গলকারিতা বুঝিয়া তাহা পালনে ব্রতী হইবেন সেই সময় হইতেই জগতে শান্তি স্থাপনের কার্য্য বিলক্ষণ রূপে আরম্ভ হইবে। কারণ তাঁহারা যেমন শুভ কর্ম্মে আপনারা ব্রতী হইবেন তৎসঙ্গে অপর সাধারণকেও ব্রতী করিতে আলস্য ঔদাস্য করিবেন না। যদি তাঁহারা সরল অন্তকরণে বা অকপট হৃদয়ে সাধুতার সহিত সর্ব্বদর্শী অগ্নি-ব্রহ্ম সূর্য্যণারায়ণের প্রিয়কার্য্যে ব্রতী হন তাহা হইলে, তাঁহাদের দ্বারাই অর্থ সংগ্রহ শিক্ষা দীক্ষা, ইত্যাদি সকল সৎ-কার্য্যই বিলক্ষণ-রূপে আরম্ভ হইতে পারিবে। এইরূপে ক্রমে ক্রমে পৃথিবীতে এবং ভারতে সর্ব্বমঙ্গল বিরাজ করিবে; হিন্দু-মুসলমান এবং খৃষ্টীয়ানের পরস্পর সদ্ভাব হইবে; এবং ইংরাজ রাজ নির্ব্বিঘ্নে ভারত সাম্রাজ্য শাসন করিবেন। রাজা-প্রজা সকলেরই শুভ বুদ্ধি হইবে। ভারতে সর্ব্বদা শান্তিদেবী বিরাজ করিবেন।* কিন্তু ব্রাহ্মণ-গণ সহজে স্বীকার করিবেন না যে, স্ত্রী-শূদ্র মুসলমান ও খৃষ্টীয়াণের বেদে প্রণবে এবং অগ্নিতে আহুতি দিবার অধিকার হইতে পারে। তাঁহারা বলিলেন এবং বলিতেছেন যে, তাহা হইলে, বেদ, প্রণব এবং অগ্নি সকলই অপবিত্র হইয়া যাইবে, ও অচিরকাল মধ্যে পৃথিবীর ধ্বংস-প্রাপ্তি অবশ্যম্ভাবী হইবে।

বেদাদি শাস্ত্রে ত বহুকাল পূর্ব্বে উচ্ছিষ্ট এবং অপবিত্র হইয়া গিয়াছে; যথা:—

> "উচ্ছিষ্টং সর্ব্ব শাস্ত্রাণি সর্ব্ব বিদ্যা মুখে মুখে।
> নোচ্ছিষ্টং ব্রহ্মণো-জ্ঞানং মব্যক্ত চেতনাময়ঃ" ॥
>
> (জ্ঞানসঙ্কলিনী তন্ত্র)

অর্থ—মহাদেব বলিলেন, দেবি ! সর্ব্ব শাস্ত্রই উচ্ছিষ্ট হইয়া গিয়াছে; সকল বিদ্যা মনুষ্যগণের মুখে মুখে রহিয়াছে এবং মুখে মুখে পরিচালিতও হইতেছে। কেবল অব্যক্ত চৈতন্যময় যে ব্রহ্মজ্ঞান তাহাই উচ্ছিষ্ট হয় নাই, হইবারও নহে। জ্ঞান সঙ্কলিনী তন্ত্রের শ্লোকার্দ্ধ যথাঃ—

"বেদশাস্ত্রপুরাণাদি সামান্য গণিকাইব।"

অর্থ—বেদ ও পুরাণাদি সামান্য গণিকার ন্যায় সকলের নিকট প্রকাশ করা যায়।

আরও দেখুন, ইউরোপ ও আমেরিকার সহিত ভারতের বিশেষ সম্বন্ধ হওয়ায় ভারত হইতে বেদাদি বহু শাস্ত্র গ্রন্থ ইউরোপ ও আমেরিকায় নীত হইয়াছে। তথাকার বিদ্যানুরাগী এবং বিদ্যোৎসাহী পণ্ডিত প্রভৃতি লোকেরা বেদাদি শাস্ত্রের কতই পঠন পাঠন ও আলোচনা গবেষণা করিতেছেন তাহার ইয়ত্তা নাই। বেদাদি শাস্ত্র অধ্যয়নের জন্য ইংলণ্ড, ফ্রান্স, জার্ম্মাণী ও আমেরিকা প্রভৃতি দেশ প্রদেশে অনেক বিদ্যালয় (Oriental school) স্থাপিত হইয়াছে। ফ্রান্সের সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত লাংলোয়া সাহেব তাঁহার ছাত্র প্রভৃতিকে শিক্ষা দেন যে ঋগ্বেদ অধ্যয়ন না করিলে কাহারও বিদ্যা শিক্ষা সম্পূর্ণ হয় না।

এদিকে দেখুন, ভূতপূর্ব্ব সিবিলিয়ান ৺রমেশচন্দ্র দত্ত, পণ্ডিত ৺মহেশচন্দ্র পাল (ইনি তিলি কুলোদ্ভব ছিলেন, ইহার জন্মভূমি কলিকাতার জোড়াসাঁকো) ৺বিবেকানন্দ স্বামী এবং শ্রীযুক্ত সীতানাথ দত্ত তত্ত্বভূষণ প্রভৃতি কত শূদ্র বংশোদ্ভব বিদ্বান পণ্ডিতগণ বেদ ও উপনিষদ বাঙ্গলায় অনুবাদ করিয়া মুদ্রিত করণান্তর কত সহস্র সহস্র খণ্ড বিক্রয় ও দান বিতরণ করিয়া গিয়াছেন এবং করিতেছেন তাহার ইয়ত্তা নাই। মাসিক পত্র পত্রিকাগুলিতেও বেদাদি শাস্ত্রের বহু আলোচনা হইয়াছে এবং হইতেছে। ঐ সকল কত শূদ্র, মুসলমান, এবং খৃষ্টীয়ান নর নারী

পঠন পাঠন করিতেছেন তাহারও ইয়ত্তা নাই। বর্ত্তমান সময়ে ভারত বর্ষের স্কুল কলেজ সমূহের উচ্চশ্রেণীর ছাত্রগণকে জাতি নির্ব্বিশেষে যেরূপে বৈদিক জ্ঞান শিক্ষা দেওয়া হইতেছে, তাহাতে বেদের অপৌরুষত্ব এবং ব্রাহ্মণগণের একাধিকারিত্ব থাকিতেছে না বা খণ্ডিত হইয়া যাইতেছে। পরম জ্ঞানী শিবনারায়ণ স্বামী লিখিয়া গিয়াছেন,— "যাঁহার জ্ঞান লাভের ইচ্ছা আছে, তাহারই বেদপাঠে অধিকার আছে, ইহাতে জাতি-কুলের কোন বিচার নাই।" এ বিষয়ের তিনি অনেক উদাহরণ দিয়াছেন। বেদের মূল এবং সার যে ওঁকার প্রণব তাহাও এখন কত শূদ্রাদি উচ্চারণ এবং জপ করিয়া পরমার্থ সাধন করিতেছেন।

ব্রাহ্মণগণ কি ঐ সকলের এখন গতি রোধ করিতে পারেন ?

অতপর অগ্নিব্রহ্মে আহুতি দিবার অধিকার বিচার।—দুগন্ধযুক্তকয়লা, কেরোসিনতৈল এবং মনুষ্য, পশু ও কীট পতঙ্গাদির মল মূত্র, নিষ্ঠিবন, (থুথু বা গরল) মিশ্রিত কাষ্ঠ আহরণ করিয়া নরনারীগণ অগ্নি জ্বালিতেছে এবং সেই অগ্নিতে রন্ধনাদি করিতেছে। এইরূপে প্রতি দিন-রাত্র অগ্নিমুখে কত অমেধ্য (অপবিত্র) পদার্থ পড়িতেছে তাহার পরিমাণ করা যায় না। কিন্তু ইহাতে কি কাহারও অপরাধ অর্থাৎ অগ্নিব্রহ্ম বা অগ্নি রুষ্ট হইতেছেন এরূপ বোধ হইতেছে? অজ্ঞানতা বশতঃ অপরাধ এবং অপকার বোধ না হইলেও চক্ষু মনের অগোচরে অপরাধ এবং অপকার যে হইতেছে তাহাতে আর সন্দেহ নাই। অগ্নিব্রহ্মে ঘৃতাহুতি ইত্যাদি অর্পণ করিলে সেই অপরাধ এবং অপকার খণ্ডন হয়। পরম হংস স্বামী এমন পর্য্যন্ত বলিয়া গিয়াছেন যে,— "অক্ষম ব্যক্তি (অগ্নিব্রহ্মে ঘৃতাহুতি দিতে অসমর্থ ব্যক্তি) নিজের দৈনিক আহারের আহারীয় দ্রব্য কিঞ্চিৎ উনুনে আহুতি দিলে তিনি

তাহাই অনুগ্রহ পূর্ব্বক গ্রহণ করিবেন এবং প্রতি দিনের পাপ নষ্ট করিবেন।”

আরও দেখুন, হিন্দু, মুসলমান এবং খৃষ্টীয়ান প্রভৃতি সকল প্রাণী-দেহে অগ্নিব্রহ্ম জঠরাগ্নিরূপে অবস্থিতি করিয়া সকলেরই উদরস্থ গোমাংস শূকর মাংস এবং হবিষ্যান্ন পরিপাক করিতেছেন। এমন নহে যে, তিনি কেবল হবিষ্যান্ন প্রভৃতি পরিপাক করেন, আর অমেধ্য গো-শূকরাদির মাংস পরিপাক করেন না। (অগ্নি ব্রহ্মের বিকার নাই বলিয়া যেন কোন ভদ্রলোক গো-শূকরাদির মাংস এবং রশুনাদি ভোজন না করেন)।

“গীতাতে ত ইহার স্পষ্ট প্রমাণ লিখিত রহিয়াছে। যথা :—

অহং বৈশ্বানরো ভূত্বা প্রাণিনাং দেহমাশ্রিতঃ।
প্রাণাপান সমাযুক্তঃ পচাম্যন্ন চতুর্ব্বিধম্ ॥১৪॥”

(গীতা ১৫ শ অঃ।)

অর্থ—‘আমি জঠরাগ্নিরূপে সকল প্রাণীর দেহ আশ্রয় করত প্রাণ এবং অপান বায়ুর সহিত যুক্ত হইয়া চর্ব্ব্য-চোষ্য-লেহ্য-পেয় এই চারিপ্রকার ভোজ্য পরিপাক করিয়া থাকি।”

চর্ব্বণ করিয়া যাহা আহার করা যায় তাহাই চর্ব্ব্য; যাহা চুষিয়া আহার করা যায় তাহাই চোষ্য; যাহা চাটিয়া খাওয়া যায় তাহাই লেহ্য; আর যাহা পান করিয়া আহার করা যায় (চিনি প্রভৃতির পানা দুগ্ধ ইত্যাদি তরল পদার্থ) তাহাই পেয়।

অতএব ইহা নিঃসংশয়ে সকলে ধারণা করিবেন যে, যে কোন জাতীয় স্ত্রী কিম্বা পুরুষ ভক্তি পূর্ব্বক অগ্নিতে (মন্ত্র দ্বারা হউক বা বিনামন্ত্রে হউক) আহুতি অর্পণ করিলে কোনই প্রত্যবায় হয় না। ইহাতে

অগ্নিব্রহ্ম রুষ্ট হন না প্রসন্নই হইয়া থাকেন। যদি বলেন, মন্ত্র দুষ্ট বা দোষযুক্ত হইলে অর্থাৎ মন্ত্র, যাহার তাহার দ্বারা অশুদ্ধরূপে উচ্চারিত হইলে, মহা অনিষ্ট হইবেই। ইহাতে মহা মহা পণ্ডিতগণের কিঞ্চিৎ অপরাধ হইতে পারে ; কিন্তু অল্প শিক্ষিত এবং মুর্খ লোক দিগের কোনই অপরাধহইবে না যদি ভক্তি এবং ভাবশুদ্ধি থাকে।

মহাদেব মহানির্ব্বাণে বলিয়াছেন :—"ভাবশুর্দ্ধিবিধিয়তে—"

অর্থ—"ধর্ম্মসাধন সম্বন্ধে ভাব শুদ্ধিরই প্রয়োজন।"

ইহাত চির প্রসিদ্ধ এবং সর্ব্বজন বিদিত সত্য যে, ভক্তি এবং ভক্তেরই ভগবান। শাস্ত্র বলেন, চণ্ডাল ভক্তিমান হইলে, ভক্তিহীন সর্ব্ব সাস্ত্র-বিৎ সর্ব্ব গুণান্বিত ব্রাহ্মণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হন। শ্রীরামচন্দ্র এবং গুহক চণ্ডাল সম্বন্ধে কবি দাশরথি রায়ের একটী গীতের দুই এক চরণ এস্থলে উদ্ধৃত হইল :—

"ভক্তিতে আমি চণ্ডালের হই,
ভক্তি বিনা আমি ব্রাহ্মণের নই,
ভক্তিশূন্য নরে সুধা দিলে পরে সুধাই নারে,
ভক্ত জনে এনে বিষ দিলে খাই।
প্রেমে ওরে হাঁরে ও বলে আমারে
আমি ওরে বড় ভাল বাসি ভাই।"

যাঁহারা মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া অগ্নি ব্রহ্মে আহুতি দিবেন, তাঁহারা মন্ত্রের উচ্চারণ এবং বর্ণশুদ্ধি সম্বন্ধে মনোযোগী থাকিবেন। মন্ত্র শুদ্ধরূপে উচ্চারিত হইলে যজমান এবং সাধকের মন অধিকতর প্রসন্ন হইয়া থাকে।

যাঁহারা মন্ত্র উচ্চারণ করা কঠিন বোধ করিবেন, কিম্বা অপারগ হইবেন, তাহারা বিনা মন্ত্রে অগ্নিব্রহ্মে আহুতি দিবেন।

আরো দেখুন, অল্প শিক্ষিত ব্যাকরণ জ্ঞান বিহীন পুরোহিতগণ বটতলার বহু বর্ণ অশুদ্ধযুক্ত ছাপার পুস্তক পাঠ করিয়া যজমান এবং যজমান পত্নী ও বালক বালিকা দিগকে শ্রাদ্ধাদি কার্য্যে মন্ত্র বলাইতেছেন, আর তাহারাও মূর্খতাহেতু সেই সকল মন্ত্র কতই অশুদ্ধ এবং অসম্পূর্ণ-রূপে উচ্চারণ করিতেছে তাহার ইয়ত্তা নাই। আমি কয়েক বৎসর পূর্ব্বে আমার স্ত্রীকে, গয়াক্ষেত্রে পিণ্ডদান করাইতে লইয়া গিয়াছিলাম। গয়ালী পুরোহিত তাহাকে মন্ত্র বলাইতে লাগিলেন, কিন্তু সে যে, কত অশুদ্ধ বলিতে লাগিল এবং কত কথা তাহার মুখের মধ্যে রহিয়া গেল তাহার ইয়ত্তা কে করে? এইরূপে নানাবিধ ধর্ম্ম কার্য্যে কতই মন্ত্রদোষ ঘটিতেছে তাহার সীমা নাই। ইহাতে কি পুরোহিত প্রভৃতি ব্রাহ্মণ-গণের এবং যজমানগণের কোনও অপরাধ বোধ হইতেছে? না ইহার প্রতিকারের বিশেষ কোন চেষ্টা হইয়াছে, কি হইতে পারে?

পরমহংসস্বামী বলিয়া গিয়াছেন যে, "অগ্নি ব্রহ্মের এ অভিমান নাই যে, এ স্ত্রী, এ শূদ্র, এ ম্লেচ্ছ, এ যবন ইহারা আমাতে আহুতি দিলে আমার মান যাইবে এবং আমি অপবিত্র হইয়া যাইব।" তিনি ভাবগ্রাহী। ভক্তিভাবে (মন্ত্রদ্বারা বা বিনা মন্ত্রে) আহুতি দিলে তিনি তাহা গ্রহণ করিয়া যথা যোগ্য কল্যাণ বিধান করিবেন, অর্থাৎ তিনি মূর্খ ভক্তগণের অনেক অপরাধই ক্ষমা করিয়া থাকেন।

অতএব স্ত্রী শূদ্র প্রভৃতি কাহাকেও অগ্নিতে আহুতি অর্পণ করিতে দেখিলে কোন ব্রাহ্মণ তাহাতে কোনও বাধা বিঘ্ন দিবেনা বা অনুষ্ঠাতার প্রতি বিদ্রূপবাণ ক্ষেপণ করিবেন না। কারণ ইহার মধ্যে সকলেরই অল্পাধিক কল্যাণ নিহিত রহিয়াছে। ব্রাহ্মণগণও অগ্নি হোত্রাদি শুভ-কার্য্য করিয়া তাঁহাদের উন্নতি এবং জগতের মঙ্গল করিতেও থাকুন। ইহাতেই জগতের মঙ্গল এবং শান্তি।

সুদীর্ঘকাল যথেষ্টরূপে এই ধর্ম্ম ক্ষেত্র ভারত বর্ষে যাগ যজ্ঞাদি না হওয়াতে আমাদের ভাগ্যবিধাতা গ্রহতারা নক্ষত্ররাজিসমন্বিত অগ্নিব্রহ্ম সূর্য্যনারায়ণ অতিশয় ক্ষুধিত তৃষিত সুতরাং কুপিত হইয়া পড়িয়াছেন। এই জন্যই পৃথিবীতে অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি, অকাল বৃষ্টি, জলপ্লাবন, ভূমিকম্প রোগ বাহুল্য অকাল মৃত্যু ইত্যাদি দৈব নিগ্রহ ঘটিতেছে। ব্রাহ্মণপণ্ডিত গণ অগ্নিহোত্র এবং তপস্যা হীনতা হেতু ইহা বুঝিতে পারিতেছেন না।

পরমহংস শিবনারায়ণ স্বামী অগ্নি হোত্র এবং তপস্যা দ্বারা অজ্ঞান মুক্ত বা ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন। সুতরাং অগ্নিহোত্র অর্থাৎ অগ্নিতে আহুতির ফলাফল, এবং পরমাত্মা ব্রহ্মের মনের কথা তিনি যেমন অবগত ছিলেন, তেমন আর এখন কেহই নাই। অতএব তাঁহার মতে কার্য্য করাই যুক্তিযুক্ত। তথাপি অগ্নিহোত্রাদি শুভকর্ম্ম সম্বন্ধে আরও কিছু উক্ত হইল।

শুক্লযজুর্ব্বেদীয়া বাজসনেয় সংহিতোপনিষৎ বা ঈশোপনিষদের দ্বিতীয় শ্লোকে লিখা আছে :—

"কুর্ব্বন্নেবেহ কর্ম্মানি জিজীবিষেচ্ছতং সমাঃ
এবং ত্বয়ি নান্যতেতোঽস্তি ন কর্ম্ম লিপ্যতে নরে ॥২॥"

শ্রীযুক্ত সীতানাথ দত্ত তত্ত্বভূষণ মহাশয় ঐ শ্লোকের এইরূপ অর্থ করিয়াছেন। "ব্রহ্মযোগে অসমর্থ ব্যক্তি অগ্নিহোত্রাদি (শুভ) কর্ম্ম করিয়াই ইহলোকে শতবর্ষ জীবিত থাকিতে ইচ্ছা করিবেক। হে মানব! তোমার পক্ষে ইহা ব্যতীত এরূপ অন্য পথ নাই, যদ্বারা অশুভ কর্ম্মে লিপ্ত হইবে না।"

উক্ত শ্লোক হইতে এই শিক্ষা লাভ হয় যে, অগ্নিহোত্র দ্বারা মনুষ্য রোগ বিহীন এবং দীর্ঘজীবি হয়; আর শুভ বুদ্ধির উদয় হইয়া থাকে।

শুভ বুদ্ধির বিকাশ হেতু কোন পাপকর্ম্মে লিপ্ত হইতেও পারে না। সুতরাং সকলদিকে মঙ্গল লাভ হইয়া থাকে।

স্বাস্থ্য সম্বন্ধীয় বিধি ব্যবস্থার সর্ব্বত্র উন্নতি (Sanitary improvement) হইলে, এবং প্রত্যেক নরনারী বালক বালিকা প্রভৃতি স্বাস্থ্য রক্ষার নিয়ম পালন করিলেই যে, সম্যকরূপে রোগ শোক অকাল মৃত্যু ইত্যাদি আপদ সকল দূরীভূত হইবে তাহা সম্ভবপর নহে। সঞ্চিত পাপ-রাশি বিনষ্ট না হইলে, আশানুরূপ সুফল লাভের সম্ভাবনা নাই। আর রোগযন্ত্রণা ভোগ করিয়া ঔষধ সেবন দ্বারা রোগ নিবারণ ভাল, না রোগ একবারেই না হওয়া উত্তম ইহা সকলে সর্ব্বদা বিচার করিয়া দেখিবেন। ফলতঃ পবিত্র হোমাগ্নির দ্বারা এবং জীব পালন ও লোক হিতার্থে দানাদি শুভ কর্ম্ম দ্বারা সঞ্চিত পাপ বিনষ্ট না করিতে পারিলে, এবং ভবিষ্যতে পাপকে নিকটে আসিতে না দিতে পারিলে মনুষ্যগণের সমুচিত সুখ শান্তি হইবার নহে।

ঈশোপনিষদের দ্বিতীয় শ্লোকের অর্থ—সুখ এবং শান্তি আকাঙ্ক্ষী ব্যক্তিগণের সর্ব্বদা স্মরণ রাখা উচিত। জগদগুরু পরমহংস শিবনারায়ণ স্বামীকৃত "সার নিত্য ক্রিয়া" এবং "অমৃত সাগর" গ্রন্থদ্বয় বাঙ্গালা ভাষাজ্ঞ সকল নরনারীর সদা সর্ব্বদা পাঠ করা অবশ্য কর্ত্তব্য।

পরিশিষ্ট

—০০ঃ০ঃ০০—

আহুতির পাত্রাদি সম্বন্ধে আরও দুচার কথা—

কাচ, কিম্বা কাচের মিনা করা কোন পাত্রে আহুতি দিতে এবং আহুতির দ্রব্য সকল রাখিতে যাঁহাদের মনঃপুত হইবে না তাঁহারা ঐ প্রকার পাত্র বর্জ্জন করিবেন। স্নান করিয়াই হউক, অথবা অস্নাত অবস্থাতেই হউক উত্তরীয় সহিত পট্টবস্ত্র (তসর, গরদ, কেটে, মটকা ইত্যাদি) অথবা ধৌত সূত্রবস্ত্র পরিধান করিয়া শূন্য উদরে প্রাতে ও সন্ধ্যাকালে আহুতি দেওয়াই অনেকের পক্ষেই উত্তম। ফলতঃ যাহার যেরূপে আহুতি করিতে মনঃপুত হইবে, তিনি সেইরূপ আচরণ করিবেন। যদি কোন বিষয়ে ত্রুটী বোধ হয়, অকপটে অগ্নি ব্রহ্মের নিকট তজ্জন্য ক্ষমা চাহিলে তিনি ক্ষমা করিবেন। অগ্নিব্রহ্ম সকল অপবিত্রতাকে পবিত্র এবং সকল প্রকার পাপ বিনষ্ট করিতে পারেন।

আহুতি দ্রব্য সম্বন্ধে পুনরুল্লেখ:—আঙ্গুর যে অতি উত্তম ফল, এবং সুমধুর কাঁঠালফলের বিষয় পূর্ব্বে উল্লেখ করা হয় নাই। মিষ্টান্ন সম্বন্ধেও অনেক বিষয় পূর্ব্বে লেখা হয় নাই। সকলের মনোযোগ আকর্ষণের জন্য এইসকল বিষয়ের কথা বিস্তৃত করিয়া লেখার প্রয়োজন। যাঁহারা ভক্ত এবং বিশেষ বুদ্ধিমান তাঁহাদিগকে কিছু বিশেষ করিয়া বলিয়া দিতে হয় না।

মধু, পায়সান্ন, চন্দনাক্ষীর, রাবড়ি, পেড়া, বরফি, গুজিয়া প্রভৃতি ক্ষীরজাত দ্রব্য এবং বিশুদ্ধ ঘৃত আদি দ্বারা গৃহে প্রস্তুত সকল প্রকার মিষ্টান্ন অগ্নিব্রহ্মে আহুতি দিতে পারা যাইবে। বাজারের ভাল সন্দেশের

দোকান হইতে সন্দেশ ব্যতীত অন্য কোন মিষ্টান্ন আহুতি দেওয়া উচিত নহে। তিল, যব, গোধুম, এবং আতপতণ্ডুলের সহিত ঘৃত চিনি ও কর্পূর মিশ্রিত করিয়া হিন্দুস্থান প্রভৃতি স্থানে আহুতি দেওয়া হয়। ঐরূপ আহুতি দ্রব্য খুব অল্প ব্যয়ে প্রচুর পরিমাণে প্রস্তুত হয়। কিন্তু ঐরূপ দ্রব্যের আহুতি কালে বড় চট চট শব্দ হইয়া থাকে এবং ফলও অতি অল্প হয়। তবে দরিদ্রগণের পক্ষে সুবিধাজনক। মনুষ্যগণের প্রায় যাবতীয় উপাদেয় ভোজ্য বা খাদ্য অগ্নিব্রহ্মে আহুতি দেওয়া যাইতে পারে; কেবল মৎস্য, মাংস, সুরা, এবং ঐ ত্রিবিধ দ্রব্য মিশ্রিত কোন দ্রব্য কোন মতেই অগ্নিব্রহ্মে আহুতি দেওয়া উচিত নহে। দুগ্ধ, ছানা, মাখন এবং তক্র (ঘোল) আহুতি দেওয়া উচিত নহে। যে দ্রব্য আহুতি দিলে মাংস দগ্ধের মত বা অন্য কোন প্রকার দুর্গন্ধ বাহির হয় এমত কোন দ্রব্যই আহুতির যোগ্য নহে। পিঁয়াজ (পলাণ্ডু) রশুণ মৎস্য, মাংস সুরা প্রভৃতি অমেধ্য বস্তু সকলকে যদি কেহ উপাদেয় মনে করিয়া আহুতি দেন, এই জন্য ওকথা এস্থানে উল্লেখ করা হইল। অতএব ঐ সকল বিষয়ে সাবধান হওয়া উচিত।

অগ্নিব্রহ্মে একগুণ আহুতি অর্পণ করিলে তিনি যে কতগুণে এবং কত প্রকারে প্রত্যর্পণ করেন তাহার সীমা করিতে পারা যায় না।

ইংরাজী ভাষায় একটী প্রবচন আছে,—"If you do one thing for His sake He will repay you by thousand and thousands."

অর্থ—ঈশ্বর উদ্দেশে যদি একটু কিছু কর, তিনি তাহার প্রতিদান কতগুণে করেন তাহার সীমা থাকে না।

ব্রাহ্মণদিগের প্রতি নিবেদন।—

স্ত্রী, শূদ্র, এবং ইংরাজ প্রভৃতি খৃষ্ট ধর্ম্মাবলম্বীগণ লিখিত

হইয়া কিম্বা পৃথক স্ব স্ব গৃহে বসিয়া অগ্নি ব্রহ্মে ঘৃত আদি সুস্বাদু সুগন্ধি দ্রব্য আহুতি দিলে তাহাতে ব্রাহ্মণগণ কোন প্রকার প্রতিবন্ধকাচরণ করিবেন না বা কোন প্রকার বিঘ্ন ঘটাইবেন না। কারণ যাহাতে জগতের মঙ্গল এবং শান্তি তাহাতে ব্রাহ্মণগের কোন প্রকার প্রতি-কুলাচরণ করা উচিত নহে। ইহাত শাস্ত্রজ্ঞ জ্ঞানবানগণ সকলেই জানেন যে, জগতের মঙ্গল কামনা করাই ব্রাহ্মণ বা ঈশ্বরভক্তগণের সনাতন বা পরম ধর্ম্ম।

ইহাতে ব্রাহ্মণগণ অবশ্যই বলিবেন যে, তাহা হইলে, সনাতন বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম লোপ হইবে, সব একাকার হইয়া যাইবে ; অশান্তির সীমা থাকিবে না এবং ভগবান কল্কির অবতার সন্নিকট হইয়া পড়িবে। কিন্তু ভয় নাই তাহা হইবে না। কারণ যে কেহই অনুষ্ঠান করুক শুভ কর্ম্মের ফল কখনও অশুভ হইতে পারে না। যে কর্ম্মের যে ফল নির্দ্দিষ্ট আছে প্রকৃতির অচ্ছেদ্য নিয়মে তাহা ফলিবেই। বিষ ভক্ষণ করিলে ব্রাহ্মণ শূদ্র প্রভৃতি সকলেই মরিবে, অমৃত সেবন করিলে সকলেই বাঁচিয়া যাইবে। দেখুন যাহাকে আপনারা ম্লেচ্ছ দেশ বলিতেছেন, সেই দেশের লোকদিগের দ্বারা প্রস্তুত এলোপ্যাথি, হোমিওপ্যাথি ঔষধ সেবন করিয়া এদেশের ব্রাহ্মণ শূদ্র সকলেই সমান উপকার প্রাপ্ত হইতেছেন, ম্লেচ্ছদেশ জাত বলিয়া ব্রাহ্মণেরা তাহা পরিত্যাগ করিতে পারিতেছেন না। সুবিখ্যাত ভট্টপল্লীর ব্রাহ্মণগণও হোমিওপ্যাথি ঔষধ সেবনের পক্ষপাতী হইয়াছেন।

যদি পরমেশ্বরের অর্থাৎ সূর্য্য নারায়ণের প্রিয় কার্য্যে সকলে রত থাকে, সব একাকারেও কোন ভয় নাই বরং এই কলিযুগেই সত্যযুগের আবির্ভাব সম্ভাবনা। যদি কেহ বলেন কলিযুগে কি কখনও সত্যযুগের আবির্ভাব হইয়াছে ? অনেকবার হইয়াছে। ভূষণ্ডীকাকের মুখের বাণী পাঠ করুন।

ব্রাহ্মণগণ অভিমান বর্জ্জিত হইয়া নিরপেক্ষ ভাবে বিচার করিয়া দেখিবেন যে, তাঁহাদের মধ্যে কত দুঃখ ক্লেশ এবং আপদ বিপদ প্রবেশ করিয়াছে এবং বর্ত্তমান রহিয়াছে। বসন্ত প্রভৃতি ভীষণ রোগ সকল অকাল মৃত্যু মৃত্যুভয়, দারিদ্র্য বা অভাবের তাড়না, কলহ বিবাদ, ব্যভিচার, চৌর্য্য, সুরাপান, মিথ্যাবাদিতা, প্রতারণা প্রবঞ্চনা; পরনিন্দা এবং রোদন ক্রন্দন শোক বিলাপ ইত্যাদি কত আপদ তাঁহাদের মধ্যে রহিয়াছে তাহার অন্ত নাই। অতএব পরমহংস শিবনারায়ণ স্বামীর মতানুযায়ী সকল ব্রাহ্মণে অগ্নিব্রহ্মে আহুতি দিতে প্রবৃত্ত হউন। কারণ তাঁহার মতে হোম বা আহুতি কর্ম্ম অতি সহজ সাধ্য। ধূনাচিতে কিঞ্চিৎ অগ্নি জ্বালিয়া একপলা ঘৃত এবং কিঞ্চিৎ চিনি বা গুড় নিত্য দুইবেলা আহুতি অর্পণ করিলে যখন হোম কর্ম্মের ধারা চলিতে পারে তখন ইহা অপেক্ষা সহজ সাধ্য পাপনাশিনী কর্ম্ম আর কি আছে?

ব্রাহ্মণগণ অভিমান অহঙ্কারের বশীভূত হইয়া যদি পরমহংস শিবনারায়ণ স্বামীর মতানুযায়ী যজ্ঞাহুতি বা অগ্নিহোত্র হোমাদি না করেন তাহা হইলে, পৃথিবীর দুর্গতি দূর হইবে কি প্রকারে; অর্থাৎ—রোগ শোক অকাল মৃত্যু রোদন ক্রন্দন পরিদেনা ইত্যাদি আপদ সকল দূরীভূত হইয়া গৃহে গৃহে আনন্দ ও শান্তি বিরাজিত হইবে কেমন করিয়া? অতএব তাঁহারা এই মহাকল্যাণকর বিষয়ে অবহিত এবং বিচার পরায়ণ হউন, যাহাতে সকলেরই মঙ্গল সাধিত হয়। ব্রাহ্মণগণ এ বিষয়ে অগ্রণী হইলে যেমন শীঘ্র সুফল ফলিবে শূদ্রাদির দ্বারা সেরূপ সুফলের আশা করা যায় না। কলিকাতা হাইকোর্টের এটর্নী শ্রীযুক্ত মোহিনীমোহন চট্টোপাধ্যায় মহাশয় ব্রাহ্মণ কুলোদ্ভব এবং বিদ্বান। তিনি এবং আর কতিপয় ব্রাহ্মণ, শূদ্রগণের সহিত মিলিত হইয়া মহারাজা মণীন্দ্র চন্দ্র নন্দী বাহাদুরের কলিকাতার শিয়ালদহস্থ অপার সারকুলার রোডস্থ ভবনে প্রতি মহালয়া এবং দোল পূর্ণিমাতে এক যোগে যজ্ঞাহুতি করিয়া থাকেন! সেইরূপে ভারতের সর্ব্বত্র নানাস্থানে যজ্ঞাহুতির অনুষ্ঠান হইলে ভারতের মহাকল্যাণ সাধিত হইবে। কিন্তু ভারতের গৃহে গৃহে যথোপযোগী আহুতির অনুষ্ঠান না হইলে, আশানুরূপ ফল লাভ হওয়া সম্ভবপর নহে।

সব শেষ কথা—পরমহংস শিবনারায়ণ স্বামী (কাশী জেলার মধ্যে) ব্রাহ্মণকুলে জন্ম লইয়াছিলেন। তাঁহার পিতার নাম বেদব্যাস; মাতার নাম গঙ্গাদেবী। তিনি অগ্নিহোত্রে এবং গায়ত্রীমন্ত্রে সিদ্ধ হইয়াছিলেন। ত্রিভুবনের গুরু সূর্য্যনারায়ণ হইতে তিনি ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করেন। তিনি বলিয়া গিয়াছেন, "মানুষ মানুষের যথার্থ গুরু হইতে পারেনা। জ্ঞানবান মনুষ্যগণ অজ্ঞান মনুষ্যদিগের উপদেষ্টা এবং আচার্য্য হইতে পারেন। "গু" শব্দের অর্থ অন্ধকার "রু" শব্দের অর্থ, জ্যোতিঃ। যিনি মনুষ্যকে এই অন্ধকার রূপ সংসার হইতে জ্যোতিতে বা জ্যোতি রাজ্যে লইয়া যাইতে পারেন তিনিই যথার্থ গুরু এক সূর্য্য নারায়ণ জ্যোতিঃ স্বরূপ ব্যতীত ত্রিভুবন মধ্যে অন্য কেহ গুরু নাই।" তাঁহার উপদেশ মত কার্য্য করিলে, ব্রাহ্মণ, শূদ্র, প্রভৃতি ভারতবাসী সকলেরই ক্রমে আশানুরূপ কল্যাণ লাভ করিবেন ইহা ধ্রুব সত্য।

লেখকের শেষ নিবেদন!—আমি শূদ্রকুলোদ্ভব, দরিদ্র, মূর্খ—ক্ষুদ্র ক্ষীণকায় ও ৭০ বৎসরের বৃদ্ধ। সুতরাং সাধারণের দৃষ্টিতে আমি অতি অধম, অতি নীচ এবং অশেষ দোষের আকর। কিন্তু তাহা হইলেও আমার অন্তরে এক অতি মহান্ শুভেচ্ছার উদয় হইয়াছে।

অর্থাৎ, জগৎবাসী সকল নরনারী শিশু বালক বালিকা প্রভৃতি রোগ, অকালমৃত্যু, ভয়, পরিতাপ, রোদন, ক্রন্দন, বিলাপ, কলহ, বিবাদ, যুদ্ধ-বিগ্রহ, ব্যাভিচার, দারিদ্র্য ইত্যাদি সর্ব্ব আপদ, সর্ব্ব বিপদবর্জ্জিত হইয়া সাম্য এবং মৈত্র ভাবে সুখে সচ্ছন্দে নির্ভয়ে ও সদানন্দে কালযাপন করুক; সকলের বদন সহাস্য এবং সকলে বিদ্বান, বলিষ্ঠ ও প্রিয়দর্শন হউক ইত্যাদি। এই মহতী বা মহান্ ইচ্ছায় অনুপ্রাণিত হইয়া এবং পরমহংস পরিব্রাজক স্বামীজির অশেষ উপদেশ ও আশ্বাসবাণী অবলম্বন করিয়া আমি অতি অধম হইয়াও এই ক্ষুদ্র জগৎ-হিতকর গ্রন্থ প্রকাশে সাহসী হইয়াছি। অতএব গুণগ্রাহী সুধীমহাশয়গণ আমার সকল দোষ মার্জ্জনা করিবেন।

ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

পরিশিষ্টের পরিশিষ্ট

ভ্রম, প্রমাদ সংশোধন এবং অনুক্ত বিষয়াদির উক্তি

১। বেদের পবিত্রতা ইত্যাদি সম্বন্ধে।—এই পুস্তিকার ৪৮ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছি "বেদাদি শাস্ত্রত বহু পূর্ব্বে উচ্ছিষ্ট এবং অপবিত্র হইয়া গিয়াছে।" এরূপ লেখা সঙ্গত হয় নাই। এরূপ লেখায় আমার অতিশয় অপরাধই হইয়াছে। এই গুরুতর অপরাধ মোচনের জন্য লিখিতেছি যে, বেদাদি শাস্ত্র সম্পূর্ণরূপে উচ্ছিষ্ট এবং অপবিত্র হয় নাই। কারণ বেদাদি শাস্ত্রে যে সকল সার, এবং সারাৎসার পরাৎপর তত্ত্ব নিহিত আছে, ঐ সকল কোন কালেও উচ্ছিষ্ট বা অপবিত্র, অশ্রদ্ধেয় অকার্য্যকর এবং পরিত্যক্ত হইবার নহে। আদিকালের (সত্য যুগের) হংস আখ্যাত ঋষি মহর্ষিগণ ব্রহ্মচর্য্য এবং তপস্যা অবলম্বন করিয়া প্রণব সাধন দ্বারা ত্রিভুবনের গুরু জ্যোতিঃস্বরূপ সূর্য্য নারায়ণ হইতে অভ্রান্ত বেদ লাভ করিতেন। সুতরাং পুরাকালে বেদশাস্ত্র অপৌরুষেয়, পরম পবিত্র, পরম সত্য, এবং মহাফলপ্রসূই ছিল। পরে সুদীর্ঘকাল ক্রমে অগণ্য ঋষি মুনি এবং পণ্ডিতগণের দ্বারা বেদশাস্ত্রে বিস্তর রূপক এবং কল্পনা প্রবেশ করিয়াছে, এবং বেদের বহু শাখা প্রশাখা টীকাটিপ্পনী ও ভাষ্য ইত্যাদিও রচিত হইয়াছে; সুতরাং বেদশাস্ত্র অতি জটিল বিরাট ধর্ম্মশাস্ত্র হইয়া পড়িয়াছে। এই সকল কারণে বেদশাস্ত্রে বিস্তর মতভেদ ঘটিয়াছে এবং বিস্তর সংশয়ও উপস্থিত হইয়াছে।

ষড়ঙ্গ বেদ সমূহের কঠিন সংস্কৃত শব্দসাগর অর্থাৎ সপ্তছন্দঃ এবং বহু প্রকার বেদমন্ত্রের উচ্চারণ কাঠিন্য, জটিলতা, মতভেদ, সংশয় ও

হিংসাবহুল যাগ-যজ্ঞাদির বিষয় চিন্তা বা বিচার করিয়া কলিযুগের ধর্ম্ম সংস্কারক মহাপুরুষেরা আংশিক উচ্ছিষ্ট, আংশিক অপবিত্র; অনেক প্রকার বৈদিক ক্রিয়া কাণ্ড অসাধ্য ও অশ্রেয়কর বোধে কেহ সম্পূর্ণরূপ, কেহ কেহ অনেকাংশে, এবং কেহ কেহ বেদশাস্ত্রকে প্রায় পরিত্যাগ করিয়াছেন। বুদ্ধদেব আদৌ বেদ মানেন নাই। গুরু নানক, রামানন্দ-স্বামী এবং শ্রীচৈতন্য প্রভৃতির ধর্ম্ম সংস্কারক মহাপুরুষেরা বেদের সার এবং সারাৎসার-পরাৎপর তত্ত্ব গ্রহণ করিয়াছেন মাত্র। জগৎগুরু মহাদেব এবং অদ্বৈত বাদ প্রচারক শঙ্কর স্বামী (আচার্য্য) বেদ সমূহের কোন কোন অংশ মাত্র গ্রহণ করিয়া তন্ত্রাদি শাস্ত্র কলিযুগের মনুষ্যগণের উপযোগী করিয়া রচনা করিয়াছিলেন। কিন্তু কলিযুগের সকল শাস্ত্রই বেদমূলক। অর্থাৎ বেদ হইতেই ঐ সকল শাস্ত্রের মূল বা সারসংগ্রহ করিতে হইয়াছে। সুতরাং সর্ব্বশাস্ত্রের জননী, আদিম, বিরাট ধর্ম্ম জ্ঞানের আকর, অতি শ্রদ্ধেয় বেদশাস্ত্রকে সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগ করা হইতেই পারেনা। বেদশাস্ত্রের গুরুত্ব চিরকালই মানিতে হইবে এবং বেদশাস্ত্রকে সযত্নে রক্ষা করাও কর্ত্তব্য।

যাঁহাদের সংস্কৃত বিদ্যায় বিশেষ ব্যুৎপত্তি এবং প্রচুর সময় আছে ও অন্নচিন্তা নাই, তাঁহারা বেদপাঠ-বেদচর্চ্চা করিয়া শ্রেয়স্কর সার জ্ঞান লাভ করুন এবং সেই জ্ঞান অপর সকলকে বিতরণ করিতে থাকুন, তাহাতে কোন নিষেধ নাই, বরং মঙ্গলই আছে। কিন্তু বেদ পাঠ না করিয়াও যদি বেদের সার এবং সারাৎসার-পরাৎপর তত্ত্ব অন্য কোনও প্রকারে বিদিত হওয়া যায়, এবং তাহাতে নিষ্ঠা জন্মে, তাহা হইলে, বেদ পাঠের কোনই প্রয়োজন থাকে না।

বেদ বেদান্ত সমূহের সারাৎসার-পরাৎপর এবং সারতত্ত্ব ;—পরমাত্মা, অগ্নিব্রহ্ম, অহিংস্র যজ্ঞ বা অগ্নিহোত্র, ওঁকার এবং সপ্রণব গায়ত্রী

এখন এই জীবন-সংগ্রামের দিনে, ক্ষীণ প্রাণ ক্ষীণ শক্তি অল্পায়ু মানবগণের পক্ষে সংক্ষেপে সার এবং সারাৎসার ধর্ম্ম সাধন হওয়াই উচিত। এ সম্বন্ধে উত্তর গীতার শ্লোকটী উদ্ধৃত হইল :—

"অনন্তঃ শাস্ত্রং বহুবেদিতব্যং স্বল্পশ্চকালোবহবশ্চ বিঘ্না।
যৎসার ভূতং তদুপাসিতব্যং হংসো যথা ক্ষীরমিবাম্ব মিশ্রিতম্।১।অঃ ২।"

অর্থ—হে পার্থ! শাস্ত্র সকল ত অনন্তবৎ। বহুকালে বহু পরিশ্রমে বিদিত হওয়ার যোগ্য ; কিন্তু জীবন কাল অতি সংক্ষিপ্ত, তাহার মধ্যে রোগাদি অনেক বিঘ্নও আছে। অতএব হংস যেমন অসার নীর পরিত্যাগ করিয়া দুগ্ধের সার গ্রহণ করিয়া থাকে, সেইরূপ সর্ব্বশাস্ত্রের সার সংক্ষেপে সংগ্রহ করিয়া সাধনা বা উপাসনা করা কর্ত্তব্য।

কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের অনেক পরে শ্রীকৃষ্ণ মহাবীর অর্জ্জুনকে উক্ত উপদেশ দিয়াছিলেন।

২। **শূদ্রগণের বেদে অধিকার।**—পুরাকালে শূদ্রের বেদে এবং বেদোচিত কর্ম্মে যে অধিকার ছিল তাহার প্রমাণ যজুর্ব্বেদে (অঃ ২৬।২), যোগাবশিষ্ঠ রামায়ণে, মহাভারতের উমা মহেশ্বর সংবাদে, ভৃগু ভরদ্বাজ সংবাদে ও মনুসংহিতায় আছে। প্রাচীনকালে শূদ্রদিগের বিদ্যা শিক্ষার কোন ব্যবস্থা ছিলনা বলিয়া শূদ্রগণের ঐ অধিকার বলবতী এবং ফলবতী হইতে পারে নাই। অথবা ব্রাহ্মণগণের অসাধারণ বিদ্যা, তপঃ এবং স্বার্থ প্রভাবেই মূর্খ শূদ্রগণের বেদোচিত কর্ম্মে অধিকার লাভ হয় নাই, এক মতে বলা যাইতে পারে। কিন্তু অতি প্রাচীনকালে কোনও শূদ্র সন্তান কোনও ব্রাহ্মণের কৃপায় বিদ্যা (সংস্কৃত) লাভ করিতে পারিলে, তিনি ব্রাহ্মণোচিত কর্ম্মে অধিকার এবং ঋষিত্ব প্রাপ্ত হইতে পারিতেন এরূপ প্রমাণ আছে। কবস

শূদ্র ছিলেন; কিন্তু তিনি ঋষিত্ব প্রাপ্ত হইয়া বেদমন্ত্র পর্য্যন্ত রচনা করিয়াছিলেন। ইনি অবশ্যই প্রথমে কোন প্রকারে বিদ্যা লাভ করিয়াছিলেন।

এখন মহাত্মা শিবনারায়ণ পরমহংস স্বামী স্ত্রী, শূদ্র এবং অতি শূদ্র চণ্ডালকে পর্য্যন্ত বেদে, প্রণবে এবং অগ্নিহোত্রে অর্থাৎ অগ্নিব্রহ্মে আহুতি অর্পণ করিতে অধিকারী করিয়া গিয়াছেন। ইহার কারণ বিশেষরূপে অবগত হইতে হইলে,তাঁহার পূর্ব্বোক্ত গ্রন্থ নিচয় লইয়া পাঠ করিয়া দেখা উচিত। এস্থলে এই পর্য্যন্ত বলা যাইতে পারে, যে ব্যক্তি যে বিষয়ে পারক এবং নির্ভয় ও সাহসী সেই ব্যক্তি সেই বিষয়ে অধিকারী। ইহাতে জাতি কুলের বিচার নাই। এখন অনেক নীচ জাতীয় লোক (নরনারী) বিদ্বান হইয়াছেন। সুতরাং অনধিকারে অধিকার ঘটিয়াছে।

৩। অতি প্রাচীনকালের শূদ্রের বিদ্যা-শিক্ষা সম্বন্ধে।—অতি প্রাচীনকাল হইতে আর্য্যগণ, অনার্য্য বা শূদ্রগণকে বিদ্যা শিক্ষা দেন নাই বলিয়া পূর্ব্বে যে অনুযোগ করিয়াছিলাম তাহা সঙ্গত হয় নাই। কারণ যৎকালে বর্ণভেদ এবং বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠিত হয়, তৎকালে যাহাদিগকে শূদ্র করা হইয়াছিল, তাহাদের অবস্থা অতি হীন অর্থাৎ তখন তাহারা অতি স্থূল বুদ্ধিযুক্ত নানা প্রকার নীচ কার্য্যে রত এবং বিদ্যাশিক্ষায় নিতান্ত অনিচ্ছুক বা পরাঙ্মুখও ছিল বলিয়া বিবেচিত হয়। আর্য্যগণের সহিত শত্রুতা, ক্রূরতা, খলতা এবং নৃশংসতা করিয়া অনার্য্যগণ যে পাপ সঞ্চয় করিয়াছিল, তাহা দ্বারা তাহারা দীর্ঘকাল বিদ্যালাভে বঞ্চিত ছিল একথাও বলা যাইতে পারে। কিন্তু সুদীর্ঘকাল আর্য্যগণের সহবাসে থাকিয়া তাঁহাদের সেবা ও তাঁহাদিগকে বহু কন্যাদান করিয়া, এই শূদ্রগণ যখন উন্নত, বুদ্ধিমান

রা বিদ্যালাভের উপযোগী হইয়াছিল, তখন তাহাদিগের বিদ্যা শিক্ষার ব্যবস্থা আর্য্যগণ করেন নাই, ইহাই এখন ভারতের দুর্ভাগ্য এবং পরিতাপের বিষয় বলিয়া বিবেচিত হইতেছে। মহান্ ইংরেজ জাতির এবং মহানুভব ইংরেজ রাজপুরুষদিগের বিদ্যানুরাগ, বিদ্যোৎসাহ, বিদ্যাবিস্তার বা বিদ্যা দানেচ্ছা অতীব প্রশংসনীয়, ইহা পক্ষপাত শূন্য ব্যক্তি মাত্রকেই স্বীকার করিতে হইবে।

প্রাচীন কালের শূদ্রগণের অবস্থা নানাশাস্ত্র হইতে সংগ্রহ করিলে, এইরূপ জানা যায়ঃ—"শূদ্র কৃষ্ণবর্ণ, শৌচাচার পরিভ্রষ্ট, সর্ব্ব নীচ কর্ম্মে রত নিরক্ষর, ক্রূর, খল এবং নৃশংস। শূদ্রগণের ধর্ম্ম ত্রিবর্ণের সেবা, ত্রিবর্ণের উচ্ছিষ্ট ভোজন, ত্রিবর্ণের পরিত্যক্ত ছিন্ন বস্ত্র পরিধান এবং ব্রাহ্মণ মুখে পুরাণ শ্রবণ। শূদ্র যদি বেদ বাক্য শ্রবণ করে, তাহার কর্ণে উত্তপ্ত সীসক ঢালিয়া দিবে, জিহ্বায় উচ্চারণ করিলে তাহার জিহ্বা ছেদন দণ্ড।" এখন কি শূদ্রগণের ঐরূপ অবস্থা আছে না উক্তরূপ বিধি তাহাদের উপর প্রয়োগ করা যায়? এখন চারিবর্ণেরই মনুষ্যগণের বিলক্ষণরূপে অবস্থা বিপর্য্যয় ঘটিয়াছে; সুতরাং শাস্ত্র সম্মত বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম আর রক্ষা হয় কিরূপে? অতএব সময়োচিত অধিকার লাভ হওয়া যুক্তি সঙ্গত কিনা?

৪। **মহা আড়ম্বর পূর্ণ যজ্ঞের অপ্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে।**—মহারাজ আদিশূর এবং মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের মত মহা-আড়ম্বর পূর্ণ ও বহুদূর দূরান্তর হইতে মহামহোপাধ্যায় বহু ব্রাহ্মণ পণ্ডিত নিমন্ত্রণ দ্বারা টাকার শ্রাদ্ধের যজ্ঞের এখন কোন প্রয়োজন নাই। এখন রাজা, মহারাজা, জমিদার, মহাজন এবং সমর্থবান ভদ্র গৃহস্থ মাত্রেরই গৃহে গৃহে নিত্য দুই বেলা হোমানুষ্ঠান বা যজ্ঞাহুতি হওয়ার প্রয়োজন।

বিশেষ বিশেষ সময়ে, এবং বিশেষ বিশেষ স্থানে, বহু লোক মিলিত হইয়া চাঁদা দ্বারা অর্থ সংগ্রহ করিয়া অথবা ব্যক্তি বিশেষের অর্থে দুই পাঁচ দশ শত টাকার ঘৃতাদি আহুতি দ্রব্য সংগ্রহ পূর্ব্বক ভক্তি শ্রদ্ধা সহকারে অগ্নি ব্রহ্মে অর্পণ করাও কর্ত্তব্য।

৫। চারি জাতীয় মনুষ্যসৃষ্টির কথা সম্বন্ধে।—যাঁহাদের বিশ্বাস এবং ধারণা যে, সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মার চারি অঙ্গ হইতে চারি জাতীয় মনুষ্যের উৎপত্তি হইয়াছে, তাঁহারা এখনও ঘোর ভ্রান্তিতে আছেন। কারণ সৃষ্টির প্রথমকালে বা সত্যযুগে জাতিভেদ ছিল না ইহা নিঃসংশয়ে নিষ্পত্তি হইয়া গিয়াছে। তাহা হইলে, সৃষ্টিকর্ত্তার চারি অঙ্গ হইতে চারি জাতীয় মনুষ্যের উৎপত্তি কখনও সম্ভব হইতে পারে না। তাহা যদি হইত সৃষ্টির আদিতেই সম্ভব হইতে পারিত। একযুগ পরে সৃষ্টিকর্ত্তা চারি জাতীয় মনুষ্য সৃষ্টি নিশ্চয়ই করেন নাই। তাহা করিলে তাঁহাকে প্রথম যুগের সমস্ত নরনারী প্রভৃতিকে বিনষ্ট করিতে হইত। প্রথম যুগে বা সত্যযুগে জাতিভেদ ছিল না তাহার বিস্তর শাস্ত্রীয় প্রমাণ আছে। এস্থলে ভাগবতের শ্লোকার্দ্ধ উদ্ধৃত হইল মাত্র। যথাঃ—"আদৌকৃতযুগে বর্ণো নৃণাং হংস ইতিস্মৃতঃ।" অর্থ—সত্যযুগে বর্ণভেদ ছিল না; সকলেই হংস নামে অভিহিত হইতেন। অতএব বর্ণভেদ এবং বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম নিশ্চয়ই মহাপ্রতাপশালী বুদ্ধিমান রাজাগণ এবং বিদ্বান রাজপণ্ডিতগণের দ্বারাই কল্পিত ও ব্যবস্থিত হইয়াছিল। প্রথম যুগের মনুষ্যগণকেই পরের যুগে গুণকর্ম্মানুসারে চারি বর্ণে পরিণত করা হইয়াছিল ইহাই অতি যুক্তি সঙ্গত কথা।

৬। সকল জীবের মঙ্গল কামনা বা শুভেচ্ছা করা দূষণীয় বা বাতুলতা নহে।—চন্দননগরের

দোকানদারগণের দ্বারে দ্বারে একজন মুসলমান ভিক্ষুক বলিয়া বেড়াইতেন—'খোদা সবকইকো ভালা করো' আরব দেশের এক মুসলমান সাধুপুরুষ বা ফকীর বলিতেন,—'নরনারীগণের দুঃখ ক্লেশ দেখিয়া আমার এরূপ ইচ্ছা হয় যে, সকল নরনারীর দুঃখ ক্লেশ আমাতে প্রবেশ করুক, আর সকল নরনারী দুঃখ ক্লেশ বিমুক্ত হইয়া সদানন্দে কাল যাপন করুক।'

কোন কোন হিন্দু নরনারীর মুখেও শুনিয়াছি, 'আহা! সকলেরই ভাল হউক, কাহারো যেন মন্দ না হয়।' আমার বড় দুঃখিনী স্ত্রীর মুখেও ঐ কথা শুনিয়াছি। নিম্নলিখিত এবং ঐ কথাগুলি আমার বড়ই করুণাত্মক শ্রুতিমধুর এবং হৃদয়গ্রাহী বলিয়া বোধ হয়।

গীতাতে লিখিত আছে :—

"লভন্তে ব্রহ্মনির্ব্বাণ মৃষয়ঃ ক্ষীণ কল্মষাঃ।
ছিন্ন দ্বৈধা যতাত্মনঃ সর্ব্বভূত হিতেরতাঃ॥"

(৫ম অঃ ২৫ শ্লোক)

অর্থ—নিষ্পাপ, সন্দেহশূন্য, সংযমপরায়ণ ও সর্ব্বপ্রাণী হিতে রত মহাপুরুষগণ ব্রহ্ম নির্ব্বাণ লাভ করেন। 'সর্ব্ব প্রাণী হিতে রত' শব্দের অর্থ সকল প্রাণীর হিত কামনা বা শুভ ইচ্ছা করা ভিন্ন আর কি হইতে পারে? অতএব সকল জীবের মঙ্গল ইচ্ছা করাও যে মহাপুণ্য কার্য্য এবং ঈশ্বর-প্রীতিকর তাহাতে আর সন্দেহ মাত্র নাই।

সমস্ত ব্রাহ্মণগণের প্রতি পুঃ নিবেদন।—

এই পুস্তিকা পাঠান্তে কিম্বা এই পুস্তিকার বিষয় সকল শ্রবণান্তে মহামহোপাধ্যায় ব্রাহ্মণ পণ্ডিত প্রভৃতি সমস্ত ব্রাহ্মণ সমাজ বলিতে পারেন যে, একজন মূর্খ শূদ্রের উপদেশ মতে যদি ব্রাহ্মণগণকে

হোমানুষ্ঠান করিতে হয় ইহা অপেক্ষা অধর্ম্ম বিড়ম্বনা এবং পরিতাপের বিষয় আর কি হইতে পারে ?

আমি বলি তাহা করিতে হইবে কেন ? তাঁহারা কি এ বিষয়ে অনভিজ্ঞ ? তাঁহারা ত' এই মঙ্গল কার্য্যে চির-অভিজ্ঞ চির-অধিকারী এবং চির-নির্ভর। তবে সুদীর্ঘকাল তাঁহারা এ বিষয়ে (নিত্য হোমানুষ্ঠান বিষয়ে) নিশ্চেষ্ট, নিরুদ্যম এবং আলোচনাবিরত হইয়া রহিয়াছেন বলিয়া এই পুস্তিকা মধ্যে তাঁহাদিগকে দুই দশ কথা নিবেদন করা হইয়াছে মাত্র। ঐ নিবেদন মধ্যে যদি কোন অযথা বাক্য তাঁহাদের প্রতি প্রয়োগ করিয়া থাকি, তাহা হইলে, তাঁহারা নিজ নিজ ব্রাহ্মণোচিত ক্ষমাগুণে এ বৃদ্ধকে ক্ষমা করিবেন। কারণ, আমার উদ্দেশ্য সকলেরই মঙ্গল হউক, পৃথিবীতে আনন্দ এবং শান্তি সদা বিরাজ করুক। গুরু পুরোহিত শ্রেণীর ব্রাহ্মণগণ সকলেই প্রায় হোম করিতে জানেন। ইংরাজি শিক্ষিত আফিস আদালতে নিযুক্ত ব্রাহ্মণগণ হোম কার্য্য ভালরূপ না জানিতে পারেন ; কিন্তু ইচ্ছা করিলে অভিজ্ঞ ব্রাহ্মণগণের নিকট তাঁহারা ত্বরায় এ কার্য্যে দক্ষ হইতেও পারেন। কিন্তু পরমহংস শিবনারায়ণ স্বামীর সরল ও সংক্ষিপ্ত মতে হোমানুষ্ঠান বা আহুতিকার্য্য না করিলে কাহারও পক্ষে নিত্য সাধ্য হইবে না বলিয়া বিবেচিত হয়। কারণ পূর্ব্ব প্রচলিত হোম কার্য্য বড় কঠিন নিয়মে আবদ্ধ।

ফল কথা—এই দুর্দ্দিনকে সুদিন করিতে হইলে, ব্রাহ্মণ শূদ্র প্রভৃতি সকল জাতিকেই সামর্থ অনুসারে হোম বা যজ্ঞাহুতি করিতে হইবে। পূজনীয় বিবেচক ব্রাহ্মণ মহোদয়গণের নিকট আমার সনির্বন্ধ প্রার্থনা, অনুরোধ এবং নিবেদন এই যে, তাঁহারা যেন পরমহংস শিবনারায়ণ স্বামী কৃত "অমৃত সাগর" "সার নিত্যক্রিয়া"

এবং তাঁহার "ভারত ভ্রমণ বৃত্তান্ত" এই গ্রন্থ তিনখানি বিচার সহকারে পাঠ করিয়া দেখেন।

আপত্তির নিষ্পত্তি বা মীমাংসা।—অনেকেই এরূপ আপত্তি তুলিতে পারেন যে, অগ্নিহোত্র হোমানুষ্ঠান বা যজ্ঞাহুতি না করিয়াও ত' সকল দেশের মনুষ্যগণ বহু সৌভাগ্য অর্থাৎ রাজ্য, ধন, যশ, মান, পদমর্য্যাদা, শক্তি, স্বাস্থ্য, দীর্ঘায়ু, সৌন্দর্য্য, অট্টালিকা, উত্তম উত্তম যান বাহন, এবং সুন্দর সুন্দরী স্ত্রী পুত্রাদি লাভ করিতেছেন; ঐ সকল যে প্রকারে লাভ হয়, অর্থাৎ যে সকল কার্য্য করিলে ঐ সকল প্রাপ্তি ঘটিতে দেখা যায় সেই সকল প্রত্যক্ষ ফলপ্রদ কার্য্য করাই কর্ত্তব্য, অগ্নিতে আহুতি দিবার প্রয়োজন কি?

ঐ প্রকার আপত্তির নিষ্পত্তি বা সমাধা এই প্রকারে করিতে হইবে। মনুষ্যগণ বহু পরিশ্রম বহু উদ্যম এবং অতিশয় অধ্যবসায় সহকারে বিবিধ বিদ্যা ও বিবিধ প্রকারে ধন অর্জ্জন করিয়া উত্তমরূপে স্ত্রী পুত্রাদির প্রতিপালন করিতেছেন এবং স্বতঃ পরতঃ জ্ঞাতসারে ও অজ্ঞাতসারে দান ও পরোপকার দ্বারা স্বদেশ বিদেশ বা জগতের কতই হিত সাধন করিতেছেন তাহার সীমা নাই। ঐ সকলের ফলেই জন্মজন্মান্তরে ঐ সকল ঐশ্বর্য্যাদি লাভ হইতেছে, আর কৃত-কর্ম্মের তারতম্য হেতু ফলেরও তারতম্য ঘটিতেছে। স্ত্রী পুত্রাদির উত্তমরূপে প্রতিপালন মহাধর্ম্ম এবং পরমেশ্বরের প্রীতিকর বা প্রিয় কার্য্য বলিয়া সকলে জানিবেন। যাহারা তাহা না করে তাহারাই ঈশ্বরের কোপানলে পতিত হইয়া সংসারে পুনঃপুনঃ বহু ক্লেশ পাইয়া থাকে। চুরি, ডাকাতি, নরহত্যা ইত্যাদি পাপ কর্ম্মের গুরু দণ্ড অবশ্যই ভোগ করিতে হয়। পিতামাতা আত্মীয়স্বজন এবং স্ত্রী পুত্রাদির সেবা ও প্রতিপালনের সহিত ভক্তিপূর্ব্বক অগ্নি ব্রহ্মে নিত্য আহুতি

অর্পণ করিলে বহু আপদ বিপদ এবং বিঘ্ন নাশ হয়; চিত্তশুদ্ধি বা মনের মলিনতা দূর ও সঞ্চিত পাপ বিনষ্ট হইয়া থাকে, আর ভগবৎ উপাসনায় স্ফূর্ত্তি বা আনন্দ লাভ হয়। অতএব সমর্থবান (হিন্দু) অনেকের পক্ষেই উহা অবশ্য নিত্য করণীয় মঙ্গল কার্য্য। ভারতবাসী যে কোন ধর্ম্মাবলম্বী ঐ সর্ব্ব মঙ্গলকর কার্য্যের অনুষ্ঠান করিতে পারেন এ কথা স্বামিজী লিখিয়া গিয়াছেন। এই মঙ্গলকর কার্য্য অনুষ্ঠাতার বিশেষরূপে নিজ মঙ্গলত আছেই, তদ্ব্যতীত জগতের মঙ্গলও ব্যাপকরূপে হইয়া থাকে। যথেষ্টরূপে যজ্ঞাহুতি হইলে, নৈসর্গিক কার্য্য (বৃষ্টি ঝটিকাদি) সকল সুখপ্রদরূপে হইয়া থাকে। এস্থলে ইহাও বক্তব্য যে, মাতৃগর্ভে ভ্রূণ দেহের করকোষ্ঠীতে যে সকল দুর্ভাগ্য-দুর্গতি নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, সেই সকল ভোগ হইবেই। কোনও প্রকার শুভকর্ম্ম দ্বারা সে সকল দুর্ভাগ্য দুর্গতি দূর হইবে না। কিন্তু অগ্নিহোত্রাদি শুভ কর্ম্মের ফল অবশ্যই ফলিবে। কোন বিশেষ প্রতিবন্ধক হেতু এ জন্মে কোনও সময়ে না ফলিলে পর-জন্মে অবশ্যই ফলিবে। অতএব অগ্নিহোত্রাদি শুভ কর্ম্ম কিছুতেই ত্যাগ করা উচিত নহে।

এখন হইতে কেবল ভারতবাসী সর্ব্ব বর্ণের পারগ নরনারী-গণের ভক্তি সহকারে আহুতি করার প্রয়োজন, যাহাতে পাপক্ষয়, যথেষ্ট পুণ্যসঞ্চয় এবং তেজ সংগ্রহ হইতে পারে। ভারতবাসী ইংরাজ, মুসলমান, বৌদ্ধ, জৈন, ব্রাহ্ম প্রভৃতি সকল সম্প্রদায়ের নরনারী অগ্নিব্রহ্মে ঘৃতাহুতি দিতে পারিবেন, স্বামিজী এরূপ আদেশ দিয়া গিয়াছেন।

শূদ্র আহুতি করিলে সমাজচ্যুতি ঘটিবে না।—যে কোন শূদ্র আহুতি করিলে তাহার সমাজচ্যুতি বা কোন

পাণ্ডিত্য ঘটিবে না এবং কোন প্রত্যবায়েরও ভয় নাই। কারণ, শুভ কার্য্যের কখনও অশুভ ফল হইতেই পারে না। স্বামিজী লিখিয়া গিয়াছেন:—"শ্রেষ্ঠ কার্য্য যে করিবে অবশ্যই তাহার শ্রেষ্ঠ ফল লাভ হইবে। স্ত্রী হউক অথবা পুরুষ হউক, শূদ্র হউক অথবা ব্রাহ্মণ হউক, সকলেই শ্রেষ্ঠ কার্য্য করিলে শ্রেষ্ঠ ফলই প্রাপ্ত হইবেক।" যদি বলেন শাস্ত্র নিষিদ্ধ; কিন্তু শাস্ত্র নিষিদ্ধ যে নহে, তাহার শাস্ত্রীয় প্রমাণ এস্থলে কিছু প্রদর্শিত হইল। মহর্ষি মনু তাঁহার সংহিতা মধ্যে লিখিয়া গিয়াছেন:—

"শূদ্রো ব্রাহ্মণতামেতি ব্রাহ্মণশ্চেতি শূদ্রতাং। ক্ষত্রিয়াজ্জাতমেবন্তু বিদ্যাৎ বৈশ্যাত্তথৈবচ॥" স্বামিজী এই শ্লোকের তাৎপর্য্য এইরূপ লিখিয়া গিয়াছেন;—"শূদ্র, বৈশ্য ও ক্ষত্রিয় যে কেহ শ্রেষ্ঠ কার্য্য (ব্রাহ্মণোচিত কার্য্য) করিবে সেই ব্রাহ্মণ হইবে; এবং ব্রাহ্মণ কুলে জন্মগ্রহণ করিয়াও নিকৃষ্ট কার্য্যের কর্ত্তা শূদ্র হইবে। স্বামিজীর ভ্রমণ বৃত্তান্ত, ৫৪ পৃষ্ঠায় দেখুন) মহামুনি ভৃগু, ভরদ্বাজ মুনিকে যাহা বলিয়াছিলেন, তাহার মর্ম্মার্থ এইরূপ:—'হে মুনে! বস্তুতঃ ইহলোকে মনুষ্যগণের মধ্যে জাতিগত কিছু ইতর বিশেষ নাই। সৃষ্টিকর্ত্তা সকলকেই প্রথমে ব্রাহ্মণ করিয়া সৃষ্টি করিয়াছিলেন। সেই এক ব্রাহ্মণ জাতিই কালক্রমে গুণ কর্ম্ম ভেদে নানা জাতিতে পরিণত হইয়াছে; কিন্তু ব্রাহ্মণেতর সকল জাতিরই ব্রাহ্মণোচিত কর্ম্মে অধিকার আছে।' এ সম্বন্ধে আরও প্রমাণ আছে। মহর্ষি বশিষ্ঠদেব রামচন্দ্রকে ঐরূপ অধিকারের কথাই বলিয়াছিলেন। ব্রাহ্মণগণ শূদ্রগণের অক্ষমতা দেখিয়াই হউক, অথবা তাঁহাদের শ্রেষ্ঠত্ব এবং প্রভুত্ব অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্যই হউক, এযাবৎ ব্রাহ্মণোচিত কর্ম্মে শূদ্রগণের অনধিকারই ঘোষণা করিয়া আসিতেছেন।

এখন শূদ্রগণ বিদ্বান হইয়াছেন এবং নানা শাস্ত্রদর্শী হইতেছেন। অতএব এখন ব্রাহ্মণ শূদ্র সকলেই বিচার পূর্ব্বক অধিকার অনধিকার নির্ণয় করিয়া নির্ব্বৈরভাবে ধর্ম্মসাধন এবং কাল যাপন করিতে থাকুন, যাহাতে জগতে শান্তি স্থাপিত হয়।

এস্থলে আর এককথা বলা উচিত। এখন শূদ্রগণ ব্রাহ্মণোচিত অগ্নিহোত্রাদি শুভ কর্ম্ম করিলেই যে ব্রাহ্মণ হইয়া যাইবেন বা ব্রাহ্মণ সমাজে প্রবেশ লাভ করিবেন তাহা সম্ভব নহে। এখন শূদ্রগণ ব্রাহ্মণোচিত কর্ম্ম করিলেও শূদ্রই থাকিবেন। কারণ শূদ্রগণের উপনয়ন সংস্কার হইবে না ; এবং তাঁহারা ব্রাহ্মণ সমাজের সমস্ত আচার ব্যবহারও সম্পূর্ণরূপে পালন করিতে পারিবেন না ; সুতরাং তাঁহাদিগকে সুদীর্ঘ কাল শূদ্রই থাকিতে হইবে। তবে অগ্নিহোত্রাদি শুভকর্ম্ম দ্বারা ক্রমশঃ তাঁহাদের অবস্থার উন্নতি হইতে থাকিবে। এখন যিনি যে জাতিতে আছেন তিনি সেই জাতিতে থাকিয়া উক্ত শুভ কার্য্য করিতে থাকুন। যাঁহারা শূদ্র হইতে বৈশ্য কিম্বা ক্ষত্রিয় এবং এক জাতি হইয়া অন্য উন্নত জাতিতে যাইবার জন্য ব্যগ্র হইতেছেন এবং যাইতেছেন তাঁহারা যেন এখন ভ্রান্ত পথে চলিতেছেন বলিয়া বিবেচিত হয়।

বিনা মন্ত্রে আহুতি দিবার প্রকরণ—যাঁহারা বিনা মন্ত্রে আহুতি দিবেন, তাঁহারা পূর্ব্বোল্লিখিত আহুতি দ্রব্য যৎকিঞ্চিৎ যাহা আহরণ করিবেন তৎ সমস্ত অগ্নিকুণ্ডের নিকট স্থাপন করিয়া অগ্নি প্রজ্জলিত পূর্ব্বক ভক্তি শ্রদ্ধা সহকারে এই কথা বলিবেন, 'মাজগজ্জননী ? এই যৎকিঞ্চিৎ যাহা আহরণ করিতে পারিয়াছি, আপনি কৃপা করিয়া আহার করুন।' এই বলিয়া অল্প অল্প করিয়া স্নেহময়ী জননী যেমন আপন শিশু সন্তানকে এবং প্রিয়জন যেমন প্রিয়জনকে আদর সহকারে আহারীয় দ্রব্য মুখে তুলিয়া দেয় সেইরূপে জগজ্জননীকে আহার করাইবেন। এইরূপে

তাঁহার আহার শেষ হইলে, কিঞ্চিৎ পরিস্কার স্বচ্ছজল প্রজ্জলিত অগ্নির উপর নিক্ষেপ করিয়া ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ অথবা কেবল শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ উচ্চারণ করিয়া আহুতি সমাপন করিবেন। যদি মন্ত্র (প্রণব কিম্বা সপ্রণব গায়ত্রী) গ্রহণ করিয়া থাকেন, তাহা হইলে আহুতির পর তাহা যথাসাধ্য জপ করিবেন। আহুতির পরে অগ্নি ব্রহ্মের সম্মুখে ইষ্টমন্ত্র জপ করিলে বিশেষ ফল লাভ হয়। আহুতি দিবার পূর্ব্বে জগজ্জননী অগ্নি ব্রহ্মের নিকট এইরূপ নিবেদন করাও উচিত,—'জগজ্জননী! এই যৎকিঞ্চিৎ আহুতি দ্রব্য মধ্যে যদি কিছু অমেধ্য বা দূষিত পদার্থ থাকে, আপনি কৃপা করিয়া শুদ্ধ করিয়া লউন। শাস্ত্রে লেখা আছে, আপনার শিখা সংস্পর্শে মহা অপঘাত দুষ্ট পদার্থ শুচি এবং পবিত্র হইয়া যায়।

অতি অপবিত্র বস্তুকে পবিত্র করিতে আপনার তুল্য আর কেহই নাই।' অগ্নি ব্রহ্মে আহুতি দিবার পূর্ব্বে এবং আহুতির শেষে আহ্বান ও বিসর্জ্জনের মন্ত্র পাঠ করিবার বিধি আছে।

আহ্বান মন্ত্র যথাঃ—

"ওঁ আয়াহি বরদেদেবি ত্র্যক্ষরে ব্রহ্মবাদিনি।
গায়ত্রি ছন্দসাং মাতর্ব্রহ্মযোনি নমোঽস্তুতে॥"

বিসর্জ্জন মন্ত্র যথাঃ—

"ওঁ উত্তরে শিখরে জাতে ভূম্যাং পর্ব্বতবাসিনি।
ব্রহ্মণা মনুজ্ঞাতা গচ্ছ দেবি যথেচ্ছয়া॥"

(অথবা গচ্ছ দেবি যথা সুখং।)

পরমহংস স্বামীর মত এই, উক্ত মন্ত্রদ্বয় পাঠ না করিলেও এখন কোনও দোষ বা অপরাধ হইবে না। এখন হইতে ভক্তি প্রীতি এবং শ্রদ্ধার সহিত আহুতি অর্পিত হইলেই কার্য্য সিদ্ধ হইবে। অর্থাৎ অগ্নি

ব্রহ্ম তাহা গ্রহণ করিবেন, এবং তদ্দ্বারা জগতের যথাসম্ভব হিতসাধিত হইবে। যাঁহারা মন্ত্রে অনুরাগী এবং উত্তমরূপে মন্ত্র উচ্চারণ করিতে পারিবেন, তাঁহারা আহ্বান এবং বিসর্জ্জনের মন্ত্র পাঠ করিবেন। অথবা না করিতেও পারেন।

এই ক্ষুদ্র পুস্তিকা মুদ্রিত হইবার পর স্থিরভাবে দেখা গেল, ইহার মধ্যে অনেক ভ্রম প্রমাদ এবং বর্ণাশুদ্ধি দোষ ঘটিয়াছে। আমার মূর্খতা, অসাবধানতা, ছানি যুক্ত চক্ষের দৃষ্টি ক্ষীণতা, এবং ধৈর্য্য-গুণের অল্পতা হেতুই যে ঐরূপ ঘটিয়াছে তাহাতে আর সন্দেহ নাই। ঐ সকল দোষ দেখিয়া প্রথমে আমার বড় লজ্জা বোধ হইল। তারপর ঐ খানি বর্জ্জন করাই শ্রেয় বোধ করিলাম। কিন্তু বহু ক্লেশে ভিক্ষালব্ধ এবং বহু কষ্টে অর্জ্জিত অর্থ দ্বারা ঐ খানি ভাল (এন্টিক্) কাগজে মুদ্রিত হইয়াছিল বলিয়া বর্জ্জন করিতে বড়ই হৃদয়ে ব্যথা অনুভব করিতে লাগিলাম। অবশেষে অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া যথা সম্ভব সংশোধানান্তে প্রকাশ করিতে বাধ্য হইয়াছি; কিন্তু তাহাতেও বেশ মনঃপূত হয় নাই।

২য় পৃষ্ঠায় উপনিষদের যে শ্লোকটী অতি অশুদ্ধরূপে মুদ্রিত হইয়াছিল, তাহা পরিত্যাগ করিয়া এস্থলে শুদ্ধ করিয়া উদ্ধৃত হইল। যথা—"অগ্নির্যথৈকো ভুবনং প্রবিষ্টো রূপং রূপং প্রতিরূপো বভূব।"

অর্থ—যেমন একই অগ্নি ভুবনে প্রবিষ্ট হইয়া দাহ্য বস্তুর রূপ ভেদে তত্তদ্রূপ হইয়াছেন। (শ্রীযুক্ত সীতানাথ তত্ত্বভূষণ মহাশয়ের অনুবাদ)

৪৬ পৃষ্ঠার দশ পংক্তির আরম্ভে লেখা আছে, "পরমার্থ সাধন এবং পরম পুরষার্থ জ্ঞান" ঐ কথা গুলি অসঙ্গত জ্ঞানে পরিত্যক্ত হইল। ঐ কথা গুলির পরিবর্ত্তে (অতি প্রিয়জ্ঞান) এইরূপ পাঠ করিবেন।

ঐ পৃষ্ঠার ১৫ পংক্তির মধ্যে "মহামারী রোগে সংক্রামক" স্থলে,

(সংক্রামক মহামারী রোগে) এইরূপ পাঠ হইবে। ঐ পৃষ্ঠার ২০ পংক্তি মধ্যে "আত্মহত্যা" স্থলে (ভোগ ত্যাগ) পাঠ করিবেন।

৫৭ পৃষ্ঠায় ২২ পংক্তির "কতগুণে করেন তাহার সীমা থাকেনা স্থলে (অসংখ্য গুণে করিবেন) এইরূপ পাঠ হইবে।

৫৯ পৃষ্ঠার ১২ পংক্তির "পাপ নাশিনী" শব্দের পরিবর্ত্তে পাপ নষ্ট কর এবং বহু মঙ্গলকর পাঠ হইবে।

৬০ পৃষ্ঠায় প্রথম ছত্রে (কাশী জেলার মধ্যে) পাঠের পূর্ব্বে (সম্ভবতঃ কাশী জেলার মধ্যে) পাঠ করিবেন।

এই পুস্তিকা মধ্যে যাহা কিছু লিখিত হইয়াছে তৎ সমুদায় আমার অভ্রান্ত জ্ঞানকৃত নহে। কারণ অভ্রান্ত জ্ঞান (ব্রহ্মজ্ঞান) আমার হয় নাই। পড়িয়া শুনিয়া এবং উপস্থিত বুদ্ধিমতে যাহা কিছু লিখিয়াছি। অতএব বিচারপূর্ব্বক যাহা যাহা সত্য এবং কল্যাণকর বোধ হইবে তৎসমুদায় গ্রহণ ও সাধন করিবেন। তবে পরমহংস স্বামীর গ্রন্থনিচয় পাঠ করিতে পাঠকগণকে পুনঃ পুনঃ অনুরোধ করিতেছি।

এই পুস্তিকা প্রকাশ দ্বারা আর কিছু হউক না হউক পরমহংস স্বামীর গ্রন্থ নিচয় পাঠে সর্ব্ব সাধারণের মনোযোগ ও আগ্রহ, জন্মিলেই আমার সকল উদ্যম ও সকল শ্রম সার্থক হইয়াছে জানিব। আর এক সুখের বিষয় এই, আহুতি দিবার মন্ত্রত্রয়ে কোন বর্ণাশুদ্ধি ঘটে নাই।

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
উৎসর্গ মধ্যে	৫	করেণ	করেন
ভূমিকা মধ্যে	১৯	প্রাণিপাত পূর্ব্বক	প্রণিপাত পূর্ব্বক
”	২০	তাহারা	তাঁহারা
২	৮	প্রবৃষ্ট	প্রবিষ্ট